রাঁচি, শুক্রবার
30:06:2023
web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

04

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>256 >>14 Ashar 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ২৫৬ >> << ১৪ই, আষাঢ় ১৪৩০>>

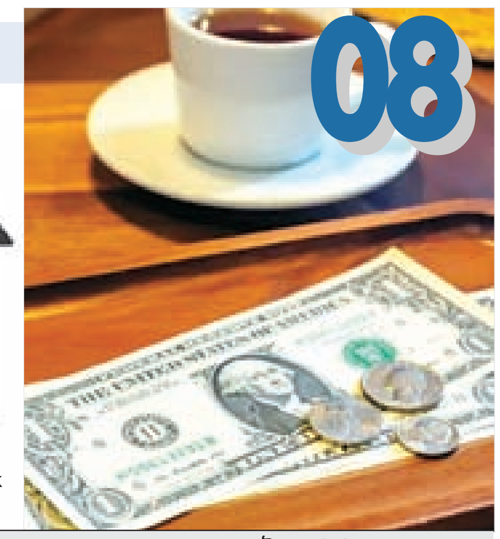

২০২২ সালে রেকর্ড সংখ্যক অভিবাসী জার্মানিতে

বার্লিন ঃ রাশিয়া ইউক্রেনে হামলার শুরু করার পর, দেশটি থেকে পালিয়ে আসা বিপুল সংখ্যক মানুষ আশ্রয় নিয়েছে জার্মানিতে। এর মধ্য দিয়ে, আগের যে কোন সময়ের তুলনায় মোট অভিবাসীর সংখ্যায় রেকর্ড গড়েছে জার্মানি।

দেশটির কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান সংস্থা ডেস্টাটিস মঙ্গলবার এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, ২০২২ সালে জার্মানিতে অভিবাসীদের সংখ্যা অন্য যে কোনও বছরের তুলনায় বেশি ছিল। সংস্থাটি বলছে, গেল বছর ২৬ লাখ ৭০ হাজার বিদেশি নাগরিক এসেছেন জার্মানিতে। এর মধ্যে ফিরে গেছেন ১২ লাখ। আর রয়ে গেছেন ১৪ লাখ ৭০ হাজার। এত সংখ্যক বিদেশি আসার প্রধান কারণ হিসেবে ইউক্রেনের যুদ্ধকে চিহ্নিত করেছে জার্মানির কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান সংস্থাটি। ডেস্টাটিস জানায়, এক লাখ ১০ হাজার ইউক্রেনীয় শরণার্থী জার্মানিতে নিরাপত্তা খুঁজতে বাধ্য হয়েছেন। ২০২১ সালের পরিসংখ্যানের দিকে তাকালে দেখা যায়, ওই বছর ১৩ লাখ ২০ হাজার বিদেশি এসেছিলেন। আর ফিরে গেছেন, প্রায় ১০ লাখ মানুষ।

রাশিয়া পূর্ণ শক্তি নিয়ে আক্রমণ শুরু করার পর, গেল বছরের মার্চ থেকে মে'এর মধ্যে বেশিসংখ্যক ইউক্রেনীয় জার্মানিতে এসেছিলেন। আর আগস্ট থেকে তাদের আসার সংখ্যা কমতে শুরু করে।

সিরিয়া, আফগানিস্তান এবং তুরস্ক থেকে আসা মানুষের সংখ্যাও আগের বছরের তুলনায় ২০২২ সালে বেড়েছে।

ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোতে থেকেও জার্মানিতে আসার প্রবণতা আগের চেয়ে বেড়েছে। গেল বছর ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে জার্মানিতে আসা অভিবাসীর সংখ্যা ৮৭ হাজার। আর ২০২১ সালে এই সংখ্যাটি ছিল ৮১ হাজার। বিশেষ করে রোমানিয়া, পোল্যান্ড এবং বুলগেরিয়ার নাগরিকেরাই সবচেয়ে বেশি এসেছেন জার্মানিতে। গেল বছর নিজ দেশে ছেড়ে অভিবাসী হওয়া জার্মানদের সংখ্যাও বেড়েছে বলে জানিয়েছে সংস্থাটি। গত বছর দেশ ছেড়েছেন ৮৩ হাজার জার্মান নাগরিক। ২০২১ সালে এই সংখ্যাটি ছিল ৬৪ হাজার। অভিবাসনের ক্ষেত্রে জার্মান নাগরিকদের প্রধান গন্তব্য সুইজারল্যান্ড, অস্ট্রিয়া এবং যুক্তরাষ্ট্র। অভ্যন্তরীণভাবেও ১০ লাখ জার্মান নাগরিক নিজে দেশের ১৬টি রাজ্যের মধ্যে অভিবাসন করেছেন। রাজধানী বার্লিন এবং দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় রাজ্য বাডেন-ভ্যুরটেমবের্গে সবচেয়ে বেশি জার্মান নাগরিক স্থানান্তরিত হয়েছেন। আর সবচেয়ে কম হয়েছে ব্রান্ডেনবুর্গে।

নেতানিয়াহু বলেছেন, চীন তাকে রাষ্ট্রীয় সফরের আমন্ত্রণ জানিয়েছে

ইসরাইল ঃ মঙ্গলবার ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বলেছেন, তিনি চীনে একটি সরকারি সফরের আমন্ত্রণ পেয়েছেন, তবে সফরটি হবে কি না বা কখন হবে তা তিনি প্রকাশ করেননি। যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের সফররত সদস্যদের সঙ্গে বৈঠকের সময় ইসরাইলি নেতা এ ঘোষণা দেন। নেতানিয়াহুর কার্যালয় বলেছে,চতুর্থ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে চীনে তার এই সম্ভাব্য সফর হবে। এটি বলেছে, এটি গত মাসে আমন্ত্রণ সম্পর্কে চীনের সাথে শীতল সম্পর্কযুক্ত বাইডেন প্রশাসনকে অবহিত করেছে। এটি ভ্রমনের সম্ভাব্য তারিখ সম্পর্কে মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানায়।

ইসরাইল এবং চীনের ঘনিষ্ঠ অর্থনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে, তবে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ইসরাইলের কূটনৈতিক এবং নিরাপত্তা সম্পর্ক চীনের সাথে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতাকে বাধা দিয়েছে।

নেতানিয়াহু ইসরাইলের সবচেয়ে দীর্ঘমেয়াদী প্রধানমন্ত্রী। ২০২২ সালের শেষের দিকে ইসরাইলের ৭৫ বছরের ইতিহাসে সবচেয়ে কট্টর এবং ধর্মীয় সরকার, উগ্র জাতীয়তাবাদী এবং উগ্র ধর্মীয় মিত্রদের সাথে একটি জোট গঠনের পরে ক্ষমতায় ফিরে আসে। নেতানিয়াহু দুর্নীতির অভিযোগে বিচারাধীন থাকা অবস্থায় জানুয়ারিতে দেশের বিচার ব্যবস্থার সংশোধনের প্রচেষ্টা শুরু করার পর সরকার সাপ্তাহিক গণবিক্ষোভের পাশাপাশি ওয়াশিংটনের সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে। সেই বিতর্কিত বিচারিক সংশোধন, সেইসাথে পশ্চিম তীরের বসতিতে সরকারের আগ্রাসী অগ্রগতির আলোকে নেতানিয়াহুকে এখনো হোয়াইট হাউস সফরের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। এই ধরনের সফর সাধারণত ইসরাইলি নেতাদের জন্য স্বাভাবিক ঘটনা।

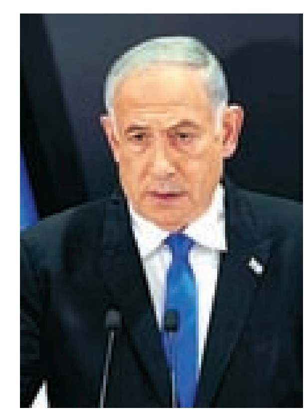

ফ্রান্সে পুলিশের গুলিতে কিশোর নিহত হবার পর তীব্র প্রতিবাদ এবং নিরাপত্তা জোরদার

প্যারিস ঃ বুধবার ফ্রান্সের সরকার প্যারিস এবং অন্যান্য বড় শহরের আশেপাশে বাড়তি পুলিশ উপস্থিতি ঘোষণা করেছে। ১৭ বছর বয়সী এক ডেলিভারি ড্রাইভারের মৃত্যুর ঘটনায় বিক্ষিপ্ত সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ার পরে শান্ত থাকার আহ্বান জানিয়েছে। উক্ত ডেলিভারি ড্রাইভার একটি পুলিশ চেকের সময় গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়েছিলেন। এই মৃত্যু দেশব্যাপী উদ্বেগ, ক্ষোভ ও সমবেদনার বিস্তৃত বার্তা প্রেরণ করেছে। এর মধ্যে ফুটবল তারকা কিলিয়ান এমবাপ্পেও আছেন। এটি প্যারিসের আশেপাশের একাধিক শহরে অস্থিরতা সৃষ্টি করে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জেরাল্ড ডারমানিন বলেন, রাতভর অস্থিরতায় ৩১ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, ২৫ জন পুলিশ কর্মকর্তা আহত হয়েছে এবং ৪০টি গাড়ি পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। প্যারিসের শহরতলি নান্টেরের চারপাশে উত্তেজনা দেখা দিয়েছিল। আইনজীবী বলেন, সেখানে ১৭ বছর বয়সী নেইল এম মঙ্গলবার ট্রাফিক চেকের সময় নিহত হন। নান্টেরের প্রসিকিউটর কার্যালয় জানায়, তার ওপর গুলি চালানোর সন্দেহে এক পুলিশ কর্মকর্তাকে আটক করা হয়েছে এবং তাকে সম্ভাব্য হত্যার অভিযোগের সম্মুখীন করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় ফ্রান্সে আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার কম। মঙ্গলবারের মৃত্যু নান্টেরে এবং অন্যান্য শহরগুলোর মানুষ ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। সেখানে আবাসন প্রকল্পগুলোর আশেপাশের অনেক বাসিন্দা দারিদ্র্য এবং বৈষম্যের সাথে লড়াই করে এবং পুলিশের ক্ষমতার অপব্যবহারের শাস্তি লঘু বলে মনে করে।

এমবাপ্পে প্যারিসের শহরতলি বস্তিতে বেড়ে উঠেছেন। যা ঘটেছে তাতে তিনি হতবাক।

দারমানিন বলেন, সরকার পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনার জন্য বুধবার বিকেলে একটি নিরাপত্তা বৈঠক করবে।

প্রতিবাদ

রাহুল গান্ধী কেন সমাজের সব অংশের মানুষের কথা শোনা থেকে বিরত থাকবেন?

রাহুল গান্ধীকে আটকানো হলো মণিপুরে, প্রতিবাদ কংগ্রেসের

কলকাতা ঃ সাম্প্রতিক জাতি ও ধর্মীয় সংঘর্ষে ক্ষতিগ্রস্ত ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য মণিপুরের জেলা চুড়াচাঁদপুরে যাওয়ার সময় বৃহস্পতিবার কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর গাড়িবহর আটকে দিয়েছে পুলিশ। মণিপুরের রাজধানী ইম্ফল থেকে ২০ কিলোমিটার দক্ষিণে বিষ্ণুপুরে রাহুলকে আটকিয়ে দেয় স্থানীয় প্রশাসন।

বিষ্ণুপুর জেলার পুলিশ প্রধান হেইসনাম বলরাম সিং প্রচারমাধ্যমকে বলেন, 'ওই অঞ্চলের পরিস্থিতি বিবেচনা করে আমরা রাহুল গান্ধীকে যেতে নিষেধ করেছিলাম, হেলিকপ্টারে চুড়াচাঁদপুর যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলাম। যে সড়ক ধরে রাহুল গান্ধী যাচ্ছিলেন, সেই সড়কে গ্রেনেড হামলার আশঙ্কা রয়েছে। তাঁর নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখেই আমরা তাঁকে অনুমতি দিইনি।' পরে হেলিকপ্টারে রাহুল গান্ধী ইম্ফল থেকে চুড়াচাঁদপুরে যেতে পারেন বলে জানান কংগ্রেসের স্থানীয় নেতারা। এদিকে আজ ভোর সাড়ে পাঁচটা নাগাদ মণিপুরের ইম্ফলের উত্তরে কাংপোকপি জেলায় গুলি চালানোর একটি নতুন ঘটনা ঘটেছে বলে স্থানীয় প্রচারমাধ্যম জানিয়েছে। কাংপোকপি জেলার দুটি গ্রামে অত্যাধুনিক অস্ত্র নিয়ে সশস্ত্র দুর্বৃত্তরা হামলা চালায়। তবে হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক কে সি ভেনুগোপাল সংবাদ সংস্থা এএনআইকে বলেছেন, 'রাহুল গান্ধীর কনভয়কে বিষ্ণুপুরের কাছে পুলিশ থামিয়ে দেয়। পুলিশ বলছে, তারা আমাদের অনুমতি দেওয়ার মতো অবস্থায় নেই। অথচ রাস্তার দুই পাশে দাঁড়িয়ে রাহুল গান্ধীর উদ্দেশে হাত নেড়েছেন স্থানীয় মানুষ। আমরা বুঝতে পারছি না, কেন তারা আমাদের ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলে যেতে বাধা দিল।'

কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে এবং জ্যেষ্ঠ নেতা জয়রাম রমেশও রাহুল গান্ধীকে আটকানোর বিরোধিতা করেছেন, তাঁরা বলেছেন, মণিপুর সংকটের বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কোনো কথাই বলছেন না। রাহুল গান্ধী মানুষের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলেন, কিন্তু তাঁকে বাধা দেওয়া হলো।

জয়রাম রমেশ বলেন,মণিপুরে তাঁর (রাহুল গান্ধীর) দুই দিনের সফর 'ভারত জোড়ো যাত্রা'র চেতনায় উদ্বুদ্ধ। প্রধানমন্ত্রী নীরব বা নিষ্ক্রিয় থাকতে পারেন ঠিকই, কিন্তু রাহুল গান্ধী কেন সমাজের সব অংশের মানুষের কথা শোনা থেকে বিরত থাকবেন?'

মল্লিকার্জুন খাড়গে সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, মণিপুরে রাহুল গান্ধীর কনভয় বিষ্ণুপুরের কাছে পুলিশ থামিয়েছে। তিনি সেখানে যাচ্ছিলেন ত্রাণশিবিরে ভুক্তভোগী মানুষদের সঙ্গে দেখা করতে এবং সংঘর্ষবিধ্বস্ত রাজ্যের পাশে দাঁড়াতে। মণিপুরকে প্রধানমন্ত্রী ত্যাগ করেছেন। মণিপুর নিয়ে নীরবতা তিনি এখনো ভাঙেননি।

বিজেপি এই খবরে প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে কংগ্রেসকে রাজ্যের সংবেদনশীল পরিস্থিতির কথা মাথায় রাখতে বলেছে। বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র সম্বিত পাত্র বলেছেন, তুচ্ছ রাজনৈতিক লাভের জন্য 'একগুঁয়ে' হওয়ার চেয়ে সংবেদনশীল পরিস্থিতির কথা মাথায় রাখা প্রয়োজন।

বিজেপিবিরোধী শিবসেনার উদ্ধব ঠাকরে গোষ্ঠীর সাংসদ সঞ্জয় রাউত ইতিমধ্যে কংগ্রেসের পাশে দাঁড়িয়ে মন্তব্য করেছেন যে রাহুল গান্ধীর মণিপুর সফর একটি 'ইতিবাচক পদক্ষেপ'। সম্প্রতি শিবসেনার সঙ্গে কংগ্রেসের সম্পর্কের অবনতির পর বিজেপিবিরোধী মহারাষ্ট্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এই দলের মণিপুর প্রসঙ্গে রাহুল গান্ধীর পাশে দাঁড়ানো ভারতের রাজনীতির জন্য তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। সঞ্জয় রাউত আরও বলেন, দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মণিপুরে গিয়েছিলেন, কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। প্রধানমন্ত্রী এখনো পর্যন্ত মণিপুর সম্পর্কে একটি শব্দও বলেননি। সঞ্জয় রাউত বলেন, চীন মণিপুরের ঘটনায় জড়িত থাকায় মণিপুরের পরিস্থিতির অবনতি হচ্ছে। এই প্রথম ভারতের কোনো গুরুত্বপূর্ণ দলের প্রভাবশালী নেতা মণিপুর প্রসঙ্গে চীনের ভূমিকা থাকার সম্ভাবনার কথা বললেন।

ঈদুল আজহা উপলক্ষ্যে মুসলিমদের প্রতি প্রেসিডেন্ট বাইডেনের শুভেচ্ছা বার্তা

নিউ ইয়র্ক ঃ ঈদুল আজহা উপলক্ষ্যে দেয়া এক বিবৃতিতে প্রেসিডেন্ট বাইডেন মুসলমানদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। এতে বলা হয়, ...ঈদের ঐতিহ্যগুলো ইব্রাহীম (আঃ) ও তার পরিবারের ঈশ্বরের প্রতি চূড়ান্ত আনুগত্যের গল্প এবং স্বার্থহীনতা, দান ও অপেক্ষাকৃত কম ভাগ্যবানদের সেবা করার গুরুত্বকে স্মরণ করিয়ে দেয়। বিবৃতিতে আরও বলা হয়, এ বছর প্রথম বারের মতো হোয়াইট হাউজ মুসলিম সম্প্রদায়ের নেতাদের সঙ্গে ঈদুল আজহা উদযাপন করছে... মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, আমরা লক্ষ লক্ষ মুসলমানের আবাসস্থল হতে পেরে গর্বিত, যারা আমাদের দেশের সাংস্কৃতিক কাঠামোকে সমৃদ্ধ করে এবং আমাদের অভিন্ন সমৃদ্ধিতে অবদান রাখে।

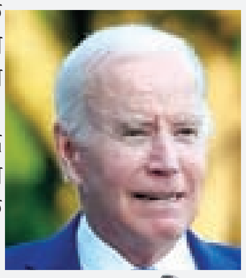

বাজার দর

SENSEX : 63915.42 +499.39

NIFTY : 18972.10 +154.70

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
30.00 °c	24.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 18.38 টা

সূর্যোদয় (কাল) >> 05.05 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী) 58,650 টাকা./10 গ্রাম

সোনা (ক্রয়) 61,580 টাকা./10 গ্রাম

রুপা >> 83,700 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

যুদ্ধবিধ্বস্ত সুদান থেকে দেশে ফিরছেন আরও বাংলাদেশিজানালেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম

সুদান ঃ বাংলাদেশের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম জানিয়েছেন, সরকারের উদ্ধার প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে আগামী সপ্তাহের শুরুতে যুদ্ধবিধ্বস্ত সুদান থেকে আরও ১০০ বা তার বেশি বাংলাদেশি নাগরিক দেশে ফিরে আসবেন। শাহরিয়ার আলম মঙ্গলবার তাঁর এক ফেসবুক পোস্টে বলেছেন, প্রথম ধাপে সুদানে আটকে থাকা ৮০ জন বাংলাদেশিকে ৩০ জুন সুদানের বদর এয়ারলাইনসের ফ্লাইটে দোহায় নিয়ে যাওয়া হবে। কারণ এই মুহূর্তে সুদান থেকে জেদ্দা যাওয়ার কোনো ফ্লাইট নেই। ১ জুলাই তারা বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের একটি ফ্লাইটে বাংলাদেশে ফিরবেন বলেও জানান তিনি। পোস্টে তিনি আরও লিখেছেন, বাকি নিবন্ধিত, অর্থাৎ যারা দেশে ফিরে যাওয়ার অভিপ্রায়ে নিবন্ধন করেছেন তারা ২ জুলাই বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের একটি ফ্লাইটে দেশে ফিরতে পারবেন। নতুন করে উদ্ধার প্রচেষ্টার বিষয়ে প্রতিমন্ত্রী বলেন, আমরা উদ্ধার অভিযান শুরু করার সময়ই কয়েক দফা তারিখ পরিবর্তন করে এক মাসের বেশি সময় আগে নতুন কেউ আগ্রহী না থাকার কারণে তা বন্ধ ঘোষণা করি। কিন্তু আমাদের উদ্ধার ক্যাম্প বন্ধ করার পর পোর্ট সুদানে অনেক বাংলাদেশি জড়ো হতে শুরু করেন। খার্তুমের পরিস্থিতি ক্রমাগত অবনতি হওয়ায় কয়েক দিনের মধ্যে সংখ্যাটি ১০০ ছাড়িয়েছে। তাদের থাকার উপযুক্ত জায়গা না থাকায় তারা অনেক কষ্টের মুখোমুখি হয়েছেন। খোলা আকাশের নিচে লোহিত সাগরের তীরে তাদের রাত কাটে। আমরা তাদের ব্যবহারের জন্য শুধুমাত্র ফ্লোর ম্যাট এবং কিছু জলের ট্যাংক সরবরাহ করতে পেরেছিলাম গত কয়েক দিনে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ অসুস্থ হয়ে পড়েন। আমরা চিকিৎসা সহায়তার ব্যবস্থা করার চেষ্টা করেছি। তিনি বলেন, আমাদের করস্যুলেট মন্ত্রণালয়কে বিবেচনা করার জন্য অনুরোধ করে এবং আমরা তাদের প্রত্যাবাসনের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুমোদন দিই। এখন জেদ্দার কোনো ফ্লাইট না থাকায় বদর এয়ারলাইনস দোহা যাওয়ার নতুন রুট খুলেছে। আমরা আবার উদ্ধার ক্যাম্প খুলে রেজিস্ট্রেশন শুরু করেছি। গত পরশু পর্যন্ত ১০৪ জন নাগরিক ফিরে আসার অভিপ্রায় নিবন্ধন করেছেন। আমরা নিবন্ধনের শেষ তারিখ হিসেবে ২৭ জুন ঘোষণা করেছি। আমরা আশা করছি যে ১৫০ জনেরও বেশি বাংলাদেশি নিবন্ধন করবেন। যদি আমাদের ১৬০ জনের বেশি যাত্রী থাকে, তারা ২ জুলাইয়ের ফ্লাইটে আসবেন। আশাকরি এই পরিবারগুলোর জন্য ঈদের আগে এই সংবাদ কিছুটা হলেও স্বস্তি দেবে।'

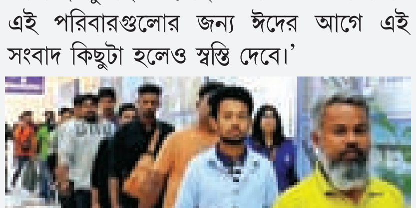

টাকার বিনিময়ে পঞ্চায়েত সমিতির টিকিট বিক্রির অভিযোগ সিপিআইএম এর বিরুদ্ধে! ভোট চাইতে আসলে গাছে বেঁধে জুতোপেটা করার নিদান গ্রামবাসীদের

হরিশ্চন্দ্রপুর ঃ শাসকদল নয় এবার সিপিআইএম এর বিরুদ্ধে লক্ষ লক্ষ টাকার বিনিময়ে টিকিট বিক্রির অভিযোগ তুলে বিক্ষোভে নামলেন সিপিআইএম এর একাংশরা।অভিযোগ, দলের যোগ্য প্রার্থীকে বঞ্চিত রেখে অযোগ্য প্রার্থীকে দেওয়া হয়েছে টিকিট।ওই অযোগ্য প্রার্থীর হয়ে দলের কেউ ভোট চাইতে আসলে তাকে গাছে বেঁধে জুতোপেটা করার নিদান গ্রামবাসীর।আজ মঙ্গলবার সকালে ৯ টা নাগাদ হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নং ব্লকের রশিদাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের বিধুয়াডাঙ্গিলা মোড়ে বিক্ষোভ দেখালেন সিপিআইএম এর একাংশ সমর্থকেরা।রাস্তার টায়ার জ্বালিয়ে ও সিপিআইএম এর দুই হাইকমান্ড আব্দুল মান্নান ও জামিল ফিরদোস এর ছবিতে আগুন ধরিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন দলের কর্মী ও সমর্থকেরা।বিক্ষোভকারীরা জানান,দলের হাইকমান্ডদের নির্দেশে রশিদাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের ৯ নং পঞ্চায়েত সমিতির জোট প্রার্থী সিপিআইএম এর পক্ষ থেকে ব্লকে মনোনয়নপত্র জমা করেছিলেন সুরভি খাতুন।এমনকি ভোট প্রচারে নেমেও পড়েছিলেন তিনি।এর পরেই দল সিদ্ধান্ত বদলে ফেলে।তাকে আর টিকিট দেওয়া হবে না বলে সাফ জানিয়ে দেন রশিদাবাদ অঞ্চলের সিপিআইএম এর কনভেনার আব্দুল মান্নান।তবে কি কারনে টিকিট দেওয়া হবে না তা তিনি স্পষ্ট করে বলেননি বলে অভিযোগ।প্রতিবাদীদের একটাই দাবি,কেন যোগ্য প্রার্থী সুরভি খাতুনকে টিকিট না দিয়ে অযোগ্য প্রার্থী নুঝতবাণু কে টিকিট দেওয়া হল।এতে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে মোটা অঙ্কের আর্থিক লেনদেন হয়েছে।

বিক্ষোভকারী সামিউল আলি জানান,দলের হাইকমান্ডরা বুথে বসে সকলের সামনে টিকিট দেওয়া কথা দিয়েছিলেন।তাদের কথামত ১৫ জুন ব্লকে মনোনয়নপত্র জমা করেছিলেন জোট প্রার্থী সুরভি খাতুন।এরপর দল সিম্বল দিতে চাইছেন না।এর পরিবর্তে একজন অযোগ্য প্রার্থীকে সিম্বল দিয়েছে।লক্ষ লক্ষ টাকার বিনিময়ে টিকিট বিক্রি করা হয়েছে। শাসকদলের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সিপিআইএম এই ধরনের কাজ করছে।তাই তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ওই অযোগ্য প্রার্থীকে ভোট দিবেন না।ভোট বয়কট করবেন বলে হুঁশিয়ারি দেন।

বিক্ষোভকারী জাহেরুল ইসলাম জানান,সুরভি খাতুনকে টিকিট না দিলে তারা ভোট বয়কট করবেন।রশিদাবাদ অঞ্চলের সিপিআইএম এর কনভেনার আব্দুল মান্নান জানান,যারা বিক্ষোভ দেখিয়েছেন তারা দলের কেউ না।টাকার বিনিময়ে টিকিট বিক্রির অভিযোগ একেবারে ভিত্তিহীন।যে প্রার্থীকে টিকিট দেওয়ার দাবিতে তারা বিক্ষোভ দেখিয়েছেন সেই সুরভি খাতুনের বাড়ি মহেন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়।তাই দলের সিদ্ধান্তে তাকে টিকিট দেওয়া হয়নি। ভোট মুহূর্তে দলের ভাবমূর্তি নষ্ট করার জন্য শাসকদলের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তারা এই ধরনের বিক্ষোভ দেখিয়েছে।

সিপিআইএম এর রাজ্য কমিটির সদস্য জামিল ফিরদোস জানান,যারা বিক্ষোভ দেখিয়েছেন তারা দলের কেউ না,দল তাদেরকে চিনেন না।

তারা শাসকদলের হয়ে কাজ করছে।এই মুহূর্তে দলের বদনাম করার জন্য বিক্ষোভ দেখিয়েছেন তারা।

পারিবারিক বিবাদের জেরে ধারালো অস্ত্রের কোপ স্ত্রী ও শাশুড়িকে। পলাতক জামাই

জলপাইগুড়ি পারিবারিক বিবাদের জেরে ধারালো অস্ত্রের কোপ স্ত্রী ও শাশুড়িকে। পলাতক জামাই। ঘটনাটি ঘটে জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি ব্লকের চারের বাড়ি এলাকার ধউলাগুড়িতে। আহত অবস্থায় স্ত্রী এবং শাশুড়িকে ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসলে কর্তব্য তো চিকিৎসক অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাদেরকে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। বর্তমানে তাদের অবস্থা সংকটজনক বলে সূত্রের খবর। এই ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়।

প্রচারে নেমে পড়েছেন বিভিন্ন দলের মনোনীত প্রার্থীরা

হরিশ্চন্দ্রপুর ঃ নমিনেশন পর্ব শেষ হতেই ভোট প্রচারে নেমে পড়েছেন বিভিন্ন দলের মনোনীত প্রার্থীরা। মঙ্গলবার পুজো ও প্রার্থনার এবং বাবা মা ও এলাকাবাসীর আশীর্বাদ নিয়ে ভোট প্রচার ও জনসংযোগ যাত্রা শুরু করলেন হরিশ্চন্দ্রপুর ৯ নং জেলা পরিষদের বিজেপির মনোনীত প্রার্থী ভাস্কর ঘোষ।জানা যায়,এদিন ভাস্কর ঘোষ সকালে মা দুর্গার সামনে পুজো দেন এবং এলাকাবাসীর আশীর্বাদ ও নেন।এরপর বুথে বুথে গিয়ে ভোট প্রচার ও জনসংযোগ যাত্রা করেন।ভোট প্রচারে উপস্থিত ছিলেন হরিশ্চন্দ্রপুর ৯ নং মন্ডল সভাপতি ও বিভিন্ন বুথের ভারতীয় জনতা পার্টির মনোনীত প্রার্থীরা।

এই ৯ নং জেলা পরিষদের আসন টি বরুই ও কুশিদা অঞ্চল নিয়ে গঠিত। তাই তিনি এবার বিপুল সংখ্যক ভোটে জয়ী হবেন বলে আশাবাদী বিজেপ রি ৯ নং জেলা পরিষদের প্রার্থী ভাস্কর ঘোষ।

আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনকে সামনে রেখে রণক্ষেত্রে চেহারা নিল মালদার ইংলিশ বাজার ব্লকের সাতটারি এলাকা

মালদা ঃ আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনকে সামনে রেখে রণক্ষেত্রে চেহারা নিল মালদার ইংলিশ বাজার ব্লকের সাতটারি এলাকা। নির্দল প্রার্থী এবং তৃণমূল প্রার্থীর কর্মীসমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ। ঘটনায় আহত উভয় পক্ষের চারজন। সোমবার গভীর রাত্রে এই ঘটনার পর মঙ্গলবার সকাল থেকেই এলাকা থমথমে রয়েছে। এলাকায় মোতায়েন রয়েছে ইংলিশ বাজার থানার পুলিশ। জানা যায় সোমবার গভীর রাতে ভোট প্রচারকে কেন্দ্র করে গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল প্রার্থী এবং নির্দল প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। ঘটনায় নির্দল প্রার্থী হাতেম তাই মিয়া, নৌজাহান মিয়া এবং কাসরুল মৌমিন আহত হয়। অন্যদিকে তৃণমূলের এক কর্মী আজাহারুদ্দিন মৌমিন আহত হয়েছে। যদিও খবর পেয়ে গভীর রাতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ইংলিশ বাজার থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। জানা যায় সোমবার রাত্রে পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রচার চালাচ্ছিলেন তৃণমূল প্রার্থী এবং নির্দল প্রার্থী আলাদা আলাদা ভাবে। ঠিক সেই সময় দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই গোটা এলাকা রণক্ষেত্রের চেহারা নেয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ইংলিশবাজার থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। এই বিষয়ে মঙ্গলবার ইংলিশ বাজার পঞ্চায়েত সমিতির সিপিআইএম প্রার্থী ঔরঙ্গজেব হোসেন জানান, তৃণমূলের পায়ের তলার মাটি সরে গেছে। ওরা ভয় পেয়েছে তাই আমাদের প্রচার করতে বাধা দিচ্ছে আমাদের উপর হামলা চালাচ্ছে। অন্যদিকে এই বিষয়ে নির্দল প্রার্থী মোকবেল মিয়া জানান, বিনোদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে এত দুর্নীতি হয়েছে মানুষ তাদের পক্ষে নেই। তাই আমরা তৃণমূল কংগ্রেস ছাড়তে বাধ্য হয়েছি। দুর্নীতিগ্রস্তদের টিকেট দেওয়া হয়েছে। গতকাল রাত্রে আমরা প্রচার করছিলাম ঠিক সেই সময় আমাদের উপর হামলা চালায় শাসকদলের দুষ্কৃতীরা। যদিও এই সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের।

মেয়ে প্রার্থি রাতের অন্ধকারে বাবাকে মারধর, হুমকির অভিযোগের তীর তৃণমূলের দিকে। থানার দ্বারস্থ ভীত সন্ত্রস্ত পরিবার। অভিযোগ অস্বীকার তৃণমূলের

জলপাইগুড়ি ঃঘটনাটি জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের পাহাড়পুর ১৯ নম্বর বুথ এলাকার।অভিযোগকারী সাধন রাজবংশী মঙ্গলবার কোতোয়ালী থানায় অভিযোগ দায়ের করে বলেন, আমার মেয়ে পায়েল রাজবংশী এলাকা থেকে পঞ্চায়েত ভোটে সিপিআইএম দলের প্রার্থী হয়েছে।

সেই থেকেই এলাকার তৃনমূলের লোকজন দুস্কৃতীদের সঙ্গে নিয়ে আমাদের নানা ভাবে হুমকি দিয়ে আসছিলো।

সোমবার গভীর রাতে আমাকে আমার বাড়ি সামনে দোকান থেকে প্রথমে ডেকে বাইরে আসতে বলে, এরপর আমি দোকান থেকে বাইরে আসলে আমাকে মারধর করে এবং গাড়িতে তুলে নিয়ে যাবার চেস্টা করে, আমার চিৎকারে প্রতিবেশীরা ছুটে আসে তখন ওরা পালিয়ে যায়।

যাবার আগে আমাকে হুমকি দিয়ে গেছে মেয়ে যদি মনোনয়ন পত্র তুলে না নেয় তাহলে বিপদ আছে। অপরদিকে এই ঘটনা প্রসঙ্গে সিপিআইএম দলের জেলা সম্পাদক সলিল আচার্য্য বলেন, গণতন্ত্রের ওপর আস্থা নেই তৃনমূল দলের তাই ওরা এমন করছে। অপরদিকে তৃনমূল জেলা কমিটির সদস্য নিতাই কর এই অভিযোগ প্রসঙ্গে বলেন, ভিত্তিহীন অভিযোগ, আমরা তিন দিন বিরোধীদের মনোনয়ন জমা দিতে ছেরে দিয়ে ছিলাম, আজ এমন অভিযোগ করে ওরা সংবাদ শিরোনামে আসতে চাইছে, জলপাইগুড়ির সব কয়টি আসনেই তৃনমূল প্রার্থীরা জয়ী হবে।

দলের নির্দেশ মতো অবশেষে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করে নিলেন বৈষ্ণবনগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়িকা চন্দনা সরকার

মালদা ঃ দলের নির্দেশ মতো অবশেষে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করে নিলেন বৈষ্ণবনগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়িকা চন্দনা সরকার। মঙ্গলবার মালদা জেলা প্রশাসনিক ভবনে এসে দলের নির্দেশ মত মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করে নেন তিনি। উল্লেখ্য মালদা জেলা পরিষদের ৪৩ নম্বর আসনের হয়ে মনোনয়নপত্র পেশ করেছিলেন বৈষ্ণব নগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়িকা চন্দনা সরকার এবং তার স্বামী তথা তৃণমূল নেতা পরিতোষ সরকার। এই নিয়ে রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক গুঞ্জন শুরু হয়েছিল। একই আসনে তৃণমূলের দুই প্রার্থী এই নিয়ে যথেষ্ট চাপেও ছিল জেলা তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব। শেষমেষ দলের নির্দেশ মতো আজ মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করে নিলেন বৈষ্ণবনগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিদায়িকা চন্দনা সরকার। এই বিষয়ে বিধায়িকার স্বামী পরিতোষ সরকার জানান, এর আগে আমি কখনো ভোটে দাঁড়াইনি। আমার স্ত্রী ভোটে দাঁড়াতো। এবছর দল আমাকে টিকিট দিয়েছে।

তৃণমূল কর্মীকে অপহরণের অভিযোগে কোচবিহার দিনহাটা রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ

কোচবিহার ঃ দিনহাটার ভেটাগুড়ি এলাকায় তৃণমূল প্রার্থী এবং তৃণমূল কর্মীদের বাড়িতে হামলা চালানো এবং তৃণমূল কর্মীকে অপহরণের অভিযোগে কোচবিহার দিনহাটা রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ তৃণমূল কংগ্রেসের। ঘটনা কে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা গোটা এলাকায়। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে দিনহাটা থানার পুলিশ।তৃণমূলের অভিযোগ গতকাল রাতে বিজেপির দুস্কৃতীরা আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ভেটাগুড়ি এলাকায় দাপিয়ে বেড়ায়। বিভিন্ন তৃণমূল কর্মী এবং তৃণমূল প্রার্থীদের বাড়িতে গিয়ে তাদের হুমকি দেওয়া হয়। ভাঙচুর করা হয় বাড়িঘর। একজন তৃণমূল কর্মীকে অপহরণের অভিযোগ উঠেছে বিজেপির বিরুদ্ধে। যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে বিজেপি।

তিস্তা ও জলঢাকা নদীতে হলুদ সতর্কতা জারি

জলপাইগুড়ি ঃগত ১৭ তারিখ থেকে টানা গব্ব ৩১ জলঢাকায় অসংরক্ষিত এলাকায় হলুদ সতর্কতার পাশাপাশি ১৮ তারিখ থেকে দোমহনি তিস্তা বাংলাদেশ বর্ডার পর্যন্ত এবং মেখলিগঞ্জের অসংরক্ষিত এলাকায় হলুদ সতর্কতা জারি বলেই জানা যায় বুধবার জলপাইগুড়ি সেচ দপ্তর সূত্রে।অতি বৃষ্টিপাতে মহীরুহের ভূতল সজ্জা, বন্ধ যাতায়াত।রাত থেকে অবিরাম বৃষ্টিতে জলমগ্ন শহর, ভোর হতেই গাছ পরে বন্ধ শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি যাতায়াতের পথ।মঙ্গলবার রাত থেকে শক্তি বাড়িয়ে ছিলো বর্ষা, অবিরাম বৃষ্টিতে জলমগ্ন হয়ে পরেছিলো জলপাইগুড়ি পুরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ড,বুধবার ভোরের আলো ফুটতেই সামনে এলো বিপর্যয়ের দৃশ্য,জলপাইগুড়ি শহর থেকে শিলিগুড়ি যাতায়াতের পথে শান্তি পাড়ায় রাস্তার ওপর পরে রয়েছে বিশালাকৃতির গাছ।ঘুর পথে চলছে যানবাহন।স্থানীয় বাসিন্দা তথা নিত্য যাত্রী রিনা বণিক জানান, হটাৎ করেই গাছটি রাস্তার ওপর পরে গেলো এখন বাধ্য হয়েই ঘুরপথে যেতে হচ্ছে সময় লাগছে এটাই দুর্ভোগ।অপর এক স্থানীয় বাসিন্দা সুবীর সাহা বলেন, গত কয়েক দিন ধরে যে পরিমাণে বৃষ্টি হচ্ছে তাতে মাটি নরম হয়ে যাওয়ায় বড় গাছটি রাস্তার ওপরে হেলে পরেছে, আপাতত রাস্তা বন্ধ।মহীরুহের ভূতল সজ্জা প্রসঙ্গে স্থানীয় সুবীর বণিক জানান, রাত তখন বারোটা প্রবল বর্ষণে মাটি নরম হয়ে যাওয়ায় দীর্ঘ দিনের এই গাছটি রাস্তার ওপরে কাত হয়ে পরেছে, যার ফলে এই পথে বন্ধ যাতায়াত। গাছ কেটে পরিস্কার করলে দীর্ঘক্ষণ পর যাতায়াত স্বাভাবিক হয়।

পঞ্চায়েত ভোটের প্রাক্কালে গ্রামবাসীরা পথ অবরোধে শামিল

জলপাইগুড়ি ঃ রাস্তা চাই না হলে ভোট নাই। ব্রিজ চাই না হলে ভোট নাই। জল চাই না হলে ভোট নাই। রাস্তা ব্রীজ জলের দাবিতে জলপাইগুড়িতে পথ অবরোধ।পঞ্চায়েত ভোটের প্রাক্কালে গ্রামবাসীরা পথ অবরোধে শামিল।গ্রামের কোন উন্নয়নই হয়নি এই অভিযোগ তুলে দীর্ঘ কয়েক ঘণ্টা ধরে পথ অবরোধে শামিল ৮ থেকে ৮০ সকলেই।জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের জলপাইগুড়ি, হলদিবাড়ি মন্ডল ঘাট রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ বাসিন্দাদের। সদর ব্লকের বোয়ালমারী নন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৭২১৩ বুথের বাঁশ কোনঠিয়া এলাকায় রাস্তা চাই,ব্রিজ চাই,জল চাই, নাহলে ভোট নাই।এই পোস্টার প্লার্কাড হাতে নিয়ে গ্রামবাসীরা বিক্ষোভ পথ অবরোধে শামিল। ঘটনাস্থলে জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার পুলিশ।

জেলা জুড়ে চলছে প্রাকৃতিক বিপর্যয়,বাজ পরে জোড়া হাতির মৃত্যু

জলপাইগুড়ি জলপাইগুড়ি জেলার নাগরাকাটা অঞ্চলের বামনডাঙ্গা চা বাগানের ডায়না লাইন সংলগ্ন এলাকায় বুধবার সকালে দুটি হাতির মৃতদেহ পরে থাকতে দেখে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে বন বিভাগের কর্মীরা,।স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে মঙ্গলবার রাতে এলাকায় ব্যাপক বজ্রপাতের সঙ্গে বৃষ্টি হয়েছে, বাজ পরেই হাতি দুটির মৃতু হয়েছে বোলে প্রাথমিক ভাবে অনুমান বন বিভাগের।ময়না তদন্তের পর মৃতুর আসল কারণ জানা যাবে।

মনোনয়ন পর্ব শেষ হলেও রক্তক্ষরণ অব্যাহত তৃণমূল

মালদা মনোনয়ন পর্ব শেষ হলেও রক্তক্ষরণ অব্যাহত তৃণমূল। এবারে দল ত্যাগ করে কংগ্রেসে যোগদান করলেন মালদা জেলা পরিষদের বিদায়ী সদস্যা মমতাজ বেগম , স্থানীয় তৃণমূল নেতা এবং মমতাজ বেগমের স্বামী আমিনুল হক , হরিশ্চন্দ্রপুর এক নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির বিদায়ী কর্মাধ্যক্ষ আদিত্য মিশ্র সহ দুই শতাধিক তৃণমূল কর্মী। টাকার বিনিময় তৃণমূলের টিকিট বিক্রি হয়েছে। দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছে নেতারা এই অভিযোগ তুলে দল ত্যাগ। যদিও দলবদলকে গুরুত্ব দিতে নারাজ তৃণমূল কংগ্রেস। মালদা জেলা তৃণমূল সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সি বলেন, তৃণমূলে থেকে সমস্ত সুযোগ সুবিধা ভোগ করেছেন। এখন টিকিট না পেয়ে দলবদল করছেন। এতে তৃণমূলের কোনো ক্ষতি হবে না।

একোনো ভোট প্রচারের পোস্টার নয়! ভোট বয়কটের পোস্টার পরলো গ্রামে। রাস্তা না থাকার কারণে ভোট বয়কটের ডাক জলপাইগুড়ি জেলার ধুপগুড়ি ব্লকের কালারটারী ও দধীর টারীর বাসিন্দারা

জলপাইগুড়ি ভোট যায় ভোট আসে কিন্তু এলাকার রাস্তা হয় না। রাস্তা তৈরি করার কথা বলে নেতারা ভোট নিতে যায় কিন্তু ভোট পেরোলেই রাস্তা তৈরির কথা ভুলে যায় নেতারা। এই অভিযোগে জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ির গাদং২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতে পশ্চিম শালবাড়িতে কালারটারী ও দধীরটারী এলাকার বাসিন্দারা ভোট বয়কটের ডাক দিলেন। তাদের অভিযোগ, গ্রামের ৪০ টি পরিবারও বেশি মানুষের যাতায়াতের জন্য ভরসা এক কিলোমিটারের মতো একটি জমির আল। এমনকি বর্ষা নামলেই কোমর জল পার করে বাড়ি পৌঁছাতে হয়। এমনকি স্থানীয়দের দাবি গামছা পড়ে বাড়ি থেকে বের হয়ে কোমর জল পার করে রাস্তায় উঠে প্যান্ট শার্ট পরতে হয় তারপরে গন্তব্যস্থলে যেতে পারেন তারা। বারবার এই এলাকায় রাস্তা তৈরির জন্য বিভিন্ন মহলে অনুরোধ করার পরেও আশ্বাস ছাড়া আর কিছুই হয়নি। তাই তারা বাধ্য হয়ে পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভোট বয়কটের পথে হাঁটলেন। ইতিমধ্যে রাস্তার উপরে ভোট বয়কটের পোস্টার লাগিয়ে বিক্ষোভ আন্দোলন করেন। তবে এখনো পর্যন্ত কোনো রাজনৈতিক দলের নেতা নেত্রীরা ভোট প্রচারে ওই এলাকায় ঢোকেন নি বলে তাদের অভিযোগ। যদিও বিষয়টি নিয়ে খোঁজখবর নিয়ে তদন্ত করে দেখবেন বলে আশ্বাস দেন তৃনমূল সভাপতি দীপু রায় । তবে ওই এলাকার বাসিন্দা সঞ্জয় রায় বলেন, তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় ছিল, আমাদের বলেছিল তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোট দিয়ে জেতাও তাহলে রাস্তা হবে। কিন্তু পাঁচ বছর পেরিয়ে গেল রাস্তা হয়নি। অন্যদিকে ওই এলাকার আরেক বাসিন্দা বলেন, ভোটের আগে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল ভোটে জিতলে প্রথম কাজ হবে এই রাস্তা তৈরি করা। প্রতিশ্রুতি সার মাত্র কাজের কাজ কিছুই হয়নি। অন্যদিকে গোটা ঘটনা নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের ধুপগুড়ি গ্রামীণ ব্লক সভাপতি দিপু রায় জানান, এখন ইলেকশন ঘোষণা হয়ে গেছে কাজেই কোন কাজ এখন করা সম্ভব নয়। তবে ভোট বয়কট হবার কারণে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসেরই ক্ষতি হবে বলেই মনে করছেন এলাকার অনেকে।

জেলায় যথাযথ মর্যাদার সাহায্যে পালিত হলো আন্তর্জাতিক যোগা দিবস

জলপাইগুড়ি আন্তর্জাতিক যোগা দিবস পালিত হলো জলপাইগুড়িতে। জলপাইগুড়ি বিবেকানন্দ যোগা সোসাইটির পক্ষ থেকে বুধবার এক প্রভাত ফেরীর পাশাপাশি প্রজাপিতা ব্রহ্মা কুমারী সংস্থার পক্ষ থেকে পুরসভার কাউন্সিলর সহ বিশিষ্ট চিকিৎসকদের উপস্থিতিতে রাজযোগ মেডিটেশনের সহ যোগ ব্যায়াম সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে দিনটি পালন করা হয়।এদিন জলপাইগুড়িতে বিশেষ দিনটিকে যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে পালন করা হয়।প্রাকৃতিক দূর্যোগকে উপেক্ষা করে ব্রহ্মা কুমারী সংস্থার পাশাপাশি বিবেকানন্দ যোগা সোসাইটির তরফে একটি প্রভাত ফেরীর মধ্যে দিয়ে শুরু করে আন্তর্জাতিক যোগা দিবসের সারাদিন ব্যাপী নানান কর্মসূচির।বিবেকানন্দ যোগা সোসাইটির পক্ষ থেকেও একটি প্রভাত ফেরীর পাশাপাশি বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই বিশেষ দিনটি যথাযথ সম্মানের সহিত পালন করেন এবং সাধারণ মানুষকে যোগাসনের গুরুত্ব নিয়েও নানারকম প্রচার চালানো হয়।

এক ব্যক্তির খুনের অভিযোগকে ঘিরে রণক্ষেত্র নকশালবাড়ি ব্লক

শিলিগুড়ি এক ব্যক্তির খুনের ঘটনার অভিযোগকে ঘিরে রণক্ষেত্র নকশালবাড়ি ব্লকের হাতিঘিসা এলাকা। এশিয়ান হাইওয়েতে টায়ার জ্বালিয়ে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ স্থানীয়দের। ঘটনাস্থলে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুন ঘোষ ও বিশাল পুলিশ বাহিনী। জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার রাতে রেল লাইনের ধার থেকে উদ্ধার হয় সুধীর নাগাশিয়া নামে এক ব্যক্তির ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ। অভিযোগ, গাড়ি পার্কিং করা নিয়ে সামান্য বচসার জেরে দুস্কৃতিরা খুন করে ওই ব্যক্তিকে। এরপরই বুধবার সকাল থেকে দোষীদের শাস্তির দাবিতে হাতিঘিসায় এশিয়ান হাইওয়ে অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে গোটা এলাকাবাসীরা। যার ফলে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। হাতে তীর ধনুক নিয়ে ও রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে চলে বিক্ষোভে সামিল হয় এলাকাবাসীরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বিশাল পুলিশ বাহিনী। তারা পৌছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে।

ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ তুলে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ বাগান শ্রমিকদের

উত্তর দিনাজপুর ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ তুলে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ বাগান শ্রমিকদের। বুধবার ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়া থানার কাঁচাকালী এলাকায়। স্হানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে বাগানের এক মহিলা শ্রমিক শৌচকর্ম করতে চা বাগানের গিয়েছিল। অভিযোগ এলাকার এক যুবক ওই মহিলাকে ধর্ষণ করার চেষ্টা করে। মহিলার চিৎকার চেঁচামেচি শুনে বাগানের অন্যান্য শ্রমিকরা ওই যুবককে ধরে ফেলে। এরপর ওই যুবক কোন রকম ভাবে সেখান থেকে পালিয়ে যায়। এর আগেও ওই যুবক একাধিক সমাজ বিরোধী কাজের সাথে যুক্ত রয়েছে বলে অভিযোগ স্হানীয়দের। এরপর ওই যুবকের শাস্তির দাবি কাঁচাকালী বাজারে রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে শুর করে চা বাগানের শ্রমিকরা। ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌছায় চোপড়া থানার পুলিশ। পুলিশের আশ্বাসে অবরোধ তুলে নেন শ্রমিকরা। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ইংরেজবাজার ব্লকের কতুয়ালি অঞ্চলের কল্যানপুর গ্রাম।এই গ্রামে ৬০ থেকে ৭০টি পরিবারের বসবাস।যারা প্রত্যেকেই আমসত্ব পেশার সঙ্গে যুক্ত

মালদা ঃ ইংরেজবাজার ব্লকের কতুয়ালি অঞ্চলের কল্যানপুর গ্রাম।এই গ্রামে ৬০ থেকে ৭০টি পরিবারের বসবাস।যারা প্রত্যেকেই আমসত্ব পেশার সঙ্গে যুক্ত।গোপালভোগ, হিমসাগর, ল্যাংড়া মূলত এই তিন প্রজাতির আমের আমসত্ব স্বাদে অতুলনীয়।প্রথমে পাকা আম গাছ থেকে পেড়ে বোটা ছাড়িয়ে প্রায় আধা ঘন্টা জলে ভিজিয়ে রাখতে হয়।তারপর আমের খোসা ছাড়িয়ে আবারও আম গুলিকে প্রায় পনের মিনিট জলে ভিজিয়ে রাখার পর থেতো করে নেটে চেলে নিয়ে পেস্ট করতে হয়। তারপর সেই আমের পেস্ট একের পর এক প্রলেপ দিয়ে রোদে শুকাতে হয়।এই ভাবে সাত দিন রোদে শুকানোর পর কাটিং করে তৈরী হওয়া আমসত্ব বাজারে বিক্রি করা হয়।মালদার আমসত্ব বাজার দর ১৪০০ থেকে ১৬০০ টাকা কিলো।তবে একটু নিম্ন মানের আমসত্ব বাজারে বিক্রি হয় ৮০০থেকে ১০০০টাকা কিলো।মালদার আমসত্ব শুধু এই রাজ্যেই নয় ভিন রাজ্য এমনকি বাংলাদেশেও যায় এই আমসত্ব।তবে আম চাষীদের একটাই আক্ষেপ সরকারি কোন সাহায্য তারা পায়না।তাদের বক্তব্য মালদায় যদি একটা হাব করা হতো তবে তারা আমসত্বের ভাল মুল্য পেতো।সংরক্ষণ করা থাকলে আমসত্ব নষ্ট হওয়ার ভয় থাকতনা।এই আমসত্ব শুধু শুধু খাওয়ার স্বাদের থেকে দুধে কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রেখে রুটি দিয়ে খাওয়ার স্বাদই আলাদা।একেক প্রজাতির আমের স্বাদ পেতে গেলে আপনাকে খেতেই হবে মালদার আমসত্ব।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

ফাঁসীদেওয়ার হরি মন্দিরে পাহাড়ি মাতার বাৎসরিক পুজোর সূচনা করলেন সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং গোলে

শিলিগুড়ি ঃ ফাঁসীদেওয়ার হরি মন্দিরে পাহাড়ি মাতার বাৎসরিক পুজোর সূচনা করলেন সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং গোলে। ২৮ তারিখ পর্যন্ত চলবে এই পুজো।সোমবার সকালে সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং গোলে ফাঁসিদেওয়া ব্লকের অন্তর্গত লিউসিপাকরি এলাকায় অবস্থিত হরি মন্দিরে আয়োজিত পাহাড়ি মাতার ১০ দিনব্যাপী চলা পুজোর সূচনা করেন। তিনি নিজে পুজো দিয়ে এই বাৎসরিক পুজোর সূচনা করলেন। আজ থেকে এই পুজো শুরু হল চলবে ২৮ শে জুন পর্যন্ত। জানা গিয়েছে, প্রতিবছর সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী এই মন্দিরে পাহাড়ি মাতার পুজো করেন। একইভাবে এবছরও তিনি পুজো সারলেন। পাহাড়ি মাতার পুজো উপলক্ষে মন্দিরে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে মন্দির কর্তৃপক্ষ।

ইন্ডিয়ান রেড ক্রস শিলিগুড়ি শাখার পক্ষ থেকে বিধায়ক শংকর ঘোষকে সন্মান প্রদান

শিলিগুড়ি ঃ আগামী জানুয়ারি মাসে আনুমানিক ৫ লক্ষ্য টাকা ব্যায়ে একটি শববাহি গাড়ি ইন্ডিয়ান রেড ক্রস শিলিগুড়ি শাখার হাতে তুলে দেন শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ।এই উপলক্ষে আজ ফুলেশ্বরী বিধায়ক কার্যালয়ে সংগঠনের পক্ষ থেকে বিধায়ক শংকর ঘোষকে সন্মান প্রদান করা হয়। ইন্ডিয়ান রেড ক্রস এর শিলিগুড়ি শাখার একটি সববাহি গাড়ি না থাকায় অনেক অসুবিধা হচ্ছিল।সেই জন্য শিলিগুড়ি শহরের বিধায়ক শংকর ঘোষের কাছে অবেদন করা হয়েছিল।সেই আবেদনের ভিত্তিতে আগামী ২৭শে জানুয়ারি সংগঠনকে একটি সববাহি গাড়ি তুলেদেন শংকরবাবু।ইন্ডিয়ান রেড ক্রস শিলিগুড়ি শাখার সম্পাদক টুটুল নন্দী এই প্রসঙ্গে জানান তাদের কাছে কোন সববাহি গাড়ি ছিল না।এই সববাহি গাড়ির জন্য অনেক মানুষ সুবিধা পাবে।এই সন্মান পেয়ে অবিভুত বিধায়ক শংকরবাবু এক প্রশ্নের উত্তরে জানান তাঁর বিধায়ক উন্নয়ন তহবিলের প্রথম কাজ ইন্ডিয়ান রেড ক্রসের শিলিগুড়ি শাখাকে দিয়ে শুরু হলো।এছাড়াও শিলিগুড়ি বিধানসভার ৩৩টি ওর্য়াডের অধীনে থাকা বাসিন্দাদের এই ধরনের যেকোন সাহায্য প্রয়োজন হলে তাঁর কাছে নির্দিদ্ধায় আবেদন করতে পারেন,তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন তা সম্পূর্ণ করবার।

৩১ নং জাতীয় সড়কে আবারও দুর্ঘটনার কবলে একটি মাল বোঝাই লোরী

উত্তর দিনাজপুর ঃ ৩১ নং জাতীয় সড়কে আবারও দুর্ঘটনার কবলে একটি মাল বোঝাই লোরী। ঘটনাটি ঘটেছে চোপড়া ব্লকের সোনাপুর আঞ্চলের সোনাপুর ঘাট এলাকায়,স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে সোমবার ৫.২০ নাগাদ একটি আম বোঝাই লরি আসামের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলো হঠাৎই সোনাপুর ঘাট এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়,হতাহতের কোনো ঘটনা না ঘটলেও স্থানীয়দের দাবি দিনের পর দিন একই স্থানে এই ধরনের দুর্ঘটনা ঘটছে এবং আসে পাশে বেশকিছু বাড়িঘর রয়েছে,সেখানে অতি সত্তর বেরিয়াল দেওয়া হোক।ঘটনাস্থলে চোপড়া থানার পুলিশ পৌঁছে বিষয়টি খতিয়ে দেখছে।

আলিপুরদুয়ার জেলার অসম সীমানা বারবিশা বাজারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত ছয়টি দোকান

আলিপুরদুয়ারঃ আলিপুরদুয়ার জেলার অসম সীমানা বারবিশা বাজারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত ছয়টি দোকান । গতকাল রাত আনুমানিক আড়াইটা নাগাদ বারবিশা বাজারে অগ্নিকান্ডে ঘটনা ঘটে । প্রথমে একটি কাপড়ের দোকানে আগুন লাগে সেখান থেকে আগুন পাশে ওপর একটি কাপড়ের দোকান,জুতো দোকান, সোনার দোকান,মোবাইল রিপারিং দোকানে ছড়িয়ে পড়ে । ঘটনাস্থলে বারবিশা দমকলের দুটি ইঞ্জিন পৌছায় পরবর্তীতে তুফানগঞ্জ থেকে আরো দুটি ইঞ্জিন পৌছায় । প্রায় তিন ঘণ্টার প্রচেষ্টায় সোমবার সকালে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

রাতভর পাহাড় ও সমতলে অবিরাম বৃষ্টি। তিস্তা ও জলঢাকা নদীতে হলুদ সর্তকতা জারি

জলপাইগুড়ি ঃ রাতভর পাহাড় ও সমতলে অবিরাম বৃষ্টি। তিস্তা ও জলঢাকা নদীতে হলুদ সর্তকতা জারি। NH 31 জলঢাকা নদীর পাশাপাশি দোমোহনি থেকে বাংলাদেশ বর্ডার পর্যন্ত অসুরক্ষিত এলাকায় হলুদ সতর্কতা জারি করলো জলপাইগুড়ি সেচ দপ্তর। জল বাড়ছে তিস্তায়।জেলা জুড়ে রাতভর টানা বৃষ্টি। সোমবার সকাল থেকে বৃষ্টিতে নাজেহাল জেলা বাসি। ভারী বৃষ্টিতে এদিন সকালে জলপাইগুড়ি শহরের আনন্দ চন্দ্র কলেজ সংলগ্ন এলাকায় জলপাইগুড়ি শিলিগুড়ি গামী, রাস্তার উপরে বিশাল আকার গাছের ডাল ভেঙে পড়ায় যাতায়াতের বিঘ্ন ঘটে। এমনকি বিদ্যুতের তারও ছিড়ে পড়ে রাস্তার উপরে। ফলে যান চলাচল দীর্ঘক্ষণ বন্ধ হয়ে যায়। খবর পেয়ে ছুটে আসেন বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীরা। যুদ্ধকালীন তৎপরায় এখনো পর্যন্ত কাজ চলছে। খুব তাড়াতাড়ি রাস্তা চলাচলের ব্যবস্থা করা হবে বলে জানা যায়।

হাসুয়া দিয়ে সত্মা কে কোপানোর অভিযোগ উঠলো ছেলের বিরুদ্ধে।গলায় ও হাতে হাসুয়ার এলোপাথাড়ি দিয়ে সত্মা কে কোপানো হয় বলে অভিযোগ

মালদাঃ হাসুয়া দিয়ে সত্মা কে কোপানোর অভিযোগ উঠলো ছেলের বিরুদ্ধে।গলায় ও হাতে হাসুয়ার এলোপাথাড়ি দিয়ে সত্মা কে কোপানো হয় বলে অভিযোগ।রক্তাক্ত অবস্থায় চাঁচল সুপার স্পেশাল্যাটি ভর্তি করা হয়েছে ওই মহিলাকে।

সোমবার ঘটনাটি ঘটেছে মালদহের চাঁচল থানার দক্ষিণপাকা গ্রামে।

জানা গিয়েছে,আক্রান্তের নাম আফসারি বিবি(২৫)। চাঁচলের সাহুরগাছি গ্রামে আফসারির বাপের বাড়ি।দক্ষিণপাকা গ্রামের আলাউদ্দিনের সঙ্গে বিয়ে হয় তার।

আলাউদ্দিনের প্রথম পক্ষের স্ত্রীর ছেলে মিষ্টার আলির বিরুদ্ধে হাসুয়ার এলোপাথাড়ি দিয়ে কোপানোর অভিযোগ উঠেছে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালেই চিকিৎসাধীন রয়েছে।

জানা গিয়েছে, সোমবার সকালে বাড়িতে বসে আম কাটছিলেন আফসারী বিবি।সেই সময় প্রতিবেশী মহিলারা মিষ্টারকে পাগল বলে কটুক্তি করে।তারপরেই মেজাজ হারায় মিষ্টার। প্রতিবেশী ওই মহিলাদের আম কাটা হাসুয়া দিয়ে আক্রমণ করতে গেলে বাধা প্রদান করে সত্মা আফসারি।সেই সময় ঘুরিয়ে হাসুয়ার এলোপাথাড়ি কোপ পড়ে আফসারির গলায়।

তবে পরিবার সূত্রে আরোও জানা গিয়েছে,তাদের ছেলে দীর্ঘদিন ধরে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় থাকে।যার ফলে যেকোনো ঘটনায় সহজেই মেজাজ হারায় সে।যার প্রতিফলনেই এই ঘটনা।অভিযুক্তের শাস্তির দাবি তুলেছেন আক্রান্তের ভাই।

মালদহে বিজেপি প্রার্থীকে না পেয়ে তার ভাইকে অপহরন। মালদহের ইংরেজবাজার পঞ্চায়েত সমিতির বিজেপির প্রার্থী নিমাই সিংহের ভাই প্রসেনজিত সিংহকে অপহরণ করার অভিযোগ তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে

মালদা ঃ মালদহে বিজেপি প্রার্থীকে না পেয়ে তার ভাইকে অপহরন। মালদহের ইংরেজবাজার পঞ্চায়েত সমিতির বিজেপির প্রার্থী নিমাই সিংহের ভাই প্রসেনজিত সিংহকে অপহরণ করার অভিযোগ তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। অপহরণের অভিযোগ বিজেপির।৭২ ঘঃটা পার হয়ে গেলেও এখনো নিখোঁজ বিজেপি কর্মী।ঘটনার প্রতিবাদে যুব মোর্চার ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ।তৃণমুলের দাবি বিজেপি আগাম হেরে যাবে তাই কাঁদুনি গাইছে। ঘটনায় অভিযোগ দায়ের ইংরেজবাজার থানায়।ইংরেজবাজার থানার মহারাজপুর এলাকায় বিজেপি প্রার্থী নিমাই সিংহের বাড়ি। তার বাড়িতে চড়াও হয় দুস্কৃতীরা বলে অভিযোগ। নিমাই সিংহকে না পেয়ে তার ভাই প্রসেনজিৎ সিংহকে অপহরণ করা হয় বলে অভিযোগ।বাড়ির থেকে একটু দুরে এলাকাবাসীদের সাথে গল্প করছিলেন প্রসেনজিৎ। সেই সময় চার চাকার একটি গাড়ি আসে। তাতে কয়েকজন দুস্কৃতি প্রসেনজিত সিংহকে জোরপূর্বক অপহরণ করে।ইংরেজবাজার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে পরিবার। এদিকে অভিযুক্তকে গ্রেফতারের দাবিতে ও অপহরনকারীকে মুক্তির দাবিতে ৩৪নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে যুব মোর্চা কর্মি সর্মথকেরা।জেলা পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব জানিয়েছেন, প্রসেনজিৎ সিংহর খোঁজ পাওয়া গেছে।তিনি মোথাবাড়ি থানা এলাকায় শ্বশুরবাড়িতে ছিলেন। প্রসেনজিৎ সিংহ একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন তাকে অপরিচিত এক ব্যক্তি গাড়িতে উঠতে বলে, পরে তাকে বাঁধা পুকুর এলাকায় নামিয়ে দেয় অজ্ঞাত পরিচয় ওই ব্যক্তি। অপহরণের একটি মামলা রুজু হয়েছে।প্রসেনজিৎ পুলিশকে জানিয়েছেন ওই ব্যক্তিকে তিনি চেনেন না পুলিশ পুরো বিষয়টা খতিয়ে দেখছে।দক্ষিন মালদা বিজেপির সাংগঠনিক জেলার সাধারন সম্পাদক অম্লান ভাদুড়ি বলেন,খুন সন্ত্রাস অপহরন যদি হবে রাজ্য সরকারের ভোটের কি প্রয়োজন। ব্যবস্থা না এর বিহিত দেখে ছাড়বো।যদিও এই ঘটনায় তৃণমূলের জোগ অস্বীকার করেছে শাসক শিবির।তৃণমুলের জেলার সহ সভাপতি শুভময় বসু বলেন, পশ্চিমবঙ্গের দু একটি জায়গা বাদে সব জায়গায় শান্তিপূর্ণভাবে মনোনয়ন দাখিল করেছে। বিজেপি আগাম হেরে যাবে বলে যে কাঁদোনি গাইছে বিজেপি প্রার্থীর ভাই কোথায় বাইরে গিয়ে থাকে এটা নিয়ে নাটক সৃষ্টি করতে চাইছে বিজেপি। তৃণমূল এইসব ব্যাপারে কোনদিনই জড়িত ছিল না থাকবে না। প্রশাসনকে বলা হয়েছে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে। এরা সর্বৈব মিথ্যা কথা বলছে। বিজেপি আগাম হেরে যাবে বলে কাঁদোনি গাইছে।

মৃণাল সেন, সলিল চৌধুরী শতবর্ষ উদযাপন কমিটির তরফে দুদিন ব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন

শিলিগুড়ি ঃ মৃণাল সেন, সলিল চৌধুরী শতবর্ষ উদযাপন কমিটির তরফে আগামী ২১ ও ২২শে জুন দুদিন ব্যাপী শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে নানাবিধ সংগীত নৃত্য আবৃত্তি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।সোমবার শিলিগুড়ি জার্নালিস্টস ক্লাবে সাংবাদিক বৈঠক করে এমনটাই জানালেন উদযাপন কমিটির সদস্যরা।জানা গিয়েছে, বিশ্ব সঙ্গীত দিবস উদযাপনে শিলিগুড়ির ৩০টির বেশী গানের দল, বাদ্য যন্ত্রের দল, নৃত্য সংস্থা, আবৃত্তি সংস্থার দ্বারা অনুষ্ঠিত পরিবেশিত হবে।পাশাপাশি বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের দল, উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজের শিক্ষার্থীদের একটি দল, শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেট ব্যান্ড অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবে।

নকশালবাড়ির স্কুলডাঙ্গী মোড়ে যুবককে চাকু মারার ঘটনায় গ্রেফতার ১ জন

শিলিগুড়ি ঃ নকশালবাড়ির স্কুলডাঙ্গী মোড়ে যুবককে চাকু মারার ঘটনায় গ্রেফতার ১ জন।ধৃতের নাম জীবন চৌধুরী।প্রসঙ্গত, গত শুক্রবার রাতে শিলিগুড়ি থেকে বাড়ি ফেরার সময় স্কুলডাঙ্গী মোড়ে সরণ বিশ্বকর্মা নামে এক যুবককে আটক করে মারধর ও ছুরি দিয়ে এলোপাতাড়ি আঘাত করার অভিযোগ উঠে।পরে আহতকে উদ্ধার করে নকশালবাড়ি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।গোটা ঘটনা নিয়ে নকশালবাড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করে আহতের পরিবার।সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে সোমবার সাতভাইয়া এলাকা থেকে জীবন চৌধুরী নামে এক যুবককে গ্রেফতার করে পুলিশ।ধৃতকে আজ শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়েছে।গোটা ঘটনার তদন্তে নকশালবাড়ি থানার পুলিশ।

ভারতবর্ষের রাজধানী দিল্লি এবং বিহারে মালদার আমের ব্যাপক চাহিদা

মালদা ভারতবর্ষের রাজধানী দিল্লি এবং বিহারে মালদার আমের ব্যাপক চাহিদা। এই ব্যাপক চাহিদা থাকা সত্ত্বেও এবছর আমের ফলন বেশি হওয়ায় এখনও পর্যন্ত তেমনভাবে লাভবান হননি জেলার আম চাষিরা। তাই বেশি পরিমাণ আম জেলার বাইরে রপ্তানি করার চিন্তা ভাবনা মালদা ম্যাংগো মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের। এই বিষয়ে সংগঠনের সভাপতি উজ্জল সাহা সোমবার মালদা শহরের এন এস রোড এলাকায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানান, এবছর প্রচুর ফলন হয়েছে আমের। ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। কিন্তু বেশি ফলন হওয়ার কারণে এখনো পর্যন্ত লাভের মুখ দেখতে পাননি চাষীরা। তাই আমরা বেশি পরিমাণে আম জেলার বাইরে রপ্তানি করার চিন্তাভাবনা নিয়েছি। ইতিমধ্যে দিল্লি এবং বিহারে মালদা আমের ব্যাপক চাহিদা লক্ষ্য করা গেছে। আমরা প্রতিদিন মালদা থেকে দিল্লি এবং বিহারে ৪০ লড়ি করে আম পাঠানো হচ্ছে। তার পাশাপাশি উত্তরপূর্ব ভারতের জেলা গুলিতেও মালদার আম রপ্তানি করার চেষ্টা হচ্ছে যাতে জেলার চাষীরা লাভের মুখ দেখতে পান। এই বছর আম চাষের খরচ পাচ্ছে না আম ব্যবসায়ী বন্ধুরা।অন্যদিকে এই বিষয়ে জেলা উদ্যান পালন আধিকারিক সামন্ত লায়েক জানান, এবছর মালদা জেলায় আমের প্রচুর পরিমাণে ফলন হয়েছে। লরি লরি আম জেলার বাইরে যাচ্ছে। তবে সব থেকে বেশি বিহারে যাচ্ছে মালদার আম। বিহারের পাশাপাশি দিল্লিতেও মালদার আমের চাহিদা রয়েছে। সেই সঙ্গে উত্তর পূর্ব ভারতের আসাম,মেঘালয়েও পাঠানো হচ্ছে মালদার আম।

বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির

জলপাইগুড়ি ঃ বিনামূল্যে সাধারণের জন্য স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আযয়োজন হল সোমবার। ময়নাগুড়ি নতুন বাজারের আমরা ক জন ও লোকনাথ মন্দিরের পরিচালনায় এবং শিলিগুড়ির দিসান হাসপাতাল এর সহযোগিতায় এই শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এদিন ময়নাগুড়ি শহরের পাশাপাশি গ্রামের প্রচুর মানুষ এই শিবিরে অংশ নেন বলে জানা গেছে। এদিন অভিজ্ঞ চিকিৎসকের উপস্থিতিতে বিভিন্ন রোগের পরীক্ষা বিনামূল্যে করা হয়। এই বিষয়ে আযয়োজক কমিটি আমরা ক জন ও লোকনাথ মন্দির কমিটির সভাপতি অমিতাভ চক্রবর্তী বলেন, আবহাওয়ার পরিবর্তন সহ এই সময় নানা ধরনের রোগের সৃষ্টি হয়। সেই কারণে বিনা মূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আযয়োজন করা হয়েছে। আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা করেছেন শিলিগুড়ির দিশান হাসপাতাল।এই বিনামূল্যের স্বাস্থ্য শিবিরে উপস্থিত ছিলেন ময়নাগুড়ি পৌরসভার চেয়ারম্যান অনন্তদেব অধিকারী । তিনি বলেন এই ধরনের বিনামূল্যে স্বাস্থ্য শিবিরে গ্রামের প্রচুর গরীব মানুষের উপকার হয় বলে জানান সেই সঙ্গে তিনি বলেন এই ধরনের উদ্যোগকে তিনি সাধুবাদ জানান. অনন্ত বাবু নিজেও জানান যে তিনি এই স্বাস্থ্য শিবিরে নিজেও স্বাস্থ্য পরীক্ষা করান।বিনামূল্যের স্বাস্থ্যশিবিরে প্রচুর মানুষের সমাগম হয়।

বাগডোগরা বিমানবন্দরে যাত্রী পরিষেবা বাড়ানো সহ একাধিক দাবিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে স্মারকলিপি জমা দিল বাগডোগরা অঞ্চল কংগ্রেস কমিটি

শিলিগুড়ি ঃবাগডোগরা বিমানবন্দরে যাত্রী পরিষেবা বাড়ানো সহ একাধিক দাবিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে স্মারকলিপি জমা দিল বাগডোগরা অঞ্চল কংগ্রেস কমিটি।জানা গিয়েছে, এদিন বাগডোগরার বিমানবন্দরের ডিরেক্টর অফিসের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন কংগ্রেস কর্মীরা।পরে ৬ দফা দাবিতে বিমানবন্দরের ডিরেক্টরকে স্মারকলিপি প্রদান করেন।এই বিষয়ে নকশালবাড়ি ব্লক কংগ্রেস সভাপতি অমিতাভ সরকার জানান, বিমানবন্দরে সিকিউরিটি গেটের সংখ্যা বাড়ানো, বিমানবন্দর চত্বরে বিভিন্ন কাউন্টারে খাদ্য সামগ্রীর মূল্য কম করা, গাড়ি থেকে যাত্রী নামানোর জন্য ৫ মিনিটের সময় ধার্য রয়েছে তা ১৫ মিনিট করার দাবি জানানো হয়েছে।

প্রার্থী তালিকায় নাম আসার পরেও দলীয় প্রতীক পেল না প্রার্থীরা।মোটা অঙ্কের টাকার বিনিময়ে দলীয় প্রতীক দেওয়া হয়েছে দুর্নীতিগ্রস্থদের ব্লক তৃণমূল সভাপতির বিরুদ্ধে এমনই বিস্ফোরক অভিযোগ তুলে টায়ার চালিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করলেন তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা

মালদাঃ প্রার্থী তালিকায় নাম আসার পরেও দলীয় প্রতীক পেল না প্রার্থীরা।মোটা অঙ্কের টাকার বিনিময়ে দলীয় প্রতীক দেওয়া হয়েছে দুর্নীতিগ্রস্থদের ব্লক তৃণমূল সভাপতির বিরুদ্ধে এমনই বিস্ফোরক অভিযোগ তুলে টায়ার চালিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করলেন তৃনমূল কর্মী সমর্থকরা।রবিবার সন্ধ্যায় ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ালো মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নং ব্লকের কুশিদা গ্রাম পঞ্চায়েতের ভগবানপুর গ্রামে।যদিও আর্থিক লেনদেনের অভিযোগ মিথ্যা বলে দাবি জেলা তৃণমূল নেতৃত্বর।ঘটনা কে ঘিরে শুরু তুঙ্গে রাজনৈতীক তরজা।ভোটপর্ব যতই এগিয়ে আসছে ততই অভ্যন্তরীণ সংঘাত প্রকাশ্যে আসছে শাসকদলের।টিকিট বিতরণ নিয়ে ক্রমে বাড়ছে অসন্তোষ।যে ক্ষোভ প্রশমনে ব্যর্থ তৃণমূল নেতৃত্ব।লক্ষ লক্ষ টাকার বিনিময়ে টিকিট বিক্রির অভিযোগে পথ অবরোধ করে টায়ার পুড়িয়ে বিক্ষোভ তৃণমূল কর্মীদের।অভিযোগের তীর ব্লক সভাপতির দিকে।জানা যায়,মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নং ব্লকের কুশিদা ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির ১ নং বুথের প্রার্থী মেহেতাজ বানু ও ২ নং বুথের প্রার্থী রেজা আলীর নাম প্রার্থী তালিকায় আসে, প্রার্থী তালিকায় নাম থাকার পরই মনোনয়ন পেশ করেন দুই প্রার্থী।কিন্তু গতকাল শনিবার স্কুটনির পর তারা জানতে পারেন দল থেকে তাদের কোন দলীয় প্রতীক দেওয়া হচ্ছে না,সে কারণে তাদের নাম বাদ যায়।মেহেতাজ বানু ও রেজার আলীর পরিবর্তে দলীয় প্রতীক দেওয়া হয়েছে নিখাদ বানু ও প্রকাশ দাস কে এই খবর শোনার পরই ক্ষোভে ফেটে পড়েন প্রার্থীরা।প্রার্থীদের অভিযোগ,হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নং ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মানিক দাস লক্ষ লক্ষ টাকার বিনিময়ে প্রার্থী পদে কারচুপি করেছেন।মোটা অংকের টাকা নিয়ে দুর্নীতিগ্রস্তদের দলীয় প্রতীক দিচ্ছেন।শুধু তাই নয়,৩ লক্ষ টাকা দিলেই তবেই মিলবে দলীয় প্রতীক।ব্লক তৃণমূল সভাপতি মানিক দাসের বিরুদ্ধে এমনই বিস্ফোরক অভিযোগ তুলে সরব প্রার্থী সহ তৃণমূল কর্মীরা।যদিও হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর সভাপতি মানিক দাস কে ধরা হলে তার কোন প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। এ বিষয়ে মালদা জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সি বলেন,টাকার বিনিময় দলীয় প্রতিক বিক্রির অভিযোগ মিথ্যে ও ভিত্তিহীন।তৃণমূল কংগ্রেস দুর্নীতিগ্রস্তদের প্রার্থী করেনা।যারা অভিযোগ করছে তারা পদলোভী।টাকার বিনিময়ে দেওয়া হচ্ছে দলীয় প্রতিক অভিযোগ সামনে আসতেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা।মালদা জেলা বিজেপি কমিটির সাধারণ সম্পাদক রতন দাস বলেন, টাকা ছাড়া তৃণমূলে পদ প্রার্থী কিছুই হয় না। স্বচ্ছ ভাবমূর্তিদের দূরে ঠেলে দুর্নীতিগ্রস্তদের ঠাই দিচ্ছে তৃণমূল।অন্যদিকে মালদা জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ইন্দ্র নারায়ণ মজুমদার বলেন,টাকার বিনিময় দলীয় প্রতীক এটা পুরোপুরি ভাবে বাস্তব। টাকা ছাড়া তৃণমূল চলে না।

ভুটান পাহাড়ে অবিরাম বৃষ্টির ফলে আলিপুরদুয়ারে বাড়ছে নদীর জল

আলিপুরদুয়ার ঃ ভুটান পাহাড়ে অবিরাম বৃষ্টির ফলে আলিপুরদুয়ারে বাড়ছে নদীর জল। কালজানি, ডিমা, রায়ডাক, তোর্সা, সংকোশ নদীগুলিতে জল বাড়ছে। গত ২৪ ঘন্টায় আলিপুরদুয়ারে ১৪০.২০ মিমি,হাসিমারাতে ১৬০ মিমি বৃষ্টিপাত হয়েছে।ভুটানে অবিরাম বৃষ্টির ফলে নদীর জল বেড়ে যাওয়ায় বন্যার আশংকা দেখা দিয়েছে।আলিপুরদুয়ার পুরসভার নদীর চর এলাকার ওয়ার্ড গুলিতে জল। পুরসভার ৯ এবং ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের দ্বীপচর,হঠাৎ কলোনী ও বালাটারী এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়েছে।আলিপুরদুয়ার শহর থেকে বালাটারী যাওয়ার বাঁশের সাঁকো ভেঙ্গে গেছে।যদি ভুটানে বৃষ্টি আরও বেড়ে যায় তবে নদীর জল বেড়ে এলাকাগুলির অবস্থা সংকটে দাঁড়াবে।যদিও পুর প্রশাসন জানিয়েছে,আমরা তৈরি রয়েছি।

বিজেপি প্রার্থীর দেওর খুনের ঘটনায় রাজনীতির কোনো সম্পর্ক নেই,এমনটাই দাবি পুলিশ সুপারের

কোচবিহার ঃ দিনহাটায় বিজেপি প্রার্থীর দেওর খুনের ঘটনায় রাজনীতির কোন সম্পর্ক নেই। সোমবার দিনহাটা থানায় সাংবাদিক সম্মেলন করে এমনটাই দাবি করলেন কোচবিহারের পুলিশ সুপার সুমিত কুমার। তিনি বলেন শম্ভু দাসের খুনের ঘটনায় প্রধান উপযুক্ত শম্ভু দাসের মামাতো ভাই সুজয় দাস। ইতিমধ্যেই বেশ কিছু প্রমাণ মিলেছে সুজয় দাস এর বিরুদ্ধে। তাকে আদালতে পেশ করা হবে এবং পুলিশি হেফাজত চাওয়া হবে বলে তিনি জানান।

নদীর বাঁধ ভেঙ্গে হু হু করে জল ঢুকছে গ্রামে

কোচবিহার ঃ ঝাউকুটি এলাকায় কালজানি নদীর পার বাঁধ ভেঙে হু হু করে ঢুকছে জল। প্লাবিত চরঝাউকুটির বিস্তীর্ণ এলাকা। গত কয়েক দিনের প্রবল বর্ষণে কালজানি নদীর জলস্তর বৃদ্ধি পেয়ে ঝাউকুটি এলাকার কালজানি নদীর পার বাঁধটি ভেঙ্গে যায়।স্থানীয়রা জানান গত প্রায় ৫ থেকে ৬ বছর ধরে কালজানি নদীর ভাঙনে দিসেহারা হয়ে পরেছেন গ্রামের বাসিন্দারা।এলাকার প্রায় ৯৫ শতাংশ লোকই চাষবাস করে খেটে খাওয়া মানুষ। সামান্য জমিতে চাষাবাদ করে চলে সংসার। এমতা অবস্থায় কালজানি নদীর ভয়াবহ আক্রমণে ভিটেমাটি হারিয়ে অনেকে পাড়ি জমিয়েছেন অন্যত্র। ইতিমধ্যে বিঘা বিঘা জমি গিলে নিয়েছে কালজানি নদী। স্থানীয়দের অভিযোগ ভোটের সময় নেতামন্ত্রীরা আশ্বাস দিয়ে আসে কিন্তু ভোট পেরিয়ে গেলে আর তাদের দেখতে পাওয়া যায় না। যাদের ভোটে বিধায়ক হন, মন্ত্রী হন অথচ তাদের খোঁজ নিতে আসেন না তারা কোনদিনও। ঝাউকুটির অসহায় বাসিন্দারা জানান তারা স্থানীয় পঞ্চায়েত, প্রধান, ব্লক প্রশাসন, জেলা প্রশাসন এমনকি তৃণমুলের সর্ব ভারতীয় সাধারন সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে দরখাস্ত করলেও বাঁধ নির্মাণ হয়নি। দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে তাদের। ভাঙতে ভাঙতে নদী টি জনবসতি এলাকায় চলে আসে।

সম্পাদকীয়

মোদির যুক্তরাষ্ট্র সফরে বাংলাদেশ, দক্ষিণ এশিয়া ও মিয়ানমার

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ২১ জুন ২০২৩ তারিখে রাষ্ট্রীয় সফরে যুক্তরাষ্ট্র পৌঁছান। ২২ জুন তিনি যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসের উভয় কক্ষের যৌথ অধিবেশনে ভাষণ দেন, প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে মিলিত হন এবং তাঁর সম্মানে দেওয়া নৈশভোজে অংশ নেন। পরদিন সফর নিয়ে ৫৮ অনুচ্ছেদের এক যৌথ বিবৃতি জারি করা হয়। যৌথ বিবৃতিতে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের সব বিষয়ই উঠে আসে, বিশেষত প্রতিরক্ষা ও সামরিক ক্ষেত্রে সহযোগিতা আলোচনায় অধিক গুরুত্ব পায়। ভারতপ্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে শান্তি ও স্থিতিশীলতা রক্ষায় কৌশলগত সম্পর্ক জোরদারের ওপর উভয় পক্ষ গুরুত্ব দেয়। বৈঠকের আগে ভারতের তেজাস জঙ্গি বিমান ইঞ্জিন যৌথভাবে নির্মাণের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের জেনারেল ইলেকট্রিক ও ভারতের হিন্দুস্তান অ্যারোনটিকসের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ ছাড়া ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় যুক্তরাষ্ট্রের জেনারেল অ্যাটমিকস থেকে ৩১টি এমকিউ ৯বি সশস্ত্র ড্রোন কিনবে তিন

বিলিয়ন ডলারে। ড্রোনগুলো সংযোজিত হবে ভারতে। যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনী ভারতে তাদের জাহাজ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করবে। নিউক্লিয়ার সাপ্লায়ার্স গ্রুপে ভারতের অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে মার্কিন সমর্থনের কথাও পুনর্ব্যক্ত করা হয়। এয়ার ইন্ডিয়া যুক্তরাষ্ট্রের বোয়িং কোম্পানি থেকে ১০০টি উড়োজাহাজ কেনার চুক্তি করায় উভয় নেতা সন্তোষ প্রকাশ করেন। মোদির সফরপূর্ববর্তী সপ্তাহ ধরে বাংলাদেশে অন্যতম আলোচনার বিষয় ছিল বাংলাদেশে সুষ্ঠু নির্বাচন বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সাম্প্রতিক পদক্ষেপগুলো নিয়ে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টকে নমনীয় হতে অনুরোধ করবেন কি না। যদিও সরকারের পক্ষ থেকে বরাবরই অস্বীকার করা হয়েছে, অনেকেরই ধারণা ছিল, বাংলাদেশের পক্ষ থেকে ভারতকে এ রকম একটি অনুরোধ করা হয়েছে। ২০ জুন নয়াদিল্লিভিত্তিক হিন্দুস্তান টাইমসএর এক প্রতিবেদনেও বলা হয়, বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যে টানাপোড়েন, এ বিষয়ে ভারতের সহায়তা চেয়েছে বাংলাদেশ। যৌথ বিবৃতিতে বাংলাদেশ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সাম্প্রতিক পদক্ষেপ নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে কোনো কথা হয়েছে, এমন কোনো ইঙ্গিত নেই। সফরের আগে ঢাকার একটি থিঙ্কট্যাংকের 'ওয়াশিংটন কানেকশন' জানিয়েছে যে বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থানের ওপর ভারতের কোনো 'লিভারেজ' নেই। বিষয়টি তাই আলোচনায় আসবে না। হোয়াইট হাউস ব্রিফিংয়েও সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বিষয়টিকে খানিকটা এড়িয়ে বলা হয়েছে যে বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক তাদের নিজেদের বিষয়। আর বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যাশাও স্পষ্ট। তবে আনুষ্ঠানিক আলোচনায় না এলেও বিষয়টি যে সম্পূর্ণ অনুল্লিখিত থেকেছেই, এমনটি নিশ্চিত হওয়া যায় না। দুই নেতার একান্ত সাক্ষাতে কী কথাবার্তা হয়েছে, তা তো আমরা জানি না। সন্ত্রাসবাদ আর সেই সঙ্গে আফগানিস্তান ও পাকিস্তান ছাড়া দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ে যৌথ বিবৃতিতে সামান্য উল্লেখ আছে শুধু ২৮ নম্বর অনুচ্ছেদে। এতে বলা হয়েছে, দক্ষিণ এশিয়া, ইন্দোপ্যাসিফিক, পূর্ব এশিয়াসহ আঞ্চলিক বিষয়গুলোতে দুই সরকারের মধ্যে চলমান গভীর, গতিশীল পরামর্শ অনুষ্ঠানকে উভয় নেতা স্বাগত জানান এবং ২০২৩ সালে অনুষ্ঠেয় ইন্ডিয়ান ওশেন ডায়ালগের উদ্বোধনী অধিবেশন নিয়ে তাঁদের আগ্রহ প্রকাশ করেন। দক্ষিণ এশিয়ার তুলনায় ইন্দোপ্যাসিফিক নিয়ে অনেক বেশি শব্দাবলি বিধৃত হয়েছে যৌথ বিবৃতিতে। প্রত্যাশিতভাবেই তাতে প্রচ্ছন্ন চীনবিরোধিতার নিদর্শন আছে বেশ। চীনের সঙ্গে ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের চলমান বৈরী সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে অবশ্য এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। মিয়ানমারের পরিস্থিতি নিয়ে যৌথ ঘোষণায় একই রকম ছোট একটি অনুচ্ছেদ আছে। সেটি এ রকম মিয়ানমারের অবনতিশীল পরিস্থিতি নিয়ে উভয় নেতা গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। নির্বিচার গ্রেপ্তার করা সবার মুক্তি, গঠনমূলক সংলাপ শুরু এবং মিয়ানমারে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক, ফেডারেল, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উত্তরণের আহ্বান জানান।

বাহিনী মোতায়েন নিয়ে ধোঁয়াশা, রুষ্ট আদালত

কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন নিয়ে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকায় খুশি নয় কলকাতা হাইকোর্ট। ভোটের দিনদশেক আগেও আধাসামরিক সেনার এলাকা বণ্টনের নিষ্পত্তি না হওয়ায় উষ্মা প্রকাশ করেছেন বিচারপতিরা।

পঞ্চায়েত ভোটের জন্য আধাসামরিক সেনা মোতায়েনের যে নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্ট দিয়েছিল, তা নির্দিষ্ট

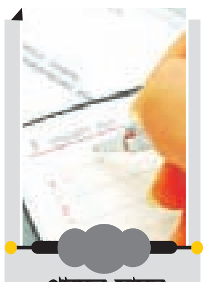

পায়েল সামন্ত
প্রাবন্ধিক

সময়ে পালন করেনি রাজ্য নির্বাচন কমিশন। এমন অভিযোগ তুলে আদালত অবমাননার মামলা করেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সেই মামলার শুনানিতে বুধবার কমিশন আদালতের কড়া মন্তব্যের মুখে পড়ে।

প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের ডিভিশন বেঞ্চে এই মামলার শুনানি চলছে। এর আগের নির্দেশ অনুযায়ী রাজ্য নির্বাচন কমিশন এদিন বাহিনী মোতায়েন সংক্রান্ত ১৫ পাতার পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট জমা দেয়। সেই রিপোর্ট দেখে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বিচারপতিরা।

আদালতের কঠোর মন্তব্য, আপনাদের কাজকর্ম দেখে মনে হচ্ছে না আপনারা হাইকোর্ট বা সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ কার্যকর করতে চান। আমরা তাহলে কী করব? নির্বাচন কমিশনের দপ্তর সরোজিনী নাইডু সরণি থেকে কি হাইকোর্টে নিয়ে চলে আসব?

বাহিনী মোতায়নের যে নির্দেশ হাইকোর্ট আগে দিয়েছিল, তার বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানায় নির্বাচন কমিশন ও রাজ্য সরকার। যদিও শীর্ষ আদালত হাইকোর্টের নির্দেশ বহাল রাখে।

৮ জুলাই পঞ্চায়েত নির্বাচন হওয়ার কথা। কিন্তু এই এক দফায় আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী ৮০০ কোম্পানি আধাসেনার ব্যবস্থা করা সম্ভব কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। প্রথমে ২২ ও পরে ৩১৫ কোম্পানি বাহিনী রাজ্যে এলেও এখনো ৪৮৫ কোম্পানি আসা বাকি।

বাকি বাহিনী নিয়ে ইতিমধ্যেই কমিশন ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের মধ্যে একাধিকবার চিঠি আদানপ্রদান হয়েছে। কিন্তু ভোটের ১০ দিন আগেও ৮০০ কোম্পানি বাহিনী মোতায়েন নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েই গিয়েছে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে আসা ৩১৫ কোম্পানি মোতায়েনের প্রক্রিয়া এখনো শেষ হয়নি।

কমিশনের হলফনামায় সই করতে বুধবার হাইকোর্টে যান রাজ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব সিনহা। বাকি বাহিনী সম্পর্কে তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার তো বলেনি বাকি বাহিনী আসবে না। আমি কী করে সে কথা বলব। যদিও এদিন মামলার শুনানিতে কেন্দ্রের আইনজীবী অভিযোগ করেন, আধাসামরিক সেনা মোতায়নের ব্যাপারে কমিশনের যা করণীয়, তা তারা করছে না।

সব পক্ষের বক্তব্য শুনে ডিভিশন বেঞ্চের মন্তব্য, কেন্দ্র চিঠি দিয়ে জানিয়েছে, বাহিনী মোতায়েনের ব্যাপারে ঠিকভাবে লজিস্টিক সাপোর্ট দেয়া হচ্ছে না। বাহিনীর জন্য নূন্যতম আয়োজন কমিশনকেই করতে হবে। যদিও বিরোধীরা একাধিক দফায় ভোটের দাবি তুললেও সে ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেনি আদালত।

সাংবাদিক শুভাশিস মৈত্র বলেন, অঙ্কের নিয়মে জওয়ান কম থাকলে বেশি দফায় ভোট নিতে হবে। এটা সাধারণ যুক্তি। সেই অনুযায়ী কমিশন চলবে বলে মনে হয় না।

গোটা রাজ্যে এখনো স্পর্শকাতর এবং উপদ্রুত এলাকা গুলি চিহ্নিত করা হয়নি। আবার বিভিন্ন জেলায় যেভাবে কেন্দ্রীয় বাহিনীর সংখ্যা নির্দিষ্ট করা হয়েছে সেটা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে! ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতে সবচেয়ে বেশি আসন দক্ষিণ ২৪ পরগনায়। উপরন্ত ভাঙড়, ক্যানিংসহ কিছু জায়গায় মনোনয়নের সময় অশান্তি, মৃত্যু পর্যন্ত হয়েছে। সেই দক্ষিণ ২৪ পরগনার জন্য বরাদ্দ মাত্র ১৮ কোম্পানি, অপর দিকে বাঁকুড়া পাবে ২৪ কোম্পানি। এর যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

এত প্রশ্ন সত্ত্বেও ভোটের তারিখ পিছনোর সম্ভাবনাও দেখছেন না পর্যবেক্ষক অমল মুখোপাধ্যায়। তিনি বলেন, আদালত কমিশনকে একাধিক পর্যায়ে ভোট নিতে বাধ্য করতে পারে না। বড় জোর পরামর্শ দিতে পারে। কমিশন একদিনেই ভোট নেবে। তাই তারিখ পিছোবে বলে মনে হয় না।

পঞ্চায়েতের নির্বাচনী প্রক্রিয়া নিয়ে গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী। বুধবার অধীর বলেন, জোড়া ব্যালট ছাপানোর পরিকল্পনা করেছে সরকার। বুথ থেকে স্ট্রং রুমে যাওয়ার পথে আসল ব্যালট বদলে দেয়া হবে। এ কারণে পুলিশ সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের কাছ থেকে কম্পিউটারের চাবি চাইছে। তাতে রাজি না হওয়ায় পুরুলিয়ার তিনজন আধিকারিককে সরিয়ে দেয়া হয়েছে।

অভিযোগ খারিজ করে তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষের বক্তব্য, নাচতে না জানলে উঠোন বাঁকা! বিধানসভা নির্বাচনে কেন্দ্রীয় বাহিনী ছিল। জাতীয় নির্বাচন কমিশন ভোট পরিচালনা করেছে। অধীর চৌধুরীরা শূন্য পেয়েছেন। তিনি প্রদেশ কংগ্রেসের সবচেয়ে ব্যর্থ সভাপতি।

কংগ্রেসের বক্তব্যে সিলমোহর দিয়েছেনবিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। তার মন্তব্য, অনেক জায়গা থেকেই আমরা এ ধরনের অভিযোগ পাচ্ছি। সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহাম্মদ সেলিম বলেন, আবাস যোজনা, নিযগে়াগ, ১০০ দিনের প্রকল্পে জালিয়াতি। ভোটেও জালিয়াতির চেষ্টা রুখে দেবে সাধারণ মানুষ।

ব্যালট নকল সম্ভব বলে মনে করেন রাজনৈতিক বিশ্লেষক রাজাগোপাল ধরচৌধুরী। তিনি বলেন, যে দেশে টাকা জাল হয়, সেখানে ব্যালট জাল হতেই পারে। সাধারণ ছাপাখানাতেই ব্যালট ছাপানো হয়। স্ট্রং রুমে যদি কেন্দ্রীয় বাহিনী না থাকে, তা হলে বাক্স বদলে ফেলা অসম্ভব, এ কথা বলা যাবে না।

সাময়িকী

রাশিয়ায় ভাগনার বিদ্রোহ চীন কেন বিচলিত

ইয়েভগেনি প্রিগোশিনের ভাগনার গ্রুপ রাশিয়ায় যে দক্ষযজ্ঞ বাঁধিয়ে দিয়েছে, তা সারা বিশ্বের সব রাজধানীর মনোযোগ কেড়েছে। তবে বিষয়টি নিয়ে সম্ভবত অন্য কোথাও ততটা তোলপাড় হয়নি, যতটা হয়েছে বেইজিংয়ে। রাশিয়া চীনের একটি বিশ্বস্ত অংশীদার। শুধু এই কারণে বেইজিং এতটা উতলা হয়নি। এর পেছনে আরও একটি ঐতিহাসিক কারণ রয়েছে। কারণটি হলো, যে সপ্তাহান্তে রাশিয়ার সামরিক বাহিনীর মধ্যে বিভেদের ডঙ্কা

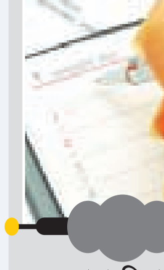

রানা মিত্তার
কলামিস্ট

বেজে উঠেছে, আজ থেকে ঠিক ১০০ বছর আগে একইভাবে চীনের সেনাবাহিনীর মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল, যা চীনকে দুর্বল করে ফেলেছিল। আজ রাশিয়ার সেনাবাহিনী চারপাঁচটি গ্রুপে ভাগ হয়ে যাওয়ার ঝুঁকিতে পড়ে গেছে। রাশিয়ার মূল বাহিনী ও ভাগনার গ্রুপের সশস্ত্র যোদ্ধারা ছাড়া দেশটিতে ছোট ছোট বাহিনী আছে। যেমন মস্কোর মেয়রের অধীনে একটি বাহিনী আছে চেচনিয়ার নেতা রমজান কাদিরভের স্থানীয় মিলিশিয়া বাহিনী আছে এ ছাড়া রাশিয়ার মূল সেনাবাহিনীর বাইরে প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের কমান্ডের অধীনে বিশেষ ন্যাশনাল গার্ড বাহিনী আছে। এর বাইরে রাশিয়ার অলিগার্কখ্যাত ধনকুবেরদের ব্যবসাবাণিজ্য ও সম্পদ রক্ষায় নিজ নিজ বাহিনী আছে। ১০০ বছর আগে একইভাবে 'যুদ্ধবাজ নেতাদের' হানাহানিতে চীন সামরিকভাবে ভেতরে ভেতরে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। চীনের ক্ষমতাসীন কমিউনিস্ট পার্টি সামরিক বাহিনীর মধ্যে সংহতি ধরে রাখার ক্ষেত্রে এখন যে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে থাকে, তার পেছনে সেই ১০০ বছর আগের সমন্বিত স্মৃতি বড় ধরনের কাজ করে। আজও, গণপ্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রায় ৭৫ বছর পরও সেনাসমর্থিত রাজনৈতিক অভ্যুত্থানের চিন্তা চীনা নেতৃত্বের মধ্যে কাঁপুনির সৃষ্টি করে। ব্যাপকভাবে একটি গুঞ্জন চালু আছে, ২০১২ সালে কমিউনিস্ট পার্টির ঊর্ধ্বতন নেতা বো শিলাই ক্ষমতা দখল করতে দুর্বৃত্ত সেনা নেতাদের সঙ্গে চক্রান্ত করেছিলেন। তবে ক্ষমতায় বসার পরপরই প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং নিশ্চিত করেন, পিএলএ দৃঢ়ভাবে পার্টির নিয়ন্ত্রণে আছে। এরপরই তিনি সেনাবাহিনীতে শুদ্ধি অভিযান চালান এবং অসংখ্য জেনারেলের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেন ১৯১১ সালে একটি অপরিকল্পিত বিপ্লবী জোট চীনের শেষ সম্রাটকে (আনুষ্ঠানিক সম্রাট পদে তখন একটি পাঁচ বছরের বালক আসীন ছিল) ক্ষমতাচ্যুত করে এবং তারা এশিয়ায় প্রথম প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেয়।

নতুন এই রাষ্ট্র তখন খুবই অস্থিতিশীল ছিল। রাষ্ট্রটির সাংবিধানিক প্রেসিডেন্ট সান ইয়াৎসেন মাত্র সপ্তাহ কয়েক গদিতে ছিলেন। ওই সময় ইউয়ান শিকাই নামের এক সেনা অধিনায়ক ছিলেন, যাঁর অধীনে বিশালসংখ্যক সেনা ছিল। সেই সেনাবাহিনী রাষ্ট্রের নয়, বরং ইউয়ান শিকাইয়ের অনুগত ছিল। এই বাহিনীর জোরে ইউয়ান শিকাই জোর করে সান ইয়াৎসেনকে ক্ষমতাচ্যুত করেন।

সামরিক গ্রুপগুলোর নিজেদের মধ্যে হানাহানির কারণে চীনের সংক্ষিপ্ত আয়ুর প্রজাতান্ত্রিক সরকারের মৃত্যু ঘটেছিল। ইউয়ান নিজেকে চীনের নতুন সম্রাট হিসেবে ঘোষণা দেওয়ার চেষ্টা করার কিছুদিনের মধ্যেই (১৯১৬ সালে) মারা যান। এর পরবর্তী দেড় দশক চীন কার্যত স্থানীয় সামরিক যোদ্ধাদের গ্রুপগুলো দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বিভিন্ন অঞ্চলে ভাগ হয়ে গিয়েছিল। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় শাসন বলতে কার্যত তখন কিছু ছিল না। সে সময় 'জুনফা' বা 'যুদ্ধবাজ' শব্দটি তাদের সেনা কমান্ডারদের নিন্দনীয়ভাবে উপস্থাপনের জন্য ব্যবহৃত হতো। সে সময় দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক কর্মীরা আক্ষেপ করে বলতেন, বাইরের সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও ভেতরের যুদ্ধবাজি প্রবণতা চীনের বিপদকে দ্বিগুণ করে তুলেছে। চীনের এই বিভক্ত কর্তৃত্বের প্রভাব ছিল সুস্পষ্ট ও ভয়ানক। কোনো শাসকই নিজেকে গোটা চীনের শাসক বলে দাবি করতে পারছিলেন না এবং সামরিক কমান্ডাররা নিজেদের মধ্যে বনিবনা না হওয়ার কারণে একেক সময় একেক দলে বিভক্ত হয়ে হানাহানি করছিলেন। এতে বাহিনীগুলোর আন্তসম্পর্ক ভেঙে পড়ছিল।

এখনো অ্যামেরিকার আকাশে ক্যানাডার দাবানলের ধোঁয়া

ভয়াবহ দাবানল শুরু হয়েছে ক্যানাডায়। ৪৯০টি জঙ্গলে আগুন। এর মধ্যে ২৫৫টি জঙ্গলের আগুন নিয়ন্ত্রণের বাইরে। ক্যানাডা সংলগ্ন অ্যামেরিকার শহরগুলি পুরু ধোঁয়ায় ঢেকে গেছে। পরিস্থিতি এমনই যে, ধোঁয়া না কমা পর্যন্ত বৃদ্ধ, অসুস্থ এবং ছোটদের বাড়ি বার হতে নিষেধ করেছে ওই অঞ্চলের মেয়ররা। বুধবার অ্যামেরিকার শিকাগো এবং ডেট্রয়েটের বায়ু দূষণের মাত্রা ছিল সর্বাধিক। দূষণের পরিমাণ এতটাই যে স্কাইলাইন ধোঁয়ায় ঢেকে গেছে। উঁচু বাড়িগুলি পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। বস্তুত, মিশিগান, ওহিও, ইলিনয়, উইসকনসিন, মিনেসোটা এবং ইন্ডিয়ানা স্টেট কার্যত ধোঁয়ার চাদরে ঢেকে গেছে। কতদিনে এই দূষণ কাটবে, তা এখনই বলা যাচ্ছে না। কারণ, ক্যানাডার আগুন না নিভলে ধোঁয়ার চাদর সরবে না।

শিকাগোর মেয়র ব্র্যান্ডন জনসন জানিয়েছেন, বৃদ্ধ, অসুস্থ এবং শিশুরা যেন বাড়ি থেকে বার না হয়। তাদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে। ইমার্জেন্সি টিমকেও তৈরি রাখা হয়েছে। প্রয়োজনে যাতে অসুস্থ ব্যক্তিদের দ্রুত চিকিৎসার জন্য পৌঁছে দেওয়া যায়। ডেট্রয়েটের মেয়রও একই ধরনের বিবৃতি জারি করেছে।

ক্যানাডার পরিস্থিতি ভয়াবহ। ৭৬ হাজার ১২৯ স্কোয়্যার কিলোমিটার জঙ্গলে আগুন লেগে গেছে। এই গোটা অঞ্চলটি শহরের খুব কাছে। ফলে যে কোনো সময় আগুন শহরের দিকেও ছড়িয়ে পড়তে পারে। শহরগুলিতে কার্যত শ্বাস নেওয়া যাচ্ছে না। ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ছে অ্যামেরিকার বিভিন্ন শহরে।

প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, ২৫৫টি জঙ্গলের আগুন নিয়ন্ত্রণের বাইরে। বহু চেষ্টা করেও তা থামানো যাচ্ছে না। একটি অঞ্চলে সম্প্রতি বৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু তাতেও আগুন নেভেনি। ১৯৮৯ সালে ক্যানাডায় শেষ এত বড় বিপর্যয় হয়েছিল। এবার সেই রেকর্ডও ভেঙে গেছে।

ঈদের দিনে সুইডেনে পবিত্র কোরআন পোড়ানো হলো

স্টকহোমের সেন্ট্রাল মসজিদের সামনে পবিত্র কোরআন পোড়ালো দুই ব্যক্তি। ইউরোপে ঈদের দিন এই ঘটনা ঘটলো।

ইরাক থেকে আসা অভিবাসী সলমন মোমিকা ও এক ব্যক্তি এই কাজ করেছে। সুইডেনের সরকারি ব্রডকাস্টার এসটিভি জানিয়েছে, এই ব্যক্তি কোরআন নিষিদ্ধ করার দাবি জানিয়েছিল। সে এই কাজ করার জন্য আদালতে আবেদন জানিয়েছিল। আদালত তাকে অনুমতি দেয়। তারপর পুলিশের উপস্থিতিতে সে এই কাজ করে। প্রথমে সে পবিত্র কোরআনের পাতা ছেঁড়ে, তারপর তা পোড়ায়। আরেকজন ব্যক্তি তাকে সাহায্য করে। শদুয়েক মানুষ এই ঘটনা দেখে। এই ঘটনার পর সুইডেনের ন্যাটোর সদস্য হওয়ার সম্ভাবনা আরো কমলো। এর আগেও সুইডেনে কোরআন অপবিত্র করার ঘটনা ঘটনা ঘটেছিল। তুরস্কের প্রেসিডেন্ট এর্দোয়ান তখন জানিয়ে দিয়েছিলেন, তিনি এই ঘটনা বরদাস্ত করবেন না। তুরস্ক কোনোভাবেই সুইডেনকে ন্যাটোর সদস্য হওয়াকে সমর্থন করবে না। এরপর অনেক আলাপআলোচনা হয়েছে। কিন্তু এর্দোয়ান তার মত থেকে সরে আসেননি। ঈদের দিন এই ঘটনার তীব্র সমালোচনা করেছে তুরস্ক। সব সদস্যদেশ মেনে না নিলে কোনো নতুন দেশ ন্যাটোর সদস্য হতে পারে না। ফলে একা তুরস্ক বিরোধিতা করলেই সুইডেনের আর ন্যাটোর সদস্য হওয়া হবে না। এই ঘটনার পর তাদের সেই সম্ভাবনা আর থাকলো কিনা, তানিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে।

সুইডেনের আদালত তাদের রায়ে বলেছে, ''কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে কোরআন পোড়ানো হলে নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সমস্যা হতে পারে। বর্তমান আইন অনুসারে এই কাজে বাধা দেয়া যায় না। আর নিরাপত্তার বিষয়টি এত বড় নয় যে বাধা দেয়া ঠিক হবে। সেজন্য পুলিশ কর্তৃপক্ষ যেন এই জমায়েতের অনুমতি দেয়।'' পবিত্র কোরআন পোড়ানোর ঘটনা সুইডেনে বারবার করে ঘটছে। অতিদক্ষিণপন্থিরা অতীতে এই কাজ করে বিতর্কের ঝড় তুলেছেন।

অতিদক্ষিণপন্থি রাজনীতিবিদ পালুদান তো এই কাজ করে বিতর্কের কেন্দ্রে থেকেছেন। তবে এবারের ঘটনার সঙ্গে তার কোনো যোগ নেই। সুইডেনের প্রধানমন্ত্রী অবশ্য এখনো ন্যাটোর সদস্য হওয়ার ক্ষেত্রে আশাবাদী। তিনি বলেছেন, ন্যাটোর আগামী বৈঠকে তিনি তুরস্কের তোলা বেশ কিছু আপত্তির জবাব দেবেন। তিনি এই কাজকে কোনোভাবেই সমর্থন করেন না, তাও জানিয়ে দিয়েছেন। তার বক্তব্য, সুইডেনে এই কাজ আইনি, কিন্তু একেবারেই উচিত নয়, কাম্যও নয়।

জানা অজানা

সতের ও মা অসতের ও মা

সুনীল কুমার দে

উনিশ শতকের শেষ দিকে ছোটো জাত বলে সমাজের এক বিরাট অংশকে দূরে সরিয়ে রাখা হত । ঠিক এই সময় নিরক্ষর ব্রাহ্মণ কন্যা সেই সমাজের একজন হয়েও নিজেকে অনেক উপরে তুলে নিয়ে ছোট জাত, বড় জাত, মজুর, মালি, ডাকাত, পতিত, চণ্ডাল, মাতাল সকলকে বুকে টেনে নিয়ে ঘোষণা করেছিলেন ¯ আমি সতেরও মা অসতেরও মা সকলের মা । তিনি বললেন, ছেলে যদি ধুলোকাদা মেখে আসে তাকে ধুয়েমুছে কোলে তুলে নেওয়াই তো মায়ের কাজ । তিনি সহজ অথচ নিশ্চিন্তভাবে সমাজ ও ধর্মের অনেক বিধিনিষেধের মাথায় কুঠারাঘাত হেনেছেন । তিনি সামাজিক ভেদাভেদ ভেঙে ফেলার ক্ষেত্রে যে ভুমিকা পালন করেন তা অবিস্মরণীয় । জয়রামবাটিতে একবার তিনি বলেন, ভক্তের আবার জাত কী ? সব ছেলেই তো এক । আমার ইচ্ছা হয়, সকলকে এক পাত্রে বসিয়ে খাওয়াই । পরেরদিন সারদা দেবীর আদেশে সত্য ময়দার দোকান থেকে দুসের জিলিপি আনা হল এবং মা সারদা দেবী একটি পাত্রে মুড়ি আর জিলিপি পাঠিয়ে দিলেন ভক্তদের । একই পাত্র থেকে নিয়ে সকল জাতের লোক একসঙ্গে বসে খেল । সেদিন জাতপাতের ঊর্ধ্বে এক সর্বজনীন ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে বাঁধা পড়লেন স্নেহময়ী মায়ের সন্তানেরা । সেই যুগে এটা অনেক বড় ধরনের বৈপ্লবিক ঘটনা । অথচ মা সারদা দেবী এধরনের সামাজিক বিপ্লব ঘটালেন নিঃশব্দে, মাতৃত্বের শক্তিতে । সেজন্য স্বামী বিবেকানদ একদা সারদা মা কে বলেছিলেন, মাগো, তোমার কৃপায় হাজার হাজার নরেন ও বিবেকানন্দ তৈরি হতে পারে কিন্তু তোমার করে মা জগতে একজনই,দ্বিতীয় তৈরি হতে পারে না।

পাঠকের চিঠি

মৃত্যু অবধারিত

মানুষের মৃত্যু অবধারিত।জন্মেছি যখন, মরতে হবে তখন।জন্মের পরের দিন থেকে আমরা সবাই মৃত্যুর দিকে ছুটে যাই।কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাই বললেন, জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে, চির স্থির কবে নীর, হায় রে জীবন নদে,,।কিন্তু আমরা কেউ মরতে চাই না।বেঁচে থাকতে চাই যুগ যুগ ধরে।রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাই বললেন,,মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে, মানুষের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই, ।ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন, আত্মার জন্ম নাই ,মৃত্যু নাই, কেবল দেহের পরিবর্তন হয় মাত্র।আমরা যেমন পুরাতন কাপড় ছেড়ে নুতন কাপড় পরি আত্মা তেমনি পুরাতন দেহ পরিত্যাগ করে,নুতন দেহ ধারণ করে।আত্মার এই চক্র কতদিন চলে ,যতদিন না পর্যন্ত আত্মা পরমাত্মার সাথে মিলিত হয়। অর্থাৎ যাকে আমরা মুক্তি বলছি।ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেব বললেন, বীজ কে যদি একবার সিদ্ধ করে দেওয়া হয় তাহলে তাতে আর গাছ হয় না।মূল কথা হলো আমরা যখন দেহ ধারণ করেছি তখন আমাদের দেহান্তর বা মৃত্যু হবেই। এই মৃত্যু কার কখন হবে তা আমাদের জানা নেই।সময়ের আগে কেউ যাবো না,আবার সময় হয়ে গেলে কেউ থাকবো ও না।যাওয়াটা যখন আমাদের অবধারিত তখন ধন, যৌবন,জীবন নিয়ে এত গর্ব,অহংকার কেন।কেন মানুষে মানুষে এত রেষারেষি, টানাটানি, মান অভিমান,ঝগড়াঝাটি । তাই পৃথিবীতে যতদিন থাকি সবার সাথে মিলে মিশে ও আনন্দে থাকি,মানুষের জন্য,সমাজের জন্য ও দেশের জন্য কিছু ভালো কাজ করে যাই যাতে পৃথিবী ছেড়ে যাওয়ার সময় কিছু মানুষ আমাদের জন্য একটু ছোখের জল ফেলে,মুখে যেন গালি না দায়।

সুনীল কুমার দে,জামশেদপুর

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌন্দী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rashtriyakhabar.com

মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার বিভিন্ন সরকারি অনুষ্ঠান উপলক্ষে রাজ্যের জেলাশাসকদের জন্য বিশেষ নির্দেশ

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা উপস্থিত থাকা যেকোনো সরকারি অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে করণীয় যাবতীয় পদক্ষেপ সংক্রান্তে জেলাশাসকদের বিশেষ নির্দেশ পাঠিয়েছে রাজ্য সরকার। তৎকালীনভাবে এই নির্দেশগুলো পালন করার জন্য রাজ্যের প্রত্যেক জেলা শাসককে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

জেলাশাসকদের পাঠানো নির্দেশ অনুযায়ী এবার থেকে সরকারি অনুষ্ঠান গুলোতে মুখ্যমন্ত্রী উপস্থিত হওয়ার আগেই প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা উপস্থিত থাকা যেকোনো সরকারি অনুষ্ঠানে থাকবে না কোনো ধরনের সংবর্ধনা কার্যসূচি। অর্থাৎ ফুলের থোপা, গামছা দিয়ে সম্বর্ধনা কার্যসূচি থাকবে না। এই সরকারি অনুষ্ঠান গুলোতে প্লাস্টিকের সামগ্রীর ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। প্লাস্টিকের মাটির পাত্রে চা দেওয়ার নিয়ম থাকবে। পানীয় জল প্লাস্টিকের বোতলের পরিবর্তে গ্লাসের বোতলে কিংবা জগে রাখতে হবে। দুপুর এবং রাত্রির খাবার হিসাবে অসমীয়া নিরামিষ খাবার কিংবা স্থানীয় উপজাতি খাবার পরিবেশন করতে হবে। অনুষ্ঠানের শেষে ঘোষক ছাড়া অন্য কাউকে ভোট অফ থ্যাঙ্কস জানাতে হবে না। যদি কোথাও মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাকে রাত্রি যাপন করতে হয় তাহলে পরদিন সকালে বৃক্ষরোপণ করে পরবর্তী কার্যসূচি শুরু হবে।

ডিলিমিটেশনের পর এবার মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে সরব এআইইউডিএফ

এক্ষেত্রে অতি শীঘ্রই হস্তক্ষেপ করে মধ্য ভোগীর কবল থেকে রাজ্যকে উদ্ধার করার জন্য সরকারের কাছে অনুরোধ বদরুদ্দিন আজমলের

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ ডিলিমিটেশনের খসড়া প্রকাশের পর থেকে এই প্রক্রিয়া নিয়ে তৎপর হয়ে রয়েছে এআইইউডিএফ। এমনকি ধর্মের ভিত্তিতে রাজ্যে পুনর্গঠনের প্রক্রিয়া চলছে বলে গতকালই এক সাংবাদিক বৈঠক আয়োজন করে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন এআইইউডিএফ এর সাধারণ সম্পাদক তথা বিধায়ক আমিনুল ইসলাম। তবে এবার মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে সরব হয়ে উঠেছে দলটি। এআইইউডিএফ সুপ্রিম বদরুদ্দিন আজমল অভিযোগ উত্থাপন করা অনুসারে বন্যা এবং ঈদের অজুহাতে রাজ্যের একাংশ অসাধু ব্যবসায়ী ইচ্ছামত অত্যাবশকীয় খাদ্য সামগ্রী মূল্যবৃদ্ধি করছেন। এক্ষেত্রে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন তিনি। এআইইউডিএফ সভাপতি তথা সাংসদ মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল বুধবার প্রচার মাধ্যমে পাঠানো এক প্রেস বিবৃতির মাধ্যমে বলেন রাজ্যের খাদ্য সামগ্রীর বাজারে বর্তমান আগুন লেগেছে। একাংশ আসাদু ব্যবসায়ী সরকারি নিয়ন্ত্রণহীনতার সুযোগ নিয়ে ইচ্ছামত যা খুশি সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি করেছে। একটি শক্তিশালী মধ্য ভোগী চক্র অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীর বাজারে মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়ে মুনাফা লুটছে। একদিকে অন্ন, বস্ত্র এবং বাসস্থানের অভাবে বন্যাক্রান্তরা হাহাকার করে ঘুরছেন অন্যদিকে ঈদের প্রক্ষণে সামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধি ঘটায় সর্বসাধারণ জনতা ব্যাপক অস্বস্তিতে পড়েছেন। অথচ মূল্য বৃদ্ধি রোধ করার ক্ষেত্রে সরকার, প্রশাসন চোখ বন্ধ করে রেখেছে বলে অভিযোগ উত্থাপন করেন তিনি।

সাংসদ মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল বলেন সর্বসাধারণ জনতার জন্য সরকারের করণীয় যেন কোনো দায়িত্ব নেই। চাল, ডাল, তেল, গ্যাস সিলিন্ডার ইত্যাদি সামগ্রীর মূল্য বর্তমান আকাশ স্পর্শ করছে। প্রতি কিলো সবজির মূল্য চার গুণ বৃদ্ধি হয়েছে। এই ধরনের এক পরিস্থিতিতে সর্বসাধারণ জনতাকে হাহাকার করতে হচ্ছে। সরকার অতি শীঘ্র খাদ্য সামগ্রীর বাজারে হস্তক্ষেপ করে মধ্য ভোগীর কবল থেকে রাজ্যটিকে উদ্ধার করার জন্য দাবি জানিয়েছেন তিনি। মূল্যবৃদ্ধি রোধ করে সাধারণ জনতাকে রেহাই দিক সরকার। অন্যথা জনতার ক্ষোভের আগুনে ভস্মীভূত হতে সরকারের বেশি দিন লাগবে না বলে মন্তব্য করেছেন এআইইউডিএফ সভাপতি তথা সাংসদ মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল।

রাজ্য সরকার এবং পেহলে ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশনের মধ্যে মৌ চুক্তি স্বাক্ষরিত

এই চুক্তি জেলা পর্যায়ে অর্থনৈতিক বিকাশের গতি অধিক ত্বরান্বিত করার পাশাপাশি অসমের অর্থনৈতিক প্রগতির জন্য এক নতুন পদ্ধতি সৃষ্টির ক্ষেত্রে সাহায্য করবে বলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ রাজ্য সরকার এবং পেহলে ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশন যৌথভাবে অসমের জেলা পর্যায়ের উন্নয়নের ক্ষেত্রে থাকা ব্যবধান হ্রাস করার পাশাপাশি জেলা ভিত্তিক মোট ঘরোয়া উৎপাদন বৃদ্ধির নতুন ক্ষেত্র গুলো অধ্যয়ন করে জেলাভিত্তিক উন্নয়নের এক নতুন পদ্ধতি প্রদান করবে।

অসমের অর্থনৈতিক বিকাশের গতি অধিক ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে বুধবার গুয়াহাটি মহানগরের দিশপুর সচিবালয় জনতা ভবনে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার উপস্থিতিতে রাজ্য সরকার এবং পেহলে ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশনের মধ্যে এক মৌ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। অসম সরকারের হয়ে রূপান্তর এবং উন্নয়ন বিভাগের অতিরিক্ত মুখ্য সচিব আশিস ভুটানি এবং পেহলে ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশনের কার্যকারী সঞ্চালক রবি পোখর্না এই মৌ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন।

অনুষ্ঠানে নিজের ভাষনে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন পেহলে ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশনের সঙ্গে হওয়া এই মৌ চুক্তির মাধ্যমে সারা রাজ্যের জেলা প্রশাসনে জেলা পর্যায়ে রাজস্ব সংগ্রহের নতুন ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণের রাস্তা বের করবে। এটা রাজ্যের মোট ঘরোয়া উৎপাদন বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে। স্বাধীনতার পর থেকে ভারতের আঞ্চলিক বিকাশের ক্ষেত্রে বিভিন্ন কারণে বাধার সৃষ্টি হয়েছিল। এর কয়েকটি ঐতিহাসিক ছিল কিন্তু কিছু ভৌগালিক দিকও ছিল বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন পর্যাপ্ত সম্পদের অভাব, প্রকল্প গুলোর সঠিক রুপায়ন না হওয়া, আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করার ক্ষেত্রে পরিকল্পনা ব্যবস্থার বিফলতা আঞ্চলিক বৈষম্যের সৃষ্টি করেছিল। এক্ষেত্রে উত্তর পূর্বাঞ্চলকে যথেষ্ট মূল্য দিতে হয়েছে। অর্থনৈতিক বিকাশের লক্ষ্যে রাজ্য সরকার জেলা ভিত্তিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন করার জন্য পদক্ষেপ নিয়েছে। সরকারের লক্ষ্য হচ্ছে জেলাগুলোকে প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে গড়ে তোলা। তাছাড়া এই জেলাগুলোকে রাজ্যের বিকাশের কেন্দ্র হিসেবে পরিগণিত করা। চলিত বছরের ২৯ এপ্রিল এই সংক্রান্তে রাজ্য সরকার এক নীতিতে অনুমোদন জানিয়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রী মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেন এই দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তবায়িত করার সহায়ক হওয়ার মত মোট ঘরোয়া উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য জেলা পর্যায়ে বিস্তারিত গবেষণার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন রাজ্যটির অর্থনৈতিক গতিকে অধিক ত্বরান্বিত করার জন্য অসম সরকার ধারাবাহিক প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। গত কিছু বছরে রাজ্যের আর্থিক অবস্থা যথেষ্ট উন্নত হয়েছে। অসম ভারতের অন্যতম দ্রুত গতিতে বিকশিত রাজ্য। জিএসডিপি বৃদ্ধি হওয়ার মাধ্যমে রাজ্যের অর্থনৈতিক এবং আর্থিক বিকাশের দিকে সেটা প্রতিফলিত হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন গত কয়েক বছর বাজেটে অর্থবৃদ্ধি এবং তার সঙ্গে সঙ্গে বাজেটে ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে অর্থনৈতিক উত্তরণের গতি তীব্রতার হয়ে পড়েছে। রাজ্য সরকার এক্ষেত্রে স্বচ্ছতা আনার জন্য আর্থিক ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি সংস্কারের পদক্ষেপ রুপায়ন করা হয়েছে। যেটা রাজস্ব সংগ্রহের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধিতে মূল ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়েছে। রাজ্য সরকার কর সংগ্রহের ব্যবস্থা টি র উন্নয়ন সাধন এবং কর রাজস্ব বৃদ্ধির উপরে গুরুত্ব আরোপ করেছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

রাজ্যের অর্থনীতির এক তৃতীয়াংশের অধিক কৃষি ক্ষেত্র থেকে আহরণ হয় বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন ভারত সরকার কৃষি ক্ষেত্রে দেওয়া গুরুত্বের দিকে লক্ষ্য রেখে রাজ্য সরকার কৃষি উৎপাদনে স্বাবলম্বতা অর্জনের ক্ষেত্রে কৃষিকে অধিক লাভজনক করে তোলার জন্য বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। কৃষি ক্ষেত্রে নতুন প্রযুক্তি প্রযোগ করা হয়েছে। কৃষি যান্ত্রিকীকরণ রাজ্য সরকারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন সরিষা, ডাল এবং মাকই এর অর্থনৈতিক সম্ভাবনার প্রতি লক্ষ্য রেখে এই শস্যগুলোর জন্য চাষ করার ক্ষেত্র সম্প্রসারণ এর উপরে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। রাজ্যে ধান এবং সরিষা ক্রয়ের উপরে সরকার গুরুত্ব আরোপ করেছে। অসম মিলেট মিশনের মত পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে যাতে কৃষকদের আয় বৃদ্ধি করা যায়। কৃষি ক্ষেত্রে রাসায়নিক সার এবং ক্ষতিকারক পদার্থের ব্যবহার হ্রাস করে প্রাকৃতিক কৃষির প্রসারে মননিবেশ করা হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন কৃষি এবং উদ্যান এর উৎপাদিত সামগ্রী রপ্তানি করা হচ্ছে। জোহা চাল, কালা চাল, লাল চাল, কার্বি আংলং এর আদা, তেজপুরে লিচু, মালভোগ কলা, অসমের লেবু ইত্যাদি দেশবিদেশে রপ্তানি করা হয়েছে। কৃষি এবং রপ্তানির সম্ভাবনা ইত্যাদি সম্প্রসারিত করার জন্য বিভিন্ন নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়া ২০২২ সালের এপ্রিল থেকে ২০২৩ সালে জানুয়ারি পর্যন্ত ৭৬৮২৮ মেট্রিক টন কৃষি এবং আনুষাঙ্গিক উৎপাদিত সামগ্রী রপ্তানি করা হয়েছে। এর মূল্য প্রায় ১৮০৩ কোটি টাকা বলে উল্লেখ করেছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন জেলাগুলো যাতে তাদের সামর্থক উপযুক্ত ব্যবহার করতে পারে এবং সাধারণ জনতার অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে অবদান দিতে পারে তার জন্য একটি জেলাতে একটি উৎপাদন নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। এম এস এম ই হচ্ছে রাজ্যটির অর্থনৈতিক মেরুদন্ড। এই ক্ষেত্রটি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য রাজ সাহায্য প্রদান করা হয়েছে। আর্থিক এবং অনাআর্থিক দুটো দিক অন্তর্ভুক্ত করে বিনিযোগকারীদের উৎসাহিত করার মতো নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। বিনিযোগকারীদের জন্য স্বরলিকৃত অনুকূল ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী জানান ৮২০১ কোটি টাকার চুক্তি ইতিমধ্যে স্বাক্ষরিত হয়েছে। উদ্যোগীকরণ উৎসাহিত করার জন্য নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়াটিকে সরল করার পাশাপাশি আমলাতান্ত্রিক বাধা হ্রাস করার ব্যবস্থা হাতে নেওয়া হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদি জেলাভিত্তিক অর্থনৈতিক বিকাশের উপর গুরুত্ব আরোপ করে আসছেন। প্রধানমন্ত্রী জেলার মোট ঘরোয়া উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে রাজ্যের মোট ঘরোয়া উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে গুরুত্ব প্রদান করেছেন। রাজ্য সরকার জেলা পর্যায়ে প্রশাসনিক সংস্কার সাধন করার জন্য বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এক্ষেত্রে জেলাগুলের মোট ঘরোয়া উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এক প্রতিযোগিতা মুখী বাতাবরণ সৃষ্টি করার পাশাপাশি রাজ্য সরকার এই সংক্রান্তে সব ধরনের সহায় সহযোগিতা করবে বলে ঘোষণা করেছেন তিনি। এই সহযোগিতার জন্য পেহলে ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশনকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন এই সহযোগিতা অসমের অর্থনৈতিক প্রগতির নতুন এক পদ্ধতি গড়ার ক্ষেত্রে সাহায্য করবে। এই চুক্তি পরিকল্পিত পদ্ধতির মাধ্যমে উন্নয়নের প্রক্রিয়াটিকে অধিক গতিশীল করার দ্বারা রাজ্য সরকার আত্মনির্ভর অসম গড়ার যে লক্ষ্য নিয়েছে সেটা বাস্তবায়িত করে তুলবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। এদিনের অনুষ্ঠানে মুখ্য সচিব পবন কুমার বরঠাকুর, পেহলে ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশনের অধ্যক্ষ ড০ রাজিব কুমার এবং রাজ্য সরকারের শীর্ষকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

মানিকচক থানায় বাম কংগ্রেসের ডেপুটেশন ঘিরে উত্তেজনা

মালদা ঃমানিকচক থানায় বাম কংগ্রেসের ডেপুটেশন ঘিরে উত্তেজনা। পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি বাম ও কংগ্রেস কর্মী সমর্থকদের। মানিকচকের গোপালপুর অঞ্চলের বালুটোলা এলাকার কংগ্রেস প্রার্থী ও কর্মী সমর্থকদের বাড়ি ভাঙচুর এবং কংগ্রেস কর্মীদের মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর অভিযোগ তুলে বাম কংগ্রেসের উদ্যোগে আজ যৌথ ডেপুটেশন প্রদান করা হয় মানিকচক থানায়। এই ডেপুটেশন কে ঘিরে করা পুলিশের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে। সোমবার দুপুর নাগাদ বাম কংগ্রেসের নেতৃত্ব ও কর্মীরা মিছিলের মাধ্যমে মানিচক থানায় উপস্থিত হয়ে মানিকচক থানার আইসি পার্থ সারথী হালদারের হাতে ডেপুটেশনের কপি তুলে দেন। উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ মালদা কংগ্রেসের সাংসদ আবু হাসেম খান চৌধুরী, প্রাক্তন কংগ্রেসের বিধায়ক মত্তাকিন আলম, কংগ্রেস নেতা মোয়াজ্জেম হোসেন, মতিউর রহমান, শেখ বারকাত সহ অন্যান্য কংগ্রেসের নেতৃত্বরা। ডেপুটেশন দেওয়ার সময় বাইরে উত্তেজিত হয়ে পড়ে কংগ্রেস ও বামের কর্মী সমর্থকরা। মানিকচক থানার মূল ফটকের সামনে কর্মী সমর্থকরা জোরপূর্বক থানার ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করলে বাধা দেয় পুলিশ, যার ফলে ধস্তাধস্তি হয় পুলিশ ও বাম কংগ্রেস কর্মী সমর্থকদের মধ্যে। পরবর্তীতে পুলিশ প্রশাসনের প্রচেষ্টায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। ডেপুটেশন শেষে প্রাক্তন বিধায়ক মত্তাকিন আলম জানিয়েছেন, গোপালপুর এলাকার তৃণমূলের হার্মাদ ও দুষ্কৃতীরা পঞ্চায়েত ভোটে সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে কংগ্রেস কর্মীদের বিভিন্ন রকম ভাবে ভয় দেখাচ্ছে, তাদেরকে অপহরণ চেষ্টা করছে এবং বাড়িতে হামলা চালিয়ে সমস্ত কিছু লুট করছে তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা। এমত অবস্থায় পুলিশ প্রশাসন যেন নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করুক এবং সঠিক তদন্ত করে উপযুক্তদের গ্রেপ্তার করুক বলে দাবি করেছেন তিনি।

বীরভূমে তৃনমূল প্রার্থীর অফিস থেকে উদ্ধার প্রচুর বিস্ফোরক

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি) ঃ বীরভূম জেলার নলহাটি একনং ব্লকের বাহাদুরপুর গ্রামে গোপনসূত্রে খবর পেয়ে পাথর ব্যবসায়ী মনোজ ঘোষের বাড়ী এবং অফিস রাজলক্ষ্মী এন্টারপ্রাইজে আঠাশে জুন বুধবার সকাল সাতটা থেকে তল্লাশি করে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ) । দুপুর সাড়ে তিনটে পর্যন্ত চলে তল্লাশি । পরিত্যক্ত ঘর থেকে একটি দেশী পিস্তল,চারটে কার্তুজ, একশো তিরিশ জিলোটিন স্টিক,একটি নজর ক্যামেরার ডিভিআর,পঞ্চাশ কেজি অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট উদ্ধার করা হয়েছে বলে এনআইএ সূত্রে জানা গিয়েছে । মনোজের হিসাব নিকাশ অফিস সিল করে দিয়েছে এনআইএ । অভিযানের খবর পেয়ে এলাকা ছেড়েছে মনোজ । পঞ্চায়েত ভোটে বানীওড় গ্রামপঞ্চায়েতের তৃনমূলপ্রার্থী মনোজ ঘোষ । মনোজকে ফাঁসানো হয়েছে দাবি নলহাটি একনং ব্লক তৃণমূল সভাপতি অশোক ঘোষের ।

বিজেপির দেওয়াল লিখনে কাদা পতাকা ছেঁড়ার অভিযোগ

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি) ঃ রাতের অন্ধকারে সিউড়ি দুইনং ব্লকের কেন্দুয়া অঞ্চলে বিজেপির পতাকা পুকুরে ফেলা এবং জেলাপরিষদ ঊনত্রিশ নং আসনে বিজেপি প্রার্থী দেবরঞ্জন মন্ডলের দেওয়াল লিখন কাদা দিয়ে মুছে দেওয়ার অভিযোগ উঠলো তৃণমূলের বিরুদ্ধে । বৃহস্পতিবার সকালে এলাকায় যান দেবরঞ্জন মন্ডল । দেবরঞ্জন বলেন, তৃনমূল ভয় পেয়েছে সেইজন্য এইরকম করছে । সিউড়ি দুইনং ব্লক তৃণমূল সভাপতি নুরুল ইসলামের বিরুদ্ধে প্রার্থী হয়েছি । সেইজন্য এইরকম করা হচ্ছে । তৃনমূলকমী নারায়ন কোড়া বলে, জেলাপরিষদের বিজেপি প্রার্থী দেবরঞ্জন মন্ডল (ছোট্টু) চারটে বাড়ী পেয়েছে । আমরা গরীব মানুষ বাড়ী পাই নাই । বিজেপি এখানে লাভ করতে পারবে না ।

বৃষ্টিতে ভাঙলো ভাসাপুল বিপাকে বারো গ্রামের বাসিন্দারা

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি) ঃ টানা কয়েকদিনের বৃষ্টিতে বৃহস্পতিবার সকাল দশটা নাগাদ মহম্মদবাজার ব্লকের আঙ্গারগড়িয়া থেকে সিউড়ি একনং ব্লকের অজয়পুর যাওয়ার অস্থায়ী ভাসাপুল জলের তোড়ে ভেঙ্গে ভেসে যায় । ফলে বিপাকে পড়েছে প্রায় বারো গ্রামের বাসিন্দারা । স্থানীয় বাসিন্দা প্রভাকর বাগদী বলেন, ভেজেনা, খোদাইবাগান,বড়াম, কাটুনিয়া,গোবিন্দপুর,ঘাসবেড়া,নরসিংহপুর সহ ওইপাশে এগারো বারোটা গ্রাম আছে । এখন নৌকা ভরসা । জেলাশাসক বিধান রায় বলেন, অতিবৃষ্টির জন্য হয়েছে । দ্রুত মেরামতের চেষ্টা করছি । নতুন ব্রীজের একটা ডিজাইন পিডবলুবিকে জানিয়েছি । খুব তাড়াতাড়ি যাতে যথাযথ জায়গায় পৌঁছাতে পারি সেটা দেখছি ।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় বড় চ্যালেঞ্জ

ঢাকাঃ ঢাকায় কোরবানির ঈদে বর্জ্য ব্যবস্থাপনাই দুই সিটির বড় চ্যালেঞ্জ। গত কয়েকদিন ধরে থেমে থেমে বৃষ্টি হচ্ছে। তাই ঈদের নামাজের পর সড়কে জমে থাকা জলের সঙ্গে পশুর রক্ত একাকার হয়ে যায়। ঢাকার পড়ামহল্লার রাস্তা তো বটেই কোথাও কোথাও প্রধান সড়ক দেখে হঠাৎ যে কারুর মনে হয়েছে রক্ত নদী। তবে বেলা দুইটার মধ্যেই অধিকাংশ রাস্তা ও সড়কের পানি নেমে যাওয়ার পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসে। ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশন কোরবানির হাট ও জবাই করা পশুর বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক উদ্যোগ নিলেও ড্রেনেজ সিস্টেমের কারণে তা সফলতার মুখ দেখতে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। আর নগরবাসীর অসচেতনতাও এর জন্য অনেকটা দায়ী। পশুর বর্জ্য তারা নির্ধারিত জায়গা বা ডাস্টবিনে না ফেলে ড্রেনে ফেলায় তা ড্রেনেজ ব্যবস্থাকেও অনেকটা অচল করে দেয়। পশুর এই কঠিন বর্জ্য প্রতি বছরই কোরবানির সময় অনেক জায়গায়ই ড্রেন আটকে দেয়। কোরবানির সময় দুই সিটির বর্জ্য ব্যবস্থাপনার দুইটি দিকে খেয়াল রাখতে হয়। গরুর হাট এবং কোরবানির পশুর বর্জ্য। দুই সিটি এবার ২৪ ঘন্টার মধ্যে কোরবানির সব ধরনের বর্জ্য অপসারণের ঘোষণা দিয়েছে। এজন্য বৃহস্পতিবার কোরবানির দিন দুপুর থেকে ১৯ হাজার ২৪৪ জন পরিচ্ছন্নকর্মী কাজ শুরু করেছেন। সিটি কর্পোরেশন বলছে, এবার ঈদে ঢাকায় কমপক্ষে পাঁচ লাখ পশু কোরবানি হয়েছে। আর এর বর্জ্য হতে পারে ৩০ হাজার টন। এই বর্জ্য অপসারণের জন্য দুই সিটির বজ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সব কর্মকর্তা কর্মচারির ছুটি বাতিল করা হয়েছে। আর কোরবানির আগের দিন ১১ লাখ প্ল্যাস্টিক, পলিব্যাগ ও বর্জ্য ব্যাগ বিতরণ করেছে সিটি কর্পোরেশন। বিতরণ করেছে ব্লিচিং পাউডার। বেলা দুইটা থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে দুই সিটিতে বর্জ্য অপসারণের কাজ শুরু হয়েছে। ঢাকার দুই সিটিতেই কন্ট্রোল রুম এবং হটলাইন চালু করা হয়েছে। নগরবাসী প্রয়োজন মনে করলে বর্জ্য অপসারণের জন্য কন্ট্রোল রুমে জানাতে পারেন। আর দুই সিটিতেই বর্জ্য অপসারণে তদারকি টিম গঠন করা হয়েছে। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা কমোডর এস এম শরিফ উল ইসলাম জানান, আমারা আগে থেকেই প্রচার করেছি। বর্জ্য ব্যাগ বিতরণ করেছি। তারপরও লোকজন সচেতনতার অভাবে বর্জ্য সংরক্ষণ করে ডাস্টবিনে না ফেলে ধুইয়ে ফেলেছে। ড্রেনে ফেলছে। এর ফলে ড্রেন আটকে যাচ্ছে। জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হচ্ছে। অনেকে নাড়িভুড়িও ফেলে দিয়েছে যা ড্রেনে গিয়ে পড়ছে। এটা একটা বড় সমস্যা। আমরা যে বর্জ্য ব্যাগ দিয়েছি তা ঘরে রেখে দিয়েছে। তারপরও আমরা বৃহস্পতিবার বেলা দুইটা থেকে পরবর্তী আট ঘন্টার মধ্যে বর্জ্য অপসারণ করে ফেলতে পারব বলে আশা করি। টানা বৃষ্টির কারণে সড়কে জল জমে গেছে আর সেই জলেতে পশুর রক্ত মিশে একাকার হয়ে গেছে। নগরের বেশ কিছু এলাকায় এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। দ্রুত পানি সরে গেলে এমন হত না। এখানে আমাদের কিছু করার নেই, বলেন প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা। করোনার সময় ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশনই কোরবানির জন্য নির্দিষ্ট জায়গার ব্যবস্থা করেছিল। বাসায় মাংস পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থাও ছিল। আর দুই সিটিতে দুইটি আধুনিক কসাইখানা তৈরি করা হয়েছে। আরো দুইটির কাজ চলছে। কিন্তু মানুষের নির্দিষ্ট জায়গায় কোরবানি করার আগ্রহ এখনও তৈরি হয়নি বলে জানান ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. আবু নাছের। তিনি বলেন, আমরা আগে ১২৫টি স্পট নির্ধারণ করেছিলাম কোরবানির পশু জবাই দেয়ার জন্য। তখন মাত্র সাতটি স্পটে ১১টি পশু কোরবানি দেয়া হয়। আমাদের পশু কোরবানির জন্য আধুনিক কসাইখানাও আছে। কিন্তু মানুষ ওইসব নির্দিষ্ট এলাকায় পশু কোরবানি দিতে উৎসাহী নয়। সে তার বাড়ি বা বাসার সামনেই কোরবানি দিতে চায়। তবে নির্দিষ্ট স্থানো কোরবানি চালু করা গেলে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা অনেক সহজ হত। তার কথা, আমরা সবচেয়ে বেশি সমস্যায় আছি ড্রেনে, নালায় কোরবানির পশুর বর্জ্য ফেলায়। আমরা বর্জ্য রেখে তা ডাস্টবিন বা আমাদের পচ্ছিনন্নতাকর্মীদের দেয়ার জন্য এক লাখ ২৫ হাজার বর্জ্য ব্যাগ বিতরণ করেছি। কিন্তু কোরবানির দিন দেখলাম ওই ব্যাগে বর্জ্য না রেখে মাংস রাখছে। আর বর্জ্য ফেলে দিচ্ছে রাস্তায় ড্রেনে। এ কারণে ড্রেনগুলো বন্ধ হওয়ার উপক্রম। দুই সিটি কর্পোরেশনই বলছে যে, তাদের বিতরণ করা সেগুলো পরিবেশ বান্ধব বায়েডিগ্রেডেবল। এগুলো পঁচে মাটির সাথে মিশে যাবে। নগর পরিকল্পনাবিদরা বলছেন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কোনো আলাদা বিষয় নয়। এর সঙ্গে নগরীর ড্রেনেজ সিস্টেম যুক্ত। বড় বড় ড্রেন নিয়ে ভাবা হচ্ছে। কিন্তু ছোট ড্রেনগুলো যে বন্ধ হয়ে গেছে তা দেখা হচ্ছেনা। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবান প্ল্যানিং বিভাগের অধ্যাপক এবং বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্সের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আদিল মোহাম্মদ খান বলেন,আমরা স্টর্ম স্যুয়েরেজ নিয়ে কথা বলছি, খাল ব্যবস্থাপনা নিয়ে কথা বলছি। কিন্তু কমিউনিটি পর্যায়ের ড্রেন নিয়ে কোনো কাজ হচ্ছে না। ময়লা জমে অনেক ড্রেন বন্ধ হয়ে গেছে। রাস্তা থেকে পানি অপসারণের পদ্ধতিও তেমন কার্যকর নয়। ড্রেনের ওপরে নানা ধরনের নির্মান কাজ হচেছনা। ফলে জলাবদ্ধতাও কমছে না। তার কথা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সঙ্গে এই ড্রেনও যুক্ত। ড্রেনগুলো সচল থাকলে বৃষ্টিতে পানি জমতে পারত না। আর কোরবানির পশুর রক্ত এভাবে জমে থাকা জলের সঙ্গে একাকার হতেও পারত না। প্রসঙ্গত, খাল ছাড়াও দুই সিটিতে বৃষ্টির জল সরাতে আছে দুই হাজার ৫০০ কি.মি. খোলা ড্রেন এবং চার হাজার কি.মি. ভূগর্ভস্থ ড্রেন। কিন্তু এসব ড্রেন পরিস্কার থাকে না । ৪০ ভাগেরও বেশি ময়লা জমে থাকে। আর স্বাভাবিক সময়ে ঢাকায় প্রতিদিন ১৫ লাখ ঘনমিটার বর্জ্য উৎপাদিত হয়। যার বড় একটি অংশ এইসব ড্রেনে যায়।

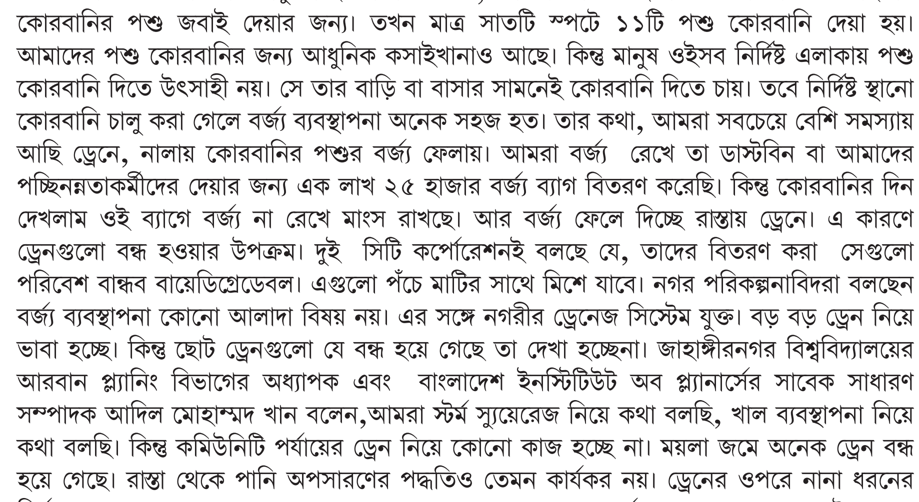

স্মিথের ৩২তম সেঞ্চুরিতে অস্ট্রেলিয়া তুলল ৪১৬ রান

পর্থ (ওয়েবডেস্ক) ঃ আগের দিন ৮৫ রানে অপরাজিত থাকা স্টিভ স্মিথ যোগ করলেন আরও ২৫ রান। তাতে ইংল্যান্ডের মাটিতে অষ্টম সেঞ্চুরি পেলেন বটে, অস্ট্রেলিয়াকে বেশি দূর এগিয়ে নিতে পারলেন না। সঙ্গ দিতে পারেননি অ্যালেক্স ক্যারি কিংবা লেজের সারির সেরা ব্যাটসম্যান মিচেল স্টার্কও। লর্ডসে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসও তাই খুব বেশি দূর এগোয়নি। ৫ উইকেটে ৩৩৯ রান দ্বিতীয় দিন শুরু করা অস্ট্রেলিয়া ৭৭ রান যোগ করতে বাকি ৫ উইকেট হারিয়েছে। ১০০.৪ ওভার ব্যাট করে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস থেমেছে ৪১৬ রানে। এটি প্রথম টেস্টে ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসের কাছাকাছি সংগ্রহ। এজবাস্টনে ইংল্যান্ড ৮ উইকেটে ৩৯৩ রান তুলে ইনিংস ঘোষণা করেছিল। প্রথম দিন শেষে স্মিথের সঙ্গে অপরাজিত ছিলেন ক্যারি। ১১ রানে অপরাজিত থাকা এই উইকেটকিপার ব্যাটসম্যানের স্টুয়ার্ট ব্রডের করা দিনের দ্বিতীয় ওভারের দুই বলে দুই চারে আট রান তুলে নেন। পঞ্চম বলেই পড়েন এলবির ফাঁদে। আম্পায়ার অবশ্য আউট দেননি, রিভিউ নিয়ে উইকেট তুলে নেন ব্রড।
স্মিথের উইকেট তুলে নেন জশ টাং
স্মিথের উইকেট তুলে নেন জশ টাংরয়টার্স
খানিকপর জিমি অ্যান্ডারসনের বলে উইকেটের পেছনে ক্যাচ দেন মিচেল স্টার্ক। ৩৫৮ রানে ৭ উইকেট হারিয়ে ফেলা অস্ট্রেলিয়াকে চার শর দিকে টেনে নিয়ে যায় স্মিথ কামিন্স জুটি। আগের দিন টেস্টে নয় হাজার রানের মাইলফলক স্পর্শ করা স্মিথ সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন ১৬৯ বলে। এটি টেস্টে তাঁর ৩২তম সেঞ্চুরি, ইংল্যান্ডের মাটিতে অষ্টম। ইংল্যান্ডে অতিথি ব্যাটসম্যানদের মধ্যে এর চেয়ে বেশি ১১টি সেঞ্চুরি আছে শুধু ডন ব্র্যাডম্যানের।

আগের দিন টেস্ট ক্রিকেটে ৯ হাজার আর তিন সংস্করণ মিলিয়ে ১৫ হাজার রানের মাইলফলক স্পর্শ করেছিলেন স্মিথ। স্মিথের মূল্যবান উইকেটটি তুলে নেন জশ টাং, গালি অঞ্চলে বেন ডাকেটের ক্যাচ বানিয়ে। মঈন আলীর জায়গায় একাদশে ঢোকা টাং ইনিংস শেষ করেন ৯৮ রানে ৩ উইকেট নিয়ে।

৩৯৩ রানে স্মিথ আউট হওয়ার পর অস্ট্রেলিয়ার ইনিংসে যোগ হয়েছে আর ২৩ রান। নাথান লায়ন ও জশ হ্যাজলউডকে তুলে নিয়ে অস্ট্রেলিয়ার ইনিংস গুঁড়িয়ে দেন ওলি রবিনসন। অস্ট্রেলিয়া অধিনায়ক প্যাট কামিন্স অপরাজিত থাকেন ২২ রানে। টাংয়ের মতো রবিনসনেরও শিকার ৩ উইকেট, খরচ ১০০ রান।

টেস্টে ৯ হাজারে দ্বিতীয় দ্রুততম, ১৫ হাজারে স্মিথ কততম

পর্থ ঃ অ্যাশেজে দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম দিনটা স্টিভ স্মিথের জন্য ছিল রেকর্ডের। টেস্ট ক্রিকেটে দ্বিতীয় দ্রুততম ব্যাটসম্যান হিসেবে ৯০০০ রানের মাইলফলক ছুঁয়েছেন, যে মাইলফলকে তাঁর চেয়ে দ্রুততম শুধু কুমার সাঙ্গাকারা। স্মিথ স্পর্শ করেছেন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ১৫০০০ রানের মাইলফলক। ৩৫১তম ইনিংসে ক্রিকেটের তিন সংস্করণ মিলিয়ে ১৫০০০ রান ছুঁয়েছেন স্মিথ। অস্ট্রেলিয়ার ৯ম ব্যাটসম্যান ও সব মিলিয়ে ৪১তম ব্যাটসম্যান হিসেবে ১৫০০০ রান করেছেন।

যেখানে দ্রুততম ভারতের বিরাট কোহলি। স্মিথ দ্রুততম ১৫০০০ রান করার তালিকায় কততম? আর কেইবা আছেন এই তালিকায়? স্মিথ যখন প্রসঙ্গটি ফিরিয়েছেনই, এই সুযোগে দেখে নেওয়া যেতে পারে টেস্টে ৯০০০ রান ও আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ১৫০০০ রানে দ্রুততম কারা।

টেস্টে ৯০০০ রানের মাইলফলকে

স্মিথ দ্বিতীয় দ্রুততম হলেও আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে দ্রুততম ১৫০০০ রান করা ক্রিকেটারদের তালিকার শীর্ষ পাঁচে নেই স্মিথ। তাঁর অবস্থান তালিকার সাত নম্বরে। যে তালিকার শীর্ষে থাকা কোহলির পর আছে হাশিম আমলা।

চোট নিয়ে খেলে অস্ট্রেলিয়ার বড় রানের ভিত গড়েছেন ওয়ার্নার

পর্থ ঃ হাতের ব্যথার সঙ্গে লড়াই করে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে লর্ডস টেস্টের প্রথম ইনিংসে ব্যাটিং করেছেন অস্ট্রেলিয়ার ওপেনার ডেভিড ওয়ার্নার। ৭ জুন ভারতের বিপক্ষে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে মোহাম্মদ শামির বাউন্সার থামাতে গিয়ে হাতে ব্যথা পান এই বাঁহাতি। লর্ডস টেস্টের আগে অনুশীলনের সময়ও ওয়ার্নারের হাতে বল লাগে। স্লিপ ক্যাচিংয়ের সময়ও হাতের তালুতে ব্যথা পান তিনি।
কাল এসবের সঙ্গে লড়াই করেই ৮৮ বলে ৬৬ রানের দারুণ এক ইনিংস খেলেন ওয়ার্নার। কাল দিনের খেলা শেষে ওয়ার্নার তাঁর চোটের ব্যাপারে বলেন, 'আমি শেষ দুই ম্যাচে হাতে ব্যথা পেয়েছি। নেটে অনুশীলনের সময়ও। এখন অনেকটা অসাড় হয়ে আছে জায়গাটা। খেলা শেষে দেখব কী অবস্থায় আছি।'

ওয়ার্নার আরও জানান, লর্ডস টেস্টের আগে তাঁর চোট গুরুতর ছিল না। তাঁর কথা, 'আমার খেলার সম্ভাবনা নিয়ে শঙ্কা ছিল না। কিন্তু জায়গাটা অসাড় হয়ে আছে। শুরুর দিকে এটা হাতের তালুতে ছিল। বল ব্যাটে লাগলেই ব্যাট কেঁপে উঠছে। আজ আবার আঙুলের ডগায় বল লেগেছে, যেখানে মোহাম্মদ শামির বল লেগেছিল। আজ সারা বিকেল আমি বরফে হাত ঢুকিয়ে রেখেছি। এভাবেই খেলে যাব। খেলা শেষে দেখব।'

কঠিন কন্ডিশনে ওয়ার্নারের ইনিংসটিই গড়ে দেয় অস্ট্রেলিয়ার বড় রানের ভিত। এজবাস্টন টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসেও ৩৬ রান করে বাকিদের কাজটা সহজ করে দেন এই ওপেনার। এর আগে ওভালে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে ভারতের বিপক্ষে ৪৩ রান করেন তিনি। সব ইনিংসেই পুরোনো ওয়ার্নারের ছাঁয়া খুঁজে পাবেন।

ওয়ার্নারকেও নিজের ব্যাটিংয়ে সন্তুষ্ট মনে হলো, 'গত ৬ থেকে ৮ মাস আমি আমার খেলায় সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ অনুভব করছি। আমি বলের দিকে ভালো যাচ্ছি, আমার পা ঠিকমতো চলছে, শুধু হাত দিয়ে খেলছি না। আমার মনে হয়েছে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে আমি বিশেষ কিছু করার দিকে এগোচ্ছিলাম। এজবাস্টনেও তাই।'
তিনি যে বড় ইনিংস থেকে খুব দূরে নেই, সেটাও জানান ওয়ার্নার। তাঁর কথা, 'মনে হচ্ছে নেটে যা করছি, তা আমি মাঠে টেনে আনতে পারছি। আমি খুবই রোমাঞ্চিত। আমি এখন যে ছন্দে আছি, তাতে মনে হচ্ছে, বড় কিছু খুব দ্রুতই আসবে।'

স্টোকসদের কড়া সমালোচনায় ভন, পিটারসেন, স্ট্রাউস

লর্ডস (ওয়েবডেস্ক) ঃ দৃশ্যটা ভালো লাগেনি নাসের হুসেইনের। লর্ডস টেস্টের প্রথম দিনের প্রথম সেশনে বৃষ্টির কারণে খেলা কিছুক্ষণ বন্ধ ছিল। বৃষ্টি থামার পর যখন খেলা শুরু হবে, তখন সবার আগে মাঠে নামেন দুই অস্ট্রেলীয় ব্যাটসম্যান ডেভিড ওয়ার্নার ও উসমান খাজা। ওদিকে ইংল্যান্ড দলের ক্রিকেটাররা তখনো তাদের ড্রেসিংরুমে পা তুলে বসে ছিলেন। কই মেঘলা আকাশ আর সবুজ উইকেটের সুবিধা নিতে উন্মুখ থাকবে ইংলিশরা, সেটি না করে বেন স্টোকসরা মাঠে নামছিলেন হেলেদুলে। ধারাভাষ্যে এ নিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করেন ইংল্যান্ডের সাবেক অধিনায়ক নাসের। মধ্যাহ্নভোজের বিরতির সময় এ নিয়ে বেন স্টোকসের কড়া সমালোচনা করেন আরেক ইংলিশ সাবেক ক্রিকেটার কেভিন পিটারসেন। ইংলিশদের 'খামখেয়ালি' দেখে পিটারসেনকে খুব বিরক্তই মনে হলো। তাঁর কথা ছিল এমন, 'আপনি ওদের ব্যাটসম্যানদের দেখবেন ড্রেসিংরুম ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়িয়ে ছিল মাঠে নামার জন্য। ইংলিশরা তখনো ড্রেসিংরুমে। ওদের উচিত ছিল আগেভাবে মাঠে নেমে অস্ট্রেলিয়াকে আউট করার চেষ্টা করা। এই দুই অস্ট্রেলীয় ব্যাটসম্যান নিচে এসে ইংলিশদের অপেক্ষা করছে। এমন কন্ডিশনে ওদের তো ড্রেসিংরুমে বসে থাকার কথা।' মাঠে অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটারদের সঙ্গে ইংলিশদের বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণও দেখতে চান না পিটারসেন। ২০০৫ সালের অ্যাশেজের উদাহরণ টেনে তিনি বলছিলেন, 'আপনার কি মনে হয় ২০০৫ সালে রিকি পন্টিং জোন্সের সঙ্গে খোশগল্প করত? মাইকেল ভন কি জাস্টিন ল্যাঙ্গারকে জিজ্ঞেস করত, তারপর, কেমন যাচ্ছে? দিনটা সুন্দর, তাই না? উইকেট কেমন? লর্ডসের পরিবেশ কেমন? এটা কি মজা করার ব্যাপার? আমি আশা করব, ইংলিশ কোচ তাদের কড়া করে বকা দেবেন আর বলবেন, ''যা করছ তা যথেষ্ট নয়। আপনি এমন কন্ডিশন পেয়ে এই বোলিং করতে পারেন না। আপনি ৩৯০ করে ইনিংস ঘোষণা দিতে পারেন না। (স্টোকস) তোমার কি মনে হয়, অস্ট্রেলিয়া ৩৯০ করে ইনিংস ঘোষণা করে বলবে, যাও এবার ব্যাটিং করো। কোনো সম্ভাবনা নেই।' ইংল্যান্ড যেভাবে খেলছে, সেটাকে তিনি অ্যাশেজ ক্রিকেটও বলতে রাজি নন। তাঁর কথা, 'খুবই খারাপ। আপনার মাথার ওপর মেঘলা আকাশ। উইকেট সবুজ। আর আপনি বল করছেন ঘণ্টায় ৭৮-৭৯ মাইলে! আপনি মাঠে আসছেন, বলছেন দলের মধ্যে দারুণ পরিবেশ সৃষ্টি করছি। কিন্তু এটা অ্যাশেজ ক্রিকেট নয়। আমি অ্যাশেজ ক্রিকেট খেলেছি।

এবার ১০ দিনের নিষেধাজ্ঞা পেলেন মরিনিও

প্যারিস (ওয়েবডেস্ক) ঃ এক সপ্তাহ আগেই উয়েফা কর্তৃক নিষিদ্ধ হয়েছিলেন জোসে মরিনিও। রেফারির উদ্দেশে কটু মন্তব্য করায় ইউরোপা লিগে চার ম্যাচ ডাগআউটে দাঁড়াতে পারবেন না ৬০ বছর বয়সী এই কোচ। একই ঘটনায় এবার সিরি 'আ'তে ১০ দিনের নিষেধাজ্ঞা পেলেন রোমা কোচ মরিনিও। সিরি 'আ'তে আগামী মৌসুমের প্রথম দিন থেকে এই নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হবে, জানিয়েছে ইতালিয়ান ফুটবল ফেডারেশন। একই সঙ্গে তাকে ৫০ হাজার ইউরো জরিমানা করা হয়েছে। মরিনিও এই শাস্তির ঘোষণা এসেছে ইউরোপা লিগ ফাইনালের ঘটনার জেরে। গত মাসের শেষ সপ্তাহে হাঙ্গেরির বুদাপেস্টে ইউরোপা লিগ ফাইনালে সেভিয়ার মুখোমুখি হয়েছিল রোমা। ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধে সেভিয়ার পেনাল্টি বক্সে এক ডিফেন্ডারের হাতে বল লাগলেও রেফারি কেন পেনাল্টি দেননি, তা নিয়ে ক্ষোভ ঝাড়েন মরিনিও। এতে ইংলিশ রেফারি অ্যান্থনি টেইলর তাঁকে হলুদ কার্ড দেখান। এই রেফারির সঙ্গে আগে থেকেই মরিনিওর রসায়ন খুব একটা ভালো ছিল না। গত সেপ্টেম্বরেও টেইলর তাঁকে লাল কার্ড দেখিয়েছিলেন। মরিনিওর মতে, টেলর তাঁর সঙ্গে বিরূপ আচরণ করে থাকেন, যে কারণে ইউরোপা লিগের ফাইনালে সঙ্গে মাইক্রোফোন নিয়ে মাঠে গিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল, ডাগআউট থেকে তাঁর বলা প্রতিটি কথা যেন রেকর্ড থাকে, যাতে টেলর অন্যায়ভাবে কার্ড দেখালে হাতে প্রমাণ থাকে! সেদিন শুধু মাঠেই যে রেফারির সিদ্ধান্তে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন তা নয়, পরেও বাজে আচরণ করেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশিত এক ভিডিওতে দেখা যায়, স্টেডিয়ামের পার্কিং লটে টেইলরের উদ্দেশে কটু মন্তব্য করছেন রোমা কোচ। পরে রোমা সমর্থকেরা বিমানবন্দরে টেইলর ও তাঁর পরিবারকে আক্রমণ করেন। এ ঘটনায় এক ইতালিয়ান নাগরিককে গ্রেপ্তারও করা হয়। এসব কারণে মরিনিওর বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ গঠন করে ইউরোপীয় ফুটবল কর্তৃপক্ষ উয়েফা। তদন্তে দায় খুঁজে পাওয়ায় মরিনিওকে ইউরোপীয় প্রতিযোগিতায় চার ম্যাচের নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়। শাস্তি পায় তাঁর ক্লাব রোমাও। ইতালির এই ক্লাবকে ইউরোপিয়ান প্রতিযোগিতায় তাদের পরবর্তী অ্যাওয়ে ম্যাচে টিকিট বিক্রি করতে পারবে না পাশাপাশি জরিমানা দিতে হবে ৫৫ হাজার ইউরো।

পুতিনের 'পতনের ক্ষণগণনা' শুরু হয়ে গেছে : ইউক্রেন

ইউক্রেন (ওয়েবডেস্ক)ঃ কিয়েভের নজর এখন স্পষ্টতঃই একই সঙ্গে দু'দিকে। একটা হলো ওয়াগনার গ্রুপের বিদ্রোহের পর তাদের এবং তাদের নেতা ইয়েভগেনি প্রিগোশিনের ভাগ্যে কী ঘটে। অন্যটা হলো, এর ফলে ভ্লাদিমির পুতিন এবং ইউক্রেনে তার শুরু করা যুদ্ধের পরিণতি কী হয়।

সীমান্তের ওপারে রাশিয়ায় যে নাটকীয় ঘটনা ঘটে গেল ¯ তাতে কিয়েভে এই ধারণা ক্রমশঃ বদ্ধমূল হচ্ছে যে যে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট হিসেবে ভ্লাদিমির পুতিনের সময় শেষ হয়ে আসছে।

আমার মনে হয়, ক্ষণগণনা শুরু হয়ে গেছে ¯ বললেন আন্দ্রিই ইয়েরমাক, প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কির ঘনিষ্ঠতম উপদেষ্টা।

কিয়েভে এক ব্রিফিংএর সময় মি. ইয়েরমাক বলছিলেন ২০১৪ সালের কথা ¯ যে বছর রাশিয়া প্রথমবার ইউক্রেনে অভিযান চালিয়ে ক্রাইমিয়া উপদ্বীপ দখল করে নিয়েছিল।

সেই ২০১৪ সাল থেকে ইউক্রেন যা দেখে আসছে তা এখন সারা দুনিয়ার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে ¯ বলছিলেন তিনি।

রাশিয়া হচ্ছে একটি সন্ত্রাসী দেশ ¯ যার নেতা এমন একজন অনুপযুক্ত লোক যিনি বাস্তবের সাথে সংযোগ হারিয়ে ফেলেছেন।বিশ্বের এখন এটা উপলব্ধি করা উচিত যে এই দেশটির সাথে কোন সিরিয়াস সম্পর্ক রাখা সম্ভব নয়।

ইউক্রেনের উর্ধতন কর্মকর্তারা ¯ যারা কিয়েভে বিবিসির সাথে কথা বলেছেন ¯তারা সবাই এখন বলছেন যে প্রেসিডেন্ট পুতিন যেরকম গুরুতরভাবে তার কর্তৃত্ব হারিয়ে ফেলেছেন তা কাটিয়ে ওঠা তার পক্ষে সম্ভব নয়।

তারা বলছেন, এর শুরু হয়েছিল গত বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে ইউক্রেনে পূর্ণমাত্রার সামরিক অভিযান চালানোর সেই বিপর্যয়কর সিদ্ধান্ত দিয়ে।

এর পর ওয়াগনার বিদ্রোহ, আর মি. প্রিগোশিন যেভাবে ইউক্রেন যুদ্ধের সপক্ষে ক্রেমলিনের দেয়া যুক্তি উড়িয়ে দিয়েছেন ¯ তার পরে মি. পুতিনের ক্ষমতায় টিকে থাকার যেটুকু সম্ভাবনা অবশিষ্ট ছিল, তাও শেষ করে দিয়েছে।

পুতিনের শাসকচক্রকে আর রক্ষা করা যাবে না ¯বলেন তাদের একজন।

তবে এটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে ইউক্রেনীয়রা তাদের শত্রু রাশিয়ানদের সম্পর্কে যাই বলুক ¯ তাকে দেখতে হবে এই যুদ্ধের আলোকে। কারণ তারা এ যুদ্ধকে তাদের জাতীয় অস্তিত্বের সংগ্রাম হিসেবেই দেখছে।

ইউক্রেনীয়রা তাদের 'মিডিয়া যুদ্ধ' চালিয়েছে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে। তারা তাদের দেশের মানুষ, পশ্চিমা মিত্র এবং মস্কোয় থাকা শত্রুদের উদ্দেশ্যে দেয়া বার্তাগুলোতে সবসময়ই ধারাবাহিকতা রক্ষা করেছে। সাংবাদিকদের কাছে তারা এ যুদ্ধের ব্যাপারে যে মতামত প্রকাশ করে ¯ তার মধ্যে নিশ্চয়ই একটা 'উইশফুল থিংকিং' অর্থাৎ তারা যেভাবে ঘটনা ঘটতে দেখতে চায় তার একটা প্রতিফলন পড়ে।

কিন্তু এতে কোন সন্দেহই নেই যে তাদের চরম শত্রু ভ্লাদিমির পুতিন ২০০০ সালে প্রেসিডেন্ট হবার পর এবারই তার কর্তৃত্বের প্রতি সবচেয়ে গুরুতর চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন।

কিয়েভের উর্ধতন কর্মকর্তারা বলেন, তারা নিশ্চিত যে রাশিয়ার ভেতরের মহলের কিছু বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠী ¯ যা আনুষ্ঠানিক নয়, কিন্তু সংগঠিত ¯ মি. পুতিনের বিরোধিতা করছে।

ইউক্রেনের জাতীয় নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা কাউন্সিলের সচিব ওলেক্সি দানিলভ বিবিসিকে বলছেন, প্রিগোশিন তাদের মধ্যে সবচেয়ে সিনিয়র নয়। তারা হয়তো এখন নতুন রাজনৈতিক এলিট হয়ে উঠতে পারে।

মি. দানিলভ বলছেন, এদের মধ্যে আছে নিরাপত্তা বাহিনীগুলো, রুশ অলিগার্কদের প্রতিনিধি ও কর্মকর্তারা।

তার মতে, এরা বিশ্বাস করে যে মি. পুতিন ফেব্রুয়ারি মাসে ইউক্রেনে পূর্ণমাত্রার সামরিক অভিযান চালানোর যে সিদ্ধান্ত নেন তা তাদের জন্য ব্যক্তিগত বিপর্যয় ডেকে এনেছে এবং রাশিয়ার জন্যও হুমকি হয়ে উঠেছে।

কিন্তু তার এসব বিশ্লেষণের পক্ষে কি কোন প্রমাণ আছে? আমি এ প্রশ্ন করায় কালো সামরিক ধাঁচের পোশাক পরা ষাটোর্ধ্ব দানিলভ এক মুহূর্তের জন্য বিরক্ত হলেন।

আমি অনুমানের ভিত্তিতে কথা বলছি না ¯ জোর দিয়ে বললেন তিনি, আমরা জানি ওইসব লোকেরা কারা, তাদের জীবন সম্পর্কেও আমরা জানি।

প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কির আরেকজন ঘনিষ্ঠ উপদেষ্টা হচ্ছেন মিখাইলো পডোলিয়াক।

তিনি মি.দানিলভের সাথে একমত, এবং তার কথা হলো, রাশিয়াতে এমন বেশ কয়েকটি গোষ্ঠী আছে যারা ক্ষমতা দখল করতে চায়।

মি. পুতিন যে শাসনকাঠামো গড়ে তুলেছেন তা ওপর থেকে নিম্নমুখী এবং কর্তৃত্ববাদী। পডোলিয়াক দাবি করছেন, এখন ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে একটা শূন্যতা এসে এই সিস্টেমের জায়গা নিচ্ছে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে আরেকজন উর্ধতন কর্মকর্তা আরো এক পা এগিয়ে আভাস দিলেন, প্রেসিডেন্ট পুতিন এখন বাধ্য হবেন তার প্রতিরক্ষামন্ত্রী সের্গেই শোইগু এবং চিফ অব স্টাফ জেনারেল ভ্যালেরি গেরাসিমভকে বরখাস্ত করতে। সম্ভবত আরো একটি সামরিক বিপর্যয়ের প্রতিক্রিয়ায় এটা ঘটতে পারে, বলছেন তিনি।

প্রিগোশিন এবং তার ওয়াগনার বিদ্রোহীদের একটি অন্যতম দাবি ছিল এ দুই ব্যক্তিকে বরখাস্ত করা।

প্রিগোশিন যা চেয়েছিল তা সে পাবে পূর্বাভাস দিলেন কর্মকর্তাটি ¯ তার রাজনৈতিক জীবন শেষ হয়ে যায়নি। সে বেলারুসে নির্বাসনে থাকবে না।

ইউক্রেনের পাল্টা যুদ্ধের ক্ষেত্রে মি. পডোলিয়াক বললেন, ওয়াগনার বিদ্রোহ এ যুদ্ধে প্রভাব বিস্তার করার মতো যথেষ্ট সময় স্থায়ী হয়নি। এখন লড়াই চলছে ১৮০০ কিলোমিটার জুড়ে, যা ১৯৪৫ সালের পর কোন যুদ্ধে হয়নি।

এ যুদ্ধের দিকে তাকালে একজন নির্মোহ পর্যবেক্ষকের কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে যে ¯ ইউক্রেনকে এই পাল্টা অভিযানে অত্যন্ত কঠিন লড়াই করতে হচ্ছে। তাদের সৈন্য হতাহত হচ্ছে, সরঞ্জাম নষ্ট হচ্ছে যার মধ্যে নেটোর দেয়া সুরক্ষাব্যবস্থাও আছে।

পূর্বদিকে ইউক্রেনের কৌশলগত অগ্রগতি কতটা হয়েছে ¯ তা জিজ্ঞেস করেছিলাম নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কর্মকর্তাটিকে। তিনি তার হাতের বুড়ো আঙুল আর তর্জনী দিয়ে এক ইঞ্চির মতো জায়গা দেখালেন ¯ যার অর্থ, অগ্রগতি হচ্ছে সীমিত ও ধীরগতিতে।

তবে তিনি আশা প্রকাশ করলেন যে এ পরিস্থিতি আগামীতে পাল্টে যেতে পারে।

উর্ধতন ইউক্রেনীয়রা এখন চেষ্টা করছে তাদের গ্রীষ্মকালীন অভিযান নিয়ে যে প্রত্যাশা তৈরি হয়েছিল তা নিয়ন্ত্রণে রাখতে। তারা মনে করে কিছু পশ্চিমা মিত্র এবং মিডিয়ায় তাদের সমর্থকরা ইউক্রেনের সেনাবাহিনী ওনেটোর সরঞ্জামের ব্যাপারে বেশি উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল।

ইউক্রেনের কিছু কর্মকর্তা স্বীকার করেন যে প্রেসিডেন্ট পুতিনের ক্ষমতা সবার চোখের সামনে ধসে পড়লে তা আসলেই কিছু বিপদ সৃষ্টি করতে পারে।

মি. পুতিনের উত্তরসুরীরা হয়তো তখন ক্ষমতার লড়াইয়ে নেমে পড়বে ¯ এমন একটি দেশে, যেখানে রয়েছে পারমাণবিক অস্ত্রের সবচেয়ে বড় মজুত। এ আশংকা পশ্চিমা নেতাদের বিনিদ্র রজনী ডেকে আনতে পারে।

আগামী মাসে লিথুয়ানিয়াতে নেটোর যে শীর্ষ বৈঠক হতে যাচ্ছে তাতে এ সম্ভাবনার বিষয়টি নিশ্চয়ই এজেন্ডার ওপর দিকেই থাকবে। প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি এবং তার উপদেষ্টারা চাইছেন যে এ সম্মেলনে যেন ইউক্রেনের নেটো সদস্যপদের ব্যাপারে সুনিশ্চিত পথনির্দেশনা দেয়া হয়।

তারা মনে করেন, রাশিয়ায় অস্থিতিশীলতার সর্বোত্তম জবাব এটাই ¯ মস্কোর সামনে একটা লৌহপ্রাচীর তুলে ধরা।

কিন্তু প্রেসিডেন্ট পুতিনের শাসন নিয়ে অনিশ্চয়তা, দেড় বছর ধরে চলমান যুদ্ধ আর ওয়াগনার নাটকের পর ¯ নেটো দেশগুলোর দুর্ভাবনা বেড়ে যেতে পারে। লড়াইয়ের অবসান যুদ্ধক্ষেত্রে না হয়ে আলোচনার টেবিলে হোক এটাই হয়তো তারা বেশি চাইবে।

টুকরো খবর

ক্র্যামাটর্স্কে রুশ ক্ষেপণাস্ত্রহামলায় নিহত ১০, এখন কেন এই হামলা

ইউক্রেন (ওয়েবডেস্ক)ঃ পূর্ব ইউক্রেনের ক্র্যামাটর্স্ক শহরে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় রুশ ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০। আহত হয়েছে কমপক্ষে ৫৬ জন, যাদের মধ্যে তিনজন বিদেশী নাগরিক রয়েছে বলে স্থানীয় কর্মকর্তারা নিশ্চিত করেছেন। তাদের পরিচয় জানা যায়নি। শহরের একদম কেন্দ্রে ব্যস্ত একটি শপিং এলাকায় একটি ভবন এতে পুরোপুরি বিধ্বস্ত হয়েছে। ভবনটিতে একটি হোটেল এবং জনপ্রিয় পিজা রেস্তোরা ছিল। নিহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে কারণ ইউক্রেনের জরুরী বিভাগের একজন মুখপাত্র ভেরোনিকা বাখাল বলেছেন ধ্বংসস্তূপের নিচে আরও অন্তত তিনজন রয়েছেন। তিনি বলেন উদ্ধারকাজ চলছে। স্থানীয় কর্মকর্তারা বলছেন নিহতদের মধ্যে ১৪ বছরের দুই জমজ বোন ছিল। তাদের নাম ¯ ইউলিয়া এবং আনা। আহত হয়েছে কমপক্ষে ৫৬ জন, যাদের অনেকের অবস্থা গুরুতর। পূর্বাঞ্চলীয় এই শহরটি ইউক্রেনের নিয়ন্ত্রণে থাকলেও এটি ইউক্রেনের রুশ অধিকৃত অংশের কাছাকাছি অবস্থিত। সম্মুখ রণাঙ্গন থেকে ৪০ কিমি দূরে। একজন প্রত্যক্ষদর্শী বিবিসিকে বলেছেন, তিনি মৃতদেহ, মানুষের চিৎকার, কান্না এবং ব্যাপক বিশৃঙ্খলা দেখেছেন। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, বিস্ফোরণের কেন্দ্রস্থলে কিছু আবাসিক ভবনও ছিল। সোশ্যাল মিডিয়া এবং ঘটনাস্থলের ড্রোন ফুটেজে দেখা যায়, ভবনগুলির বেশ ক্ষতি হয়েছে। এদের মধ্যে কয়েকটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। বেলজিয়ামের ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক আরনো দ্য ডেকার বিবিসিকে বলেন, ক্ষেপণাস্ত্রটি জনপ্রিয় রিয়া লাউঞ্জ রেস্তোরাঁয় আঘাত করার মাত্র কয়েক মিনিট আগে তিনি সেখানে ছিলেন। এখনও ধ্বংসস্তূপের নীচে মানুষ আছে কারণ এটি একটি বড় রেস্তোরাঁ, তিনি বলেছিলেন। আর এখন আমি ধ্বংসস্তূপের নীচে মানুষের চিৎকার শুনতে পাচ্ছি কারণ উদ্ধারকারীরা তাদের বাঁচানোর চেষ্টা করছে। তিনি জানান, আনুমানিক ৮০ জন কর্মচারী এবং অতিথি হামলার সময় রেস্তোরাটিতে ছিলেন। কর্মকর্তারা বলছেন, আট মাস বয়সী একটি শিশু এবং তিনজন বিদেশীসহ অন্তত ৫৬ জন আহত হয়েছে। আঞ্চলিক গভর্নর পাভলো কিরিলেঙ্কো ইউক্রেনীয় টেলিভিশনকে বলেছেন হামলার সময় শহরের কেন্দ্রে জায়গাটিতে লোকের উপচানো ভিড় ছিল, কারণ এখানকার রেস্তোরাগুলোতে মানুষজন খেতে আসে। সাংবাদিক দ্য ডেকার পিজা রেস্তোরাটিকে একটি স্থানীয় সমাবেশ কেন্দ্র হিসাবে বর্ণনা করেছেন যেটি দেশি বিদেশী সাংবাদিক, সৈন্য এবং স্বেচ্ছাসেবকদের কাছেও জনপ্রিয়। ক্রামাটর্স্ক সিটি কাউন্সিল জানিয়েছে, কাছাকাছি একটি গ্রামেও রুশ হামলা হয়েছে। ক্র্যামাটর্স্ক শহরে রাশিয়া এমন সময় এই ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালালো যখন শনিবার রুশ ভাড়াটে বাহিনী ওয়াগনারের ব্যর্থ এক অভ্যুত্থানের পর থেকে ক্ষমতায় প্রেসিডেন্ট পুতিনের ভবিষ্যৎ নিয়ে

ব্যাপক জল্পনাকল্পনা শুরু হয়েছে। বিবিসির ইউরোপ বিষয়ক ডিজিটাল সম্পাদক পল কারবি বলছেন, যদিও ইউক্রেনের বেসামরিক টার্গেটে হামলা নতুন কোনো ঘটনা নয় তবুও মঙ্গলবার তাদের হামলার মাধ্যমে রাশিয়ার সেনাবাহিনী হয়তো বার্তা দিচ্ছে দেশের ভেতর সাম্প্রতিক উত্তেজনা অনিশ্চয়তা স্বত্বেও ইউক্রেনের যুদ্ধে কোনো ভাটা পড়বে না। ওয়াগনারের নেতা ইয়েভগেনি প্রিগোশিন রণাঙ্গনে রুশ সৈন্যদের মনোবল নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন, কিন্তু রুশ সেনাবাহিনী গতকাল এই হামলাা করে বার্তা দিল যে কিছুই বদলায়নি, বলছেন বিবিসির সাংবাদিক। এপ্রিলে ইউক্রেনের কেন্দ্রাঞ্চলীয় শহর উমানে একটি ভবনে ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় ২৩ জনের মৃত্যুর পর গত দুই মাসে কোনো একটি হামলায় এত মানুষ মারা যায়নি। ক্র্যামাটর্স্কে যখন উদ্ধারকাজ চলছে তার মাঝেই বুধবার খারকিভ শহরের কাছে একটি গ্রামে রুশ কামানের গোলায় তিনজন মারা গেছে বলে স্থানীয় কর্মকর্তারা নিশ্চিত করেছেন। পশ্চিমা বিমান এবং ক্ষেপণাস্ত্র বিরোধী ব্যবস্থা পাওয়ার পর থেকে ইউক্রেনের শহরগুলোতে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শক্ত হয়েছে এবং মানুষের মৃত্যু কমেছে। কিন্তু, কিয়েভ থেকে বিবিসির মায়েনি জোনস বলছেন, ক্র্যামাটর্স্কের হামলা থেকে বোঝা যায় রাশিয়া এখনও ইউক্রেনে জানমালের এবং অবকাঠামোর গুরুতর ক্ষতিসাধনে সক্ষম। ইউক্রেনের পাল্টা আক্রমণ সমস্ত রণাঙ্গন জুড়ে এগিয়ে চলছে ¯ মিঃ জেলেনস্কির এমন মন্তব্যের পর মঙ্গলবার ক্র্যামাটর্স্কে ভয়াবহ হামলা হলো। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি তার প্রতিক্রিয়ায় বলেছেন, এই হামলা ইউক্রেন এবং বিশ্বের কাছে প্রমাণ করেছে যে রাশিয়া শুধু পরাজয়ের যোগ্য। হোয়াইট হাউস ইউক্রেনের উপর নিষ্ঠুর হামলার জন্য রাশিয়ার নিন্দা করেছে। তবে ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ বলেছেন রাশিয়া বেসামরিক লোকজনের ওপর হামলা করেনা। ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেনে রুশ আক্রমণ শুরু হওয়ার পর থেকে ক্র্যামাটর্স্ক শহরে প্রায়ই ক্ষেপণাস্ত্র হামলা হয়েছে। দেড় লাখ জনসংখ্যার শহরটি পূর্বাঞ্চলে ইউক্রেনের নিয়ন্ত্রণে থাকা বড় শহরগুলির মধ্যে একটি। সম্মুখ রণক্ষেত্র থেকে শহরটি প্রায় ৩০ কিমি দূরে। গত বছরের এপ্রিলে শহরের রেলওয়ে স্টেশনে রুশ ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় ৬০ জনেরও বেশি মানুষ মারা যায়।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
জাতীয় খবর
বাংলা দৈনিক
রাঁচি
শুক্রবার
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
30:06:2023

বাংলাদেশে গত কয়েক বছর ধরে কোরবানির চামড়ার দাম এতো কম কেন?

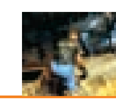

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ বাংলাদেশে কোরবানির পশুর চামড়ার দাম গত কয়েক বছর ধরে তলানিতে নেমে এসেছে। চামড়ার খাত সংশ্লিষ্টরা বলছেন, সাম্প্রতিক সময়ে চাহিদার তুলনায় বিপুল পরিমাণ চামড়ার সরবরাহ এর মূল কারণ। আর চাহিদা কমে যাওয়ার কারণ হিসেবে তারা রপ্তানী পড়ে যাওয়ার কথা বলছেন। সরকার অবশ্য বলছে যে, গতবারের তুলনায় এবার লবণযুক্ত গরুর চামড়ার দাম ৬ শতাংশ বাড়িয়ে নির্ধারণ করা হয়েছে। চামড়ার দাম ধরে রাখতে ঈদের পরবর্তী সাত দিন ঢাকার বাইরে থেকে চামড়া না আনার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এবার সরকার ঢাকায় লবণযুক্ত গরুর চামড়ার দাম প্রতি বর্গফুট ৫০-৫৫ টাকা এবং ঢাকার বাইরে ৪৫-৪৮ টাকা নির্ধারণ করেছে। গত বছর এই দাম ছিল ঢাকায় ৪৭-৫২ টাকা এবং ঢাকার বাইরে ৪০-৪৪ টাকা। গত বছর ছাগলের চামড়ার দাম নির্ধারণ করা হয়েছিল ১৮-২০ টাকা যা এ বছরও অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। যারা কোরবানি দিচ্ছেন এবং মৌসুমি চামড়ার ব্যবসার সাথে যুক্ত, তারা বলছেন, বছর দশেক আগেও প্রতিটি গরুর চামড়ার দাম গড়ে ১৫০০ টাকা থাকলেও গত দুইতিন বছর ধরে এটি গড়ে ৫০০ টাকায় নেমে এসেছে।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বখশিশ দেয়ার যতো প্রথা

নিউ ইয়র্ক (এজেন্সী) ঃ যুক্তরাষ্ট্রে কোন রেস্তোঁরায় খেতে গেলে বা কারও কাছ থেকে কোন সেবা নিলে তাকে টিপস্ বা নির্দিষ্ট পরিমাণ বখশিশ দেয়া এক ধরনের সংস্কৃতিতে পরিণত হয়েছে। সম্প্রতি বখশিশের এই সংস্কৃতি সমালোচনার মুখে পড়ে যেদিন অ্যাপল স্টোরের কর্মচারীরা গ্রাহকদের সেবা দেয়ার বিপরীতে বখশিশ চাওয়ার প্রস্তাব করে।

দিন দিন বখশিশের এই সংস্কৃতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে বলে মনে করছেন উত্তর আমেরিকার মানুষেরা। ইতিমধ্যেই, গিল্ট টিপিং, টিপিং ফ্যাটিগ, টিপ ক্রিপ, ভাইরাল টিপ শেমিং এবং টিপফ্লেশন এর মতো নতুন শব্দ অভিধানে যুক্ত হয়েছে।

এই বখশিশ দেয়ার সংস্কৃতি একেক দেশে একেকরকম। যেমন ফ্রান্সে, বিলের ওপর লেখা থাকে সার্ভিস কম্প্রিস। এর মানে হল বখশিশ ইতিমধ্যেই বিলের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

অন্যদিকে পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো এক্ষেত্রে একদমই কঠোর, তারা বখশিশ নেয়াকে অপমানজনক মনে করে। এবং বখশিশের সংস্কৃতি গড়ে না ওঠা তাদের জন্য গর্বের বিষয়।

দীর্ঘ সময় ধরে চলে আসা এই বখশিশের প্রথা ভিন্ন ভিন্ন হওয়ার কারণ তাদের প্রশংসা করার সংস্কৃতি ভিন্ন। এবং বখশিশের সংস্কৃতি সেই সমাজব্যবস্থার নানা দিক সম্পর্কে ধারণা দেয়।

জাপান

জাপান হল কঠোর সংযমী মানুষদের জন্য স্বর্গের মতো। যেখানে নোংরা আবর্জনা দেখা দূরের কথা, এর কথাও শোনা যায় না। দেশটিতে অপূর্ণতা (ওয়াবি-সাবি) বা ত্রুটিকে সম্মানের সাথে দেখা হয় এবং সামাজিক আচার আচরণকে একটি শিল্পের রূপ দেয়া হয়।

যেমন খাওয়ার সময় হাঁটবেন না, গণপরিবহনে কথা বলবেন না, হাত বা চপস্টিক দিয়ে কোন দিকে নির্দেশ করবেন না, জনসমক্ষে নাকে হাত দেবেন না ইত্যাদি।

জাপান এমন এক দেশ যেখানে বখশিশ দেয়া শুধু অস্বাভাবিকই নয়, বরং এটা বিব্রতকর এবং কুৎসিত বিষয় বলে মনে করা হয়।

যেহেতু জাপানিদের মধ্যে সেবা নেয়ার ক্ষেত্রে বখশিশ দেয়ার কোন সংস্কৃতি নেই। তাই সেখানে ভ্রমণে যাওয়া বিদেশি পর্যটকদের সতর্ক করে বলা হয় তারা যেন বখশিশ দেয়ার আগে দুবার ভাবেন। কারণ বখশিশ দেয়া রীতিমত অপরাধ করার সামিল।

জাপানিরা বখশিশ দেয়া নেয়া করে না ভ্রমণকারীদের এই কথা বলা সত্ত্বেও অনেকে টাকা দিয়ে তাদের সন্তুষ্টি প্রকাশ করতে চান কিন্তু জাপানে বিষয়টি সেভাবে কাজ করে না।যুক্তরাজ্য-ভিত্তিক ট্যুর অপারেটর ইনসাইড জাপান ট্যুরসের জেমস মুন্ডি বলেছেন। পর্যটকরা রেস্তোরাঁয় কর্মীদের জন্য টাকা রেখে গেলে ওই কর্মীরা তাদেরকে রাস্তায় তাড়া করে টাকা ফেরত দেয়। অনেকে বুঝতে পারে না যে এখানকার মানুষ তাদের কাজ গর্বের সাথে করে।

এক্ষেত্রে সন্তুষ্টি প্রকাশে 'ঐশিকত্তা' (খাবার সুস্বাদু ছিল), বা ' গোশিও সামা'' (খাবার তৈরির জন্য আপনাকে ধন্যবাদ) বললেই হবে। আবার অনেকে মাথা ঝুঁকেও ধন্যবাদ জানিয়ে থাকেন। এজন্য টাকা দেয়ার প্রয়োজন নেই।

তবে একটি ব্যতিক্রম রয়েছে, জাপানের ঐতিহ্যবাহী তাতামি-ম্যাটেড গেস্টহাউসে, ভ্রমণকারীরা নাকাই সান (কিমোনো-পরা সার্ভার যারা আপনার খাবার প্রস্তুত করে) এর জন্য অর্থ রেখে যেতে পারে।

সেটারও বিশেষ নিয়ম আছে। তাকে সরাসরি এই বখশিশ দেয়া যাবে না। তার পরিবর্তে একটি বিশেষভাবে সাজানো খামে সেই বখশিশ ঢুকিয়ে সীলমোহর বসিয়ে দিতে হবে। সঠিকভাবে বখশিশ না দিলে তারা এটি গ্রহণ করবে না।

মিশর

উত্তর আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য এবং দক্ষিণ এশিয়ার মানুষদের মধ্যে গভীরভাবে প্রোথিত সামাজিক ধারণা অনুযায়ী কাউকে বখশিশ দেয়া অর্থ কাউকে খুশি হয়ে কিছু দান করা।

এসব জায়গার ট্যাক্সি চালক, ট্যুর গাইড, রাস্তার কোণার বাজারের বিক্রেতা আপনাকে সেবা দেয়ার পর সরাসরি বা ইঙ্গিতপূর্ণ ইশারায় সামান্য বখশিশ চাইতে পারে।

ভুলভাবে ব্যাখ্যা করলে অনেকে বখশিশকে ভিক্ষা দেয়া বলেও মনে করতে পারেন। কিন্তু দরিদ্রদের দান করা ইসলামের পাঁচটি মূলনীতির মধ্যে একটি। কেউ বখশিশ দিলে তিনি একটি পবিত্র কাজ করেছেন বলে ভাবা হয়।

ধারণা করা হয় বখশিশ দেয়ার এই প্রথা বিশ্বের এই অংশে ভ্রমণে আসা ব্যক্তিদের উপলব্ধিকে আরও গভীর করে তুলবে।

মিশরে রেস্তোরাঁ কর্মী, ট্যাক্সি ড্রাইভার, ট্যুর গাইড এবং হোটেল কর্মীদের বখশিশ দেয়া সাধারণ বিষয়। দরজা খোলার জন্য, পরিচ্ছন্নতা কর্মী, নিরাপত্তা কর্মী এবং দোকানদারদেরও এই বখশিশ দেয়া প্রযোজ্য।

বখশিশকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে একে পেইট-ফরোয়ার্ড সিস্টেমের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। যার অর্থ আপনি আজ কাউকে কিছু দিলে, কাল আপনিও কিছু পাবেন।

যেমন কায়রো থেকে আসওয়ান পর্যন্ত ট্যুর গাইড এবং হোটেলের দারোয়ানদের যদি আপনি অগ্রিম বখশিশ দিয়ে থাকেন তাহলে তারা আপনাকে অগ্রাধিকারভিত্তিক এবং শীর্ষ মানের সেবা দেবেন।

বখশিশ হিসেবে তারা মিশরীয় পাউন্ডের চাইতে মার্কিন ডলার পেতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। কেননা দেশটিতে এক মার্কিন ডলার ৩০-৪০ মিশরীয় পাউন্ডের সমান।

সামান্য বখশিশ দেয়ার ফলে আপনার জন্য হয়তো, রাজাদের উপত্যকায় একটি তালাবদ্ধ মন্দিরের দরজা খুলে যেতে পারে, সবার প্রবেশাধিকার নেই এমন জাদুঘরের টয়লেট আপনার জন্য উন্মুক্ত হওয়া অস্বাভাবিক নয়। এবং ভ্রমণকারীরা এসব তথ্য পর্যটক ব্রোশারে খুঁজে পাবেন না।

চীন

বেইজিং এবং সাংহাইয়ের মতো চীনের সবচেয়ে আধুনিক ও অভিজাত শহরেও কুসংস্কার এবং ঐতিহ্যগত নানা ধারনা প্রচলিত রয়েছে।

এই দেশে বখশিশ কোন প্রত্যাশিত বিষয় নয় - বরং তারা বখশিশ থেকে দূরে থাকে।

চীন প্রযুক্তিগত অগ্রগতির অগ্রদূত এবং আগামী বিশ্বকে হাতছানি দিলেও এখানে বখশিশ দেয়া একসময় নিষিদ্ধ ছিল।

প্রকৃতপক্ষে, চীনের একটি নীতি হল সব মানুষ সমান এবং এখানে কেউ কারও সেবক নয় এবং অন্য কারো উপর শ্রেষ্ঠত্ব বোঝানো অনেক আগে থেকেই এখানে নিষিদ্ধ।

চীনে প্রতিনিয়ত বিশালবহুল হোটেল এবং রেস্তোরাঁ গড়ে উঠলেও সেখানে কোথাও বখশিশের সংস্কৃতি গড়ে ওঠেনি। কম পরিদর্শন করা শহর এবং শহরতলিতেও বখশিশ দেয়াকে অসভ্যতা এবং ঘুষ বলে বিবেচনা করা হয়।

কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে চীনে পর্যটকদের আনাগোনা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অনেক পশ্চিমা রীতিনীতির মিশ্রণ ঘটছে। এরিমধ্যে অনেক বড় ধরণের পরিবর্তনও দেখা যাচ্ছে।

অস্ট্রেলিয়া ভিত্তিক ট্যুর অপারেটর ইন্ট্রিপিড ট্রাভেলের চীনা শাখার ব্যবস্থাপক ম্যাগি তিয়ান এ কথা বলেন।

যদিও চীনে বখশিশ দেয়া ঐতিহাসিকভাবে অভদ্রতা হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। তবে সময় বদলাচ্ছে, তিনি বলেন।

চীনারা এখনও বখশিশ দেওয়ার অভ্যাস গড়ে তোলেনি। তবে বখশিশ কিছু কিছু এলাকায় এখন গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠছে, বিশেষ করে বড় বড় শহরগুলোয় - যেখানে প্রচুর বিদেশী বাসিন্দা এবং দর্শনার্থী রয়েছেন।

ওইসব স্থানে আপনি যদি ভ্রমণে যান, তাহলে পোর্টার, ট্যুর গাইড এবং বারটেন্ডাররা আপনাকে বিশেষ সেবা দিলে তাদের কিছু পরিমাণে বখশিশ দিতে পারেন। ঐতিহাসিকভাবে মানা থাকলেও সেখানকার স্থানীয়রাও আজকাল বখশিশ নিতে পছন্দ করেন।

যুক্তরাষ্ট্র

খুব কম দেশই বখশিশের সংস্কৃতিকে যুক্তরাষ্ট্রের মতো গুরুত্ব সহকারে নেয়। এর গুরুত্ব পরিমাপ করা একজন বিদেশী পর্যটকের পক্ষে কঠিন হতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রথা হল মোট বিলের ২০-২৫ শতাংশ বখশিশ দেয়া। মাঝে মাঝে এই প্রথা মেনে চলা স্থানীয় এবং পর্যটক উভয়ের জন্য চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। একে অনেক সময় টিপফ্লেশন বলা হয়ে থাকে। বাংলায় যার অর্থ হতে পারে বখশিশ স্ফীতি। অনেকটা মূল্যস্ফীতির মতো।

সাম্প্রতিক সময়ে দেশটিতে প্রত্যাশিত বখশিশের পরিমাণ দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এর মধ্যে ডিজিটাল টিপিং ব্যবস্থাও যুক্ত হয়েছে।

দেশটির সেবা কর্মীদের কম বেতন দেওয়ায় তারা দৈনিক বখশিশের ওপর নির্ভর করে। এমন অবস্থায় অনেক গ্যাস স্টেশন থেকে শুরু করে রেস্তোরাঁগুলোয় খুচরা বিক্রেতারা তাদের প্রতিটি বিলে একটি ঐচ্ছিক সেবা চার্জ যোগ করে।

অর্থাৎ আপনি বাড়তি সেবা নেন বা না নেন - আপনাকে অতিরিক্ত খরচ করতে হতে পারে।

ট্রাভেল কনসিয়ার্জ সার্ভিস নাইটসব্রিজ সার্কেলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক পিটার অ্যান্ডারসন বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের মতো বখশিশের সংস্কৃতি অন্য কোথাও নেই। নিউইয়র্কে সম্প্রতি, আমি একটি দোকান থেকে পানির বোতল কিনেছিলাম এবং মূল্য পরিশোধের সময় তারা বখশিশ চেয়েছিল। অথচ আমি নিজেই জলের বোতল তুলে কাউন্টারে নিয়ে গিয়েছিলাম, কোন বাড়তি সেবা নেইনি, তারপরও তারা আশা করেছে আমি জলের দামের ২০ বখশিশ দেবো।

অনেক জায়গায়, এটি কর্মীদের কম মজুরি দিয়ে গ্রাহকের উপর আরও চাপ বাড়ানোর একটি কৌশল মাত্র।

যুক্তরাষ্ট্র বর্তমানে বখশিশ-বিরোধী বা নো-টিপিং আন্দোলনের দিকে এগোচ্ছে। এবং কর্মীদের ন্যায়সঙ্গত বেতন দেয়ার দাবি তুলেছে।

আপাতত, মেনে নিন যে যুক্তরাষ্ট্রে বখশিশ দেয়া আইনতভাবে বৈধ কেননা দেশটির পর্যটন কর্মীদের ঘন্টায় মজুরি প্রায়শই কম হয়।

কারো কাছ থেকে ভালো আচরণ পেতে হলে সেজন্য খরচ করতে হবে। কারণ ভুলে গেলে চলবে না আপনি আপনার দেশকে প্রতিনিধিত্ব করছেন।

ডেনমার্ক

ডেনমার্ক হল বিশ্বের অন্যতম সুখী একটি দেশ। দেশটি মূলত সমতাবাদী সমাজ, সাম্প্রদায়িক উদারতা এবং অন্যের প্রতি দয়াশীল আচরণের জন্য সুখী তালিকাভুক্ত হয়েছে।

কিন্তু জেনে অবাক হবেন যে ড্যানিশরা বখশিশমুক্ত জাতি।

এর কারণ মূলত দুটি, নাগরিকদের মাথাপিছু আয় অনেক বেশি এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় তাদের ওয়েলফেয়ার সিস্টেম কল্যাণমূলক সেবা বেশ উন্নত।

একারণে সেখানকার সেবাদানকর্মী যেমন ট্যাক্সি চালক এবং সম্মুখ সারির কর্মীরা টিপসের উপর নির্ভরশীল নয় এবং সেবা বাবদ খরচ সাধারণত রেস্টুরেন্ট এবং হোটেলের বিলের ভেতরেই অন্তর্ভুক্ত থাকে।

দেশটিতে যদিও বখশিশ দেওয়া কোন ঐতিহ্য নয়, কিন্তু ডেনমার্কসহ বিস্তীর্ণ স্ক্যান্ডিনেভিয়া জুড়ে ভাংতি না দিয়ে পূর্ণাঙ্গ অর্থ দেয়ার রীতি প্রচলিত আছে। ধরুন আপনার বিল হয়তো এসেছে ২৭ ডলার, সেক্ষেত্রে আপনি ৩০ ডলার বিল পরিশোধ করবেন।

আজকাল ইউরোপের প্রায় সব স্থানে সেবা নেয়ার ক্ষেত্রে গ্রাহকরা দুইভাবে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। হয় তারা বখশিশ দিয়ে তাদের পুরস্কৃত করেন, নাহলে নিয়মিত তাদের কাছে সেবা নিতে যান। এই দুটি উপায়কে গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয়।

বখশিশ পরামর্শ ঃ প্রতিটি দেশের বখশিশ দেয়ার ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম রয়েছে। তাই বিব্রতকর পরিস্থিতি এড়াতে ভ্রমণে যাওয়ার আগে ওই দেশের বখশিশ প্রথা সম্পর্কে গবেষণা করতে ভুলবেন না। সব সময় অন্য দেশের সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া জরুরি।

সাগর থেকে তোলা হলো ডুবোযান টাইটান, ভেতরে 'মানুষের দেহাবশেষ'

নিউ ইয়র্ক (এজেন্সী) ঃ পাঁচজন আরোহী নিয়ে আটলান্টিক মহাসাগরের তলদেশে টাইটানিক দেখতে গিয়ে ধ্বংস হওয়া ডুবোযান টাইটানের কিছু টুকরো উদ্ধার করার পর তাতে সম্ভাব্য মানব দেহাবশেষ পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছে মার্কিন কোস্ট গার্ড।

বুধবার সাবমার্সিবল যানটির টুকরোগুলো ক্যানাডার সেন্ট জনসে নিয়ে যাওয়া হয়।

কোস্ট গার্ড বলছে, যেগুলোকে মানব দেহাবশেষ বলে মনে করা হচ্ছে তা এখন মার্কিন চিকিৎসা কর্মকর্তারা আনুষ্ঠানিকভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখবেন।

ডুবোযান টাইটান গত ১৮ই জুন পাঁচজন আরোহী নিয়ে উত্তর আটলান্টিকের গভীর তলদেশে থাকা টাইটানিক জাহাজের ধ্বংসাবশেষ দেখতে গিয়েছিল। প্রায় ১১১ বছর আগে নিমজ্জিত ওই জাহাজটি দেখতে সাগরে ডুব দেবার ৯০ মিনিট পর ১২,৫০০ ফুট নিচে জলের প্রচণ্ড চাপে টাইটান ধ্বংস হয়ে যায়।

ডুবোযানটির যাত্রীদের মধ্যে ছিলেন ওই যাত্রার আয়োজনকারী কোম্পানি ওশানগেটের প্রধান ৬১ বছর বয়স্ক স্টকটন রাশ, ব্রিটিশ অভিযাত্রী হ্যামিশ হার্ডিং (৫৮), পাকিস্তানি-ব্রিটিশ ব্যবসায়ী শাহজাদা দাউদ (৪৮) ও তার পুত্র সুলেমান দাউদ (১৯), ও ফরাসী ডুবুরি পল-হেনরি নারগোলেট (৭৭)।

টাইটানিক ডুবে গিয়েছিল ১৯১২ সালে, হিমশৈল বা সাগরে ভাসমান আইসবার্গের সাথে ধাক্কা লেগে। এতে মারা যায় দেড় হাজারেরও বেশি মানুষ। ১৯৮৫ সালে আটলাঃটিকের তলায় টাইটানিকের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হওয়া এবং বিশেষ করে এ ঘটনা নিয়ে হলিউডে তৈরি সিনেমা বিশ্বব্যাপি জনপ্রিয়তা পাবার পর এটি এক অত্যন্ত ব্যয়বহুল পর্যটন গন্তব্যে পরিণত হয়েছে।

কর্মকর্তারা বলছেন, ডুবোযানটির নিহত যাত্রীদের কোন দেহাবশেষ পাওয়া যাবে বলে তারা প্রথমদিকে আশা করেননি।

ওশানগেটের এই টাইটান নামের ডুবোযানটি নিরাপত্তা সংক্রান্ত নিয়মনীতির অধীন ছিল না। এ নিয়ে বেশ কিছু বিশেষজ্ঞ যানটির নির্মাণকৌশলের সমালোচনা করেছেন।

প্রতিষ্ঠানটির সাবেক কর্মচারীরাও এটি কতটা নিরাপদ তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন।

তবে মি. রাশ - যিনি নিজেও এ দুর্ঘটনায় নিহত হন - বলেছিলেন, যারা তার এই যানটির নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করছেন তারা নতুন আবিষ্কারের বিরোধী।

মার্কিন কোস্ট গার্ড বলছে, এই যানটি কীভাবে ধ্বংস হলো তার কারণ বের করার তদন্তে তারা এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে আছেন।

কোস্ট গার্ডের মেরিন বোর্ড অব ইনভেস্টিগেশন বা এমবিআই এখন টাইটানের ধ্বংসাবশেষগুলো পরীক্ষা করে দেখবে।

এমবিআইয়ের প্রধান ক্যাপ্টেন জেসন নিউবোয়ার এক বিবৃতিতে বলেছেন, ঘটনার কারণ বের করতে এখনো অনেক কাজ করতে হবে।

ইসলাম প্রচারের পর কীভাবে কোরবানি দেয়া চালু হয়েছিল

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ ইসলামের ইতিহাস অনুযায়ী, নবী আদম বা নবী ইব্রাহিমের সময় থেকেই পশু কোরবানি দেয়ার রীতি থাকলেও ঈদুল ফিতর বা রোজার মতো বেশ কয়েক বছর পরে কোরবানি দেয়ার রীতি চালু হয়। ইসলামিক বিশেষজ্ঞরা বলছেন, মক্কায় প্রতি বছরই কোরবানি দেয়া হতো। কিন্তু তখন মক্কার বাসিন্দার বিভিন্ন দেবদেবীর নামে সেগুলো কোরবানি দিতেন। ফলে ইসলামের নবী সেই সময় মক্কায় থাকলেও তিনি এই রীতি অনুসরণ করতেন না। নবুয়ত প্রাপ্তির প্রায় তের বছর পরে মদিনায় হিজরত করার পর আনুষ্ঠানিকভাবে কোরবানি দেয়ার রীতি চালু হয়। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের হালাল সনদ বিভাগের উপ-পরিচালক মাওলানা মোঃ আবু ছালেহ পাটোয়ারী বিবিসি বাংলাকে বলেন, ''ইসলামের অনেক বিধিবিধান রাসুল (সাঃ) মদিনায় আসার পর কার্যকর হয়েছে। কারণ তিনি ইসলাম প্রচার শুরু করার পর মক্কার মানুষের মধ্যে একাত্মবাদ প্রতিষ্ঠা ছিল প্রাথমিক কাজ। আর মদিনায় হিজরত করে আসার পর ইসলামের বিধিবিধান জারি হয়।'' হিজরি দ্বিতীয় সনে রোজা এবং ঈদুল ফিতরের প্রবর্তন হয়েছিল। অবশ্য তার আগে থেকেই মদিনার মানুষজন অনেকটা একই আদলে উৎসব এবং রোজা পালন করতেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক মোঃ আতাউর রহমান মিয়াজী বলেছেন, হিজরি দ্বিতীয় সনে ঈদের প্রবর্তন করা হয়েছিল। আনাস নামে নবী মুহাম্মদের একজন সাহাবী বা সাথীর বর্ণনা করা একটি হাদিসের উদ্ধৃতি দিয়ে বাংলাদেশের জাতীয় জ্ঞানকোষ বাংলাপিডিয়া বলছে, মদিনায় যাওয়ার পর নবী দেখলেন যে সেখানকার মানুষ বছরে দুইটি বড় উৎসব পালন করে। তিনি তখন জানতে চান, সেগুলো কী উৎসব? এগুলো ছিল নওরোজ এবং মিহিরজান নামে দুটি উৎসব - যেগুলো সেখানকার বাসিন্দাদের ধর্ম এবং গোত্রের রীতি অনুযায়ী একটি শরতে এবং আরেকটি বসন্তকালে উদযাপিত হত। অধ্যাপক মিয়াজী বলেছেন, ''তখন ওই দুইটি উৎসবের আদলে মুসলমানদের জন্য বছরে দুইটি ধর্মীয়, সামাজিক এবং জাতীয় উৎসব পালনের রীতি প্রবর্তন করা হয়।'' সেই দুই ঈদের একটি হজের সময় পালন করা হতো, যা ঈদুল আযহা নামে পরিচিত। তবে ইসলাম প্রচারের পর ঠিক কবে আর কীভাবে প্রথম কোরবানি দেয়া হয়েছে সেই সম্পর্কে নির্ভুল তথ্য পাওয়া যায় না। কোন কোন ইতিহাসবিদ বলেন, মদিনায় আসার পর ইসলামের নবী প্রথম দুইটা দুম্বা নিজ হাতে কোরবানি দিয়েছেন। তখন তিনি বলেছিলেন, একটা আমার নিজের পক্ষ থেকে আরেকটা আমরা উম্মতের পক্ষ থেকে। মাওলানা মোঃ আবু ছালেহ পাটোয়ারী বলেন, ''ইসলামের অনেক কিছুই আগের পয়গম্বরদের রীতি মেনে করা হয়েছে। যেমন প্রথম দিকে বায়তুল মোকাদ্দেসের দিকে সিজদা করা হলেও পরবর্তীতে ইব্রাহিম (আঃ) এর আদর্শ অনুযায়ী কাবার দিকে সিজদা করা হয়। কোরবানির ব্যাপারটিও তেমনি এসেছে।'' তিনি বলছেন, ''ইসলামের কোরান ও হাদিস অনুযায়ী, আদম (আঃ) থেকে কোরবানি শুরু হয়েছে। তবে সুরা কাওসার ও সুরা হজে কোরবানি করার নির্দেশনা পাওয়া যায়। এই সুরা কাওসার নাজিল হয়েছিল হিজরতের আগেই, রাসুল (সাঃ) মক্কায় থাকার সময়। আর সুরা হজ মক্কা ও মদিনায় মিলিয়ে নাজিল হয়েছিল বলে মনে করা হয়।''